

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران- ١٠٣)
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ نَزَّلْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اخْتَضَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُصَلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (المستدرک للحاکم- ٣١١)
 কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক

আল-ইতিসাম

الاعتصام

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দু'শ্রেণির জাহান্নামী লোক এমন আছে যাদের আমি (এখনো) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর একদল স্ত্রীলোক, যারা পোশাক পরেও বিবস্ত্রা, যারা অন্যকে আকর্ষণকারিণী এবং নিজেও অন্যের প্রতি আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের বেণি হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুস্বাণও পাবে না। অথচ বহুদূর থেকেও তার সুস্বাণ পাওয়া যায়' (হযীহ মুসলিম, ৯/৫০৯৭)।

• ৫ম বর্ষ • ১২তম সংখ্যা • অক্টোবর ২০২১

Web : www.al-itisam.com



সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة.
 السنة: ٥، صفر و ربيع الأول ١٤٤٣ هـ / أكتوبر ٢٠٢١ م العدد: ١٢، الجزء: ٢٠
 تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
 رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
 التحرير والتنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام



Monthly AL-ITISAM

Chief Editor : SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF

Overall Editing : AL-ITISAM RESEARCH BOARD

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;

Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

দারুল কুরআন মসজিদ, সেলাঙ্গর, মালয়েশিয়া : 'মালয়েশিয়ার ইসলামী উন্নয়ন বিভাগ (জাকিম)' -এর অধীনে পরিচালিত নয়নাভিরাম মসজিদটির মুহূর্ত্তা কক্ষটিতে কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ক্লাস হয় এবং উচ্চতর কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। MRSM এবং NYSI প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের শিক্ষার্থীগণ এই মসজিদে জুমআর ছালাতে অংশ নেয়।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৩ || ইস্যায়ী ২০২১ || বঙ্গীয় ১৪২৮

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ অক্টোবর	২৩ ছফর	শুক্র	০৪:৩৫	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৫ "	২৭ "	মঙ্গল	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
১০ "	০৩ রবী: আউ:	রবি	০৪:৩৮	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৭	০৫:৩৭	০৬:৫২
১৫ "	০৮ "	শুক্র	০৪:৪০	০৫:৫৬	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩২	০৬:৪৮
২০ "	১৩ "	রবি	০৪:৪২	০৫:৫৯	১১:৪৩	০৩:০১	০৫:২৮	০৬:৪৪
২৫ "	১৮ "	সোম	০৪:৪৫	০৬:০১	১১:৪২	০৩:৫৮	০৫:২৪	০৬:৪০

সূত্র : মুসলিম শেখ (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ				চট্টগ্রাম বিভাগ				রাজশাহী বিভাগ				খুলনা বিভাগ			
জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত	জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত	জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত	জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-২	-২	-২	চট্টগ্রাম	-৫	-৪	-৫	রাজশাহী	+৮	+৭	+৭	খুলনা	+৪	+৩	+৪
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০	কক্সবাজার	-	-	-	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৯	বাগেরহাট	+৩	+২	+৩
নরসিংদী	-১	-১	-১	খাগড়াছড়ি	-৬	-৭	-৫	নাটোর	+৬	+৫	+৬	সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৫
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-২	রাঙ্গামাটি	-৭	-৮	-৬	পাবনা	+৫	+৪	+৫	যশোর	+৫	+৫	+৫
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	বান্দরবান	-৭	-৮	-৭	সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩	চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	বগুড়া	+৪	+৪	+৪	বিনাইসহ	+৫	+৫	+৫
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	নোয়াখালী	-২	-৩	-২	নওগাঁ	+৬	+৬	+৬	কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০	লক্ষ্মীপুর	-৩	-৩	-৩	জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৬	মেহেরপুর	+৭	+৭	+৪
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২	চাঁদপুর	-১	-১	-১	রংপুর	+৪	+৪	+৫	মাগুরা	+৪	+৪	+৪
মানসিংগার	+৩	+১	+১	ফেনী	-৪	-৪	-৪	দিনাজপুর	+৭	+৭	+৭	নড়াইল	+৪	+৩	+৪
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	গাইবান্ধা	+৩	+৩	+৩	বরিশাল	+১	০	০
শরিয়তপুর	+১	০	০					সুফিয়ার	+২	+৩	+৩	বরিশাল	+১	০	০
								লাশমনিরহাট	+৩	+৪	+৪	পটুয়াখালী	+২	০	+১
								নীলফামারী	+৬	+৬	+৬	পিরোজপুর	+২	+১	+২
								পঞ্চগড়	+৭	+৭	+৮	ঝালকাঠি	+১	+১	+১
								ঠাকুরগাঁও	+৭	+৭	+৮	ভোলা	০	-১	-১
												বরগুনা	+২	+১	+১

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة.
السنة: ٥، صفر و ربيع الأول ١٤٤٣ هـ / أكتوبر ٢٠٢١ م العدد: ١٣، الجزء: ٢٠
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام



Monthly AL-ITISAM

Chief Editor: **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**

Overall Editing: **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**

Published By: AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address: Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;

Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile: 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail: monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

দারুল কুরআন মসজিদ, সেলাঙ্গর, মালয়েশিয়া: 'মালয়েশিয়ার ইসলামী উন্নয়ন বিভাগ (জাকিম)' -এর অধীনে পরিচালিত নয়নাভিরাম মসজিদটির মুছন্না কক্ষটিতে কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ক্লাস হয় এবং উচ্চতর কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। MRSM এবং NYSI প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের শিক্ষার্থীগণ এই মসজিদে জুমআর ছালাতে অংশ নেয়।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৩ || জিসায়ী ২০২১ || বঙ্গীয় ১৪২৮

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ অক্টোবর	২৩ হুফর	শুক্র	০৪:৩৫	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৫ "	২৭ "	মঙ্গল	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
১০ "	০৩ রবি: আউ:	রবি	০৪:৩৮	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৭	০৫:৩৭	০৬:৫২
১৫ "	০৮ "	শুক্র	০৪:৪০	০৫:৫৬	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩২	০৬:৪৮
২০ "	১৩ "	রবি	০৪:৪২	০৫:৫৯	১১:৪৩	০৩:০১	০৫:২৮	০৬:৪৪
২৫ "	১৮ "	সোম	০৪:৪৫	০৬:০১	১১:৪২	০৩:৫৮	০৫:২৪	০৬:৪০

সূত্র: মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি: University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সুবাঁজ
গাজীপুর	-২	-২	-২
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-২
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২
মাদারীপুর	+১	+১	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+১	০	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সুবাঁজ
ময়মনসিংহ	০	০	০
শেরপুর	+১	+১	+২
জামালপুর	+২	+২	+২
নেত্রকোনা	-১	-১	-১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সুবাঁজ
চট্টগ্রাম	-৫	-৪	-৫
কক্সবাজার	-	-	-
খাগড়াছড়ি	-৬	-৭	-৫
রাঙ্গামাটি	-৭	-৮	-৬
বান্দরবান	-৭	-৮	-৭
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩
নোয়াখালী	-২	-৩	-২
লক্ষ্মীপুর	-৩	-৩	-৩
চাঁদপুর	-১	-১	-১
ফেনী	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সুবাঁজ
সিলেট	-৬	-৬	-৬
সুনামগঞ্জ	-৪	-৪	-৪
মৌলভীবাজার	-৬	-৬	-৫
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সুবাঁজ
রাজশাহী	+৮	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৯
নাটোর	+৬	+৫	+৬
শাবনা	+৫	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩
বগুড়া	+৪	+৪	+৪
নওগাঁ	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৬

রংপুর বিভাগ

জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সুবাঁজ
রংপুর	+৪	+৪	+৫
দিনাজপুর	+৭	+৭	+৭
গাইবান্ধা	+৩	+৩	+৩
কুড়িগ্রাম	+২	+৩	+৩
লালমনিরহাট	+৩	+৪	+৪
নীলফামারী	+৬	+৬	+৬
পঞ্চগড়	+৭	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	+৭	+৭	+৮

খুলনা বিভাগ

জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সুবাঁজ
খুলনা	+৪	+৩	+৪
বাগেরহাট	+৩	+২	+৩
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৫
যশোর	+৫	+৫	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৪
মাগুরা	+৪	+৪	+৪
নড়াইল	+৪	+৩	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলা নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সুবাঁজ
বরিশাল	+১	০	০
পটুয়াখালী	+২	০	+১
পিরোজপুর	+২	+১	+২
ঝালকাঠি	+১	+১	+১
ভোলা	০	-১	-১
বরগুনা	+২	+১	+১

৫ম বর্ষ
১২তম সংখ্যা

অক্টোবর-২০২১
আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৮
ছফর-রবিঃ আউঃ
১৪৪২-৪৩

মাসিক আল-ইতিহাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিহাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিহাম

- প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
ভূবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুড়া, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (বিকাল ৪:৩০মি-৬:৩০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ

- জামি'আহ সালাফিয়াহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়াহ, রাজশাহী :
০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উত্তর শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আল-ইতিহাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- ◆ সম্পাদকীয় ০২
- ◆ দারসে হাদীছ ০৩
 - » পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক!
-মুহাম্মাদ মুত্তফা কামাল
- ◆ প্রবন্ধ ০৬
 - » হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১৪) ০৬
-আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ
 - » আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত যে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা ওয়াজিব ০৯
-আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী
 - » লোক দেখানো আমলের পরিণতি (পর্ব-৩) ১১
-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
 - » বিশ্বময় মহামারি : পাপাচার ও অভ্যাচার থেকে ফিরে আসার বার্তা ১৩
-ড. মো. কামরুজ্জামান
 - » ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ﷺ (পর্ব-২) ১৭
-মূল : প্রফেসর কে এস রামাকৃষ্ণ রাও
অনুবাদ ও পরিমার্জন : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী
 - » আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব (পর্ব-৮) ১৯
-মূল (উর্দু) : আবু যায়েদ যামীর
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান
 - » স্বপ্ন নিয়ে কিছু কথা ২১
-সাইদুর রহমান
 - » অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমরা কতটা সঠিক! (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ২৩
-শামসুদ্দীন চৌধুরী
 - » ঈদে মীলাদুলনবী উদযাপন বিদআত ২৩
-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী
- ◆ হারামাইনের মিম্বার থেকে ২৯
 - » অধিকহারে আল্লাহর যিকির কেন করবেন ২৯
-আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন
- ◆ তরুণ প্রতিভা ৩২
 - » আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলসমূহ ৩২
-মো. দেলোয়ার হোসেন
- ◆ শিক্ষার্থীদের পাঠা ৩৪
 - » গ্রন্থ পরিচিতি-১২ : সুনানে তিরমিযী ৩৪
-আল-ইতিহাম ডেস্ক
- ◆ কবিতা ৩৫
- ◆ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৩৬
- ◆ সওয়াল-জওয়াব ৩৮
- ◆ বর্ষসূচি ৫১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

এ আলো যেন আর না নিভে

‘সুশিক্ষাই আলো’; ‘সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড’। দীর্ঘদিন ধরে যে আলো নিভে গিয়ে বা নিশ্চল হয়ে জাতি গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে জাতিরও মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার পর ৮ মার্চ থেকে বাংলাদেশেও এর বিস্তৃতি শুরু হয়। এর জের ধরে ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বন্ধ থাকে দীর্ঘ ১৮টি মাস। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বে যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, সেসবের মধ্যে বাংলাদেশ রানার-আপ! এ তালিকায় শীর্ষে থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উত্তর আমেরিকার দেশ পানামা! যাহোক, অবশেষে করোনাভাইরাস মহামারিতে ৫৪৩ দিন বন্ধ থাকার পর ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিসরে খোলা হয় এবং জুলতে শুরু করে শিক্ষার আলো।

এ দেড় বছরে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত দেশে চার কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ লম্বা সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমাত্রিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে যেমন- (১) অটোপাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে এবং জ্ঞানের বড় ঘাটতি নিয়ে উপরের ক্লাসে উঠেছে। সাথে সাথে তাদের মধ্যে বিনা পরিশ্রমে পাশের মানসিকতাও তৈরি হয়েছে। জ্ঞানের এ ঘাটতি কাটিয়ে না উঠতে পারলে এর বিরূপ প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী হবে। (২) বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় সেশনজটের সৃষ্টি হয়েছে। (৩) কিডারগার্টেন, প্রি-প্রাইমারি, প্রি-ক্যাডেট, প্রিপারেটরিসসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। (৪) শিক্ষার সকল স্তর থেকে বহু শিক্ষার্থী ঝরে গেছে। (৫) শিশুশ্রম বেড়েছে। (৬) অনলাইন লার্নিং প্রোগ্রামগুলোর কারণে ধনী-গরীব এবং শহরের ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে। কেননা বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে গরীব ও গ্রামের শিক্ষার্থীরা এসব ক্লাসের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। (৭) অনেক শিক্ষার্থী নানা অন্যান্য-অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। (৮) মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে আসক্ত হয়েছে অনেক শিক্ষার্থী। (৯) শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। (১০) শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ১৫১ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে।

শিক্ষার এসব ক্ষতি কাটিয়ে উঠতেই হবে। আর সেজন্য অন্তত ২/৩ বছরের জন্য মহাকর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়ে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে; অন্যথা ক্ষতির প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী হবে। শিক্ষার এ অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা বলতে চাই— (১) শ্রেণিকক্ষে ফেরার বিকল্প নেই। যে কোনো মূল্যে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ক্লাসে ফিরতে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচ্ছন্ন করতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মানার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি এর সব উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করতে হবে। (৩) শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফেরার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের শিক্ষার সঠিক মূল্যায়ন করে কারোনাকালীন ক্ষতি চিহ্নিত করতে হবে এবং তদনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। (৪) ভবিষ্যতের সতর্কতাস্বরূপ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি ডিজিটাল লার্নিং-এর ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে— যাতে শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতির সাথেও পরিচিত থাকে এবং যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লেখাপড়ার দুয়ার উন্মুক্ত রাখা সহজ হয়। (৫) শিক্ষকমণ্ডলীর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা কারোনাকালীন ক্ষতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুষিয়ে নিতে পারেন। (৬) ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের খোজ খবর নিতে হবে এবং ক্লাসে তাদের অনুপস্থিতি কমাতে প্রয়োজনে উপবৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। (৭) শিক্ষার ক্ষতি পোষাতে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা বছরের ছুটিগুলো কমিয়ে বা দিনের শেষে অতিরিক্ত সময় যোগ করে অথবা বন্ধ বা ফাঁকা ঘণ্টায় অতিরিক্ত ক্লাস দিয়ে হতে পারে। (৮) যাদের অটোপাশ দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে পূর্বের ক্লাসের মূল বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে পড়িয়ে নিয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক পরীক্ষা নিয়ে মূল্যায়ন করা যেতে পারে— যাতে তাদের ভিত্তি দুর্বল না থেকে যায়। (৯) শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ কমিয়ে আনা যেতে পারে। প্রতি শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন মাস মতো কমালে ৩/৪ বছরে শিক্ষার এ ক্ষতি পোষানো সম্ভব হতে পারে। অনুরূপভাবে উচ্চশিক্ষার প্রতি ৪ মাসের সেমিস্টার থেকে ১ মাস করে বিয়োগ করলে এক বছরেই আরেকটি অতিরিক্ত সেমিস্টার শেষ করা সম্ভব হতে পারে। (১০) শর্ট সিলেবাস তৈরী করা যেতে পারে। যাতে করে ছাত্রদের উপর বছর শেষ করতে চাপ তৈরী না হয়। (১১) যে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কারোনাকালে বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলোকে পুনরায় চালু করার জন্য বিনা সুদে কর্য হাসানা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (১২) এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনে শিক্ষাখাতে বাজেট বাড়াতে হবে এবং তার যথার্থ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেওয়া যেমন দরকার হবে, তেমনি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করারও প্রয়োজন পড়বে।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট দুয়া করি, তিনি যেন আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় ভালো কাজ ঠিকভাবে চলিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনে ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করেন- আমীন!

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক!

-মুহাম্মাদ মুত্তফা কামাল*

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.
সরল অনুবাদ : আবু মালেক আল-আশআরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, ‘পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।’^১

হাদীছটির অবস্থান : ইমাম নববী رحمتهما الله বলেছেন, এটি ইসলামের অন্যতম মহান মূলনীতি। এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাকে অন্তর্ভুক্ত করে।^২ ইবনু হাজার আল-হায়তামী رحمتهما الله বলেছেন, ইসলামের মূলনীতিগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মূলনীতি। কারণ, এটি শুধু দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকেই ধারণ করে না, বরং এটি দ্বীনের অর্ধেক।^৩

ব্যাখ্যা : আমাদের মহান জীবনবিধান ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। মানবরচিত এমন কোনো আইনকানুন নেই যেটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য অবলম্বনের প্রতি এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছে, যতটা ইসলাম করেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অর্জনে ইসলাম মানুষকে সৌন্দর্য বর্ধন ও আকর্ষণীয় পশ্চা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ‘হে আদম সন্তান! তোমরা মসজিদে প্রবেশের সময় সৌন্দর্য অবলম্বন করো’ (আল-আরাফ, ৭/৩১)।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর মুসলিম ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য আদর্শবান ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধানে পবিত্রতার অধ্যয়নগুলোতে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্রতাকে একজন আদর্শ মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে একজন মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আচরণগত পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এটি কল্যাণ অর্জন অথবা শান্তি লাভের দ্বীনি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ ‘মুমিন ছাড়া ওয়ূর হেফায়ত কেউই করে না।’^৪

ইবাদতের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য অবলম্বন : ফিকহের কিতাবগুলোতে ওয়ূ, গোসল ও পবিত্রতা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ অপবিত্রতা থেকে

পবিত্রতা লাভের জন্য ওয়ূ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা পবিত্রতার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য যথেষ্ট। কেননা, এর আভিধানিক অর্থ ওজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য।^৫ প্রাকৃতিক ও জৈবিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা লাভের জন্য ব্যবহৃত শব্দ ইস্তিজা ও গোসল। উক্ত বিষয় সংক্রান্ত দলীলের আধিক্যতা প্রমাণ করে যে, শরীআত এর প্রতি কতটা গুরুত্ব প্রদান করেছে। উক্ত বিষয়ের প্রমাণ খোঁজার জন্য ফক্বীহদের ব্যাপক চেষ্টা এবং বড় বড় অধ্যায় রচনা করা প্রমাণ করে, তারা এ সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন। আধুনিক সভ্যতার যুগে পবিত্রতার পরিভাষা (ত্বহারাৎ, ওয়ূ, গোসল ও ইস্তিজা) হিসেবে ইসলাম যে শব্দ চয়ন করেছে, তা কতইনা চমৎকার! পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব প্রমাণে ইবনু উমার رضي الله عنه বর্ণিত একটি রেওয়াজেতই যথেষ্ট। আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেন, طَهَّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَدِيٍّ يَبِيْتُ ظَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ: ‘তোমরা এই শরীর পবিত্র করো, তবে আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করবেন। কেননা, এমন কোনো ব্যক্তি নাই যে, পবিত্র অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, কিন্তু তার মাথার পাশে একজন ফেরেশতা অবস্থান করে। যে সর্বক্ষণ বলতে থাকে, ‘হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে ক্ষমা করো, কারণ সে পবিত্র অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে।’^৬

সফর অবস্থায় কীভাবে পবিত্রতা লাভ করতে হবে, পানি না পাওয়া গেলে করণীয় কী হবে, সে সম্পর্কে ইসলাম দিকনির্দেশনা দান করেছে। পানির হুকুম-আহকাম, ফরয গোসল, মোজার উপর মাসাহ ও তায়াম্মুম করা ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (হে মুমিনগণ!) যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সমস্ত শরীর পবিত্র করো আর যদি অসুস্থ হও, অথবা ভ্রমণে থাক, অথবা স্ত্রী সহবাস করো, অতঃপর পানি না পাও, তবে ভূপৃষ্ঠের পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। অতঃপর

* প্রভাষক (আরবি), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩; মিশকাত, হা/২৮১।

২. শারহে মুসলিম লিন নবাবী, ৩/৮৫।

৩. ফাতহুল মুবীন, পৃ. ১৬৯

৪. ইবনু মাজাহ, হা/২৭৭; মিশকাত, হা/২৯২, হাদীছ ছহীহ।

৫. আল-মু‘জামুল ওয়াসীছ, ২/১০৩৮।

৬. ত্ববারানী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৫০৮৭

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইসলামের গুরুত্বারোপের প্রমাণ হলো এই যে, পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীছগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রের গবেষকগণ এর বিধিবিধান সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে স্বভাগত বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হাদীছ এসেছে। আল্লাহর রাসূল সঃ বলেছেন, **عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قُصٌّ** الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقُصُّ الْأُظْفَارِ وَعَسَلُ التَّرَاجِمِ وَتَنْتُفُ الْإِزْبِطِ وَحَلُّ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. بَعْنِي الْاسْتِنْجَاءَ. قَالَ زَكْرِيَّا قَالَ مُضْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُنْضَمَّةُ 'মানুষের প্রকৃতিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় হচ্ছে ১০টি: গোঁফ কাটা, দাড়ি ছেড়ে দেওয়া, মেসওয়াক করা, পানি দিয়ে কুলি করা, নখ কাটা, অঙুলের গিরাগুলোকে ভালোভাবে ধৌত করা, বগলের নিচের লোম তোলা, নাভির নিচের লোম কামানো, শৌচকর্ম তথা ইস্তিজা করা'। যাকারিয়া বলেন, মুছআব রাঃ বলেছেন, 'আমি ১০ নম্বরটা ভুলে গেছি। তবে আমার মনে হয় সেটি হবে কুলি করা'।^{১১}

ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা : মানুষের উপর তাই দৃশ্যমান হওয়া উচিত, যা তার সৌন্দর্যের প্রমাণ বহন করে। আল্লাহর আদেশ অনুসরণে আল্লাহর রাসূল সঃ-এর অবস্থা এমনই ছিল। আল্লাহ বলেন, **﴿وَتِيَابَكَ فَطَّرْ﴾** '(হে রাসূল!) আপনি আপনার কাপড় পরিষ্কার করুন' (আল-মুদাছছির, ৭৪/৪)। আল্লাহর রাসূল সঃ এই আয়াতটির অর্থের এই নির্দেশনা তাঁর ছাহাবীদের শিখিয়েছেন। জাবের রাঃ ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সঃ-এর নির্দেশনা বর্ণনা করেন,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرًا فِي مَثْرَلِنَا فَرَأَى رَجُلًا شَعْبًا فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَسْكُنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ تِيَابٌ وَسَخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ تِيَابَهُ.

জাবের রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সঃ আমাদের বাসায় দর্শনে আসলেন। এসে এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, এই লোক কি এমন কিছু পায় না, যা দিয়ে সে তার চুল আঁচড়াবে? আর একজন লোককে ময়লাযুক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন, এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায়নি, যা দিয়ে সে তার পোশাক ধৌত করতে পারে?^{১২}

সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে ইসলামে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মসজিদে বা কোনো মজলিসে সাধারণ মানুষ যেন কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে। জাবের রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সঃ বলেছেন, **مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ الثُّومِ - فَلَا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ -** 'যে ব্যক্তি এই সবজি খায় অথাৎ রসুন; আরেকবার তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন ও রসুন জাতীয় সবজি খায়, সে যেন মসজিদে না আসে। কেননা ফেরেশতামণ্ডলী ঐ সব বিষয়ে কষ্ট পায়, যেসব বিষয়ে আদম সন্তান কষ্ট পায়'।^{১৩}

পরিবেশ পবিত্র রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানি, মাটি ও বাতাস পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এগুলো যেন দূষিত না হয়, সেদিকে ইসলাম সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। বাসা, বাড়ির আঙিনা ও বাসার আশপাশ পবিত্র রাখা ইসলামের সুমহান নীতিমালার অন্যতম। রাস্তাঘাট, গাছের ছায়া, মানুষের বসবাসের স্থান, নদী ও পুকুরের ঘাট ইত্যাদিকে পবিত্র রাখার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। জাবের রাঃ বলেন, **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّازِي**

বন্ধ পনিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন'।^{১৪} আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সঃ বলেছেন, **اتَّقُوا الْأَعْيُنَ قَالُوا وَمَا الْأَعْيَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ** 'অভিশাপের কারণ হয় এমন দুইটি কাজ থেকে বিরত থাকো'। ছাহাবীগণ রাঃ জিজ্ঞেস করলেন, অভিশাপের কারণ হয় এমন বস্তুদ্বয় কী? আল্লাহর রাসূল সঃ বলেন, 'কোনো ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় অথবা তাদের বসার ছায়ায় পায়খানা করলে (সে অভিশাপের কারণ হয়, অথাৎ মানুষ তাকে অভিশাপ করে)'।^{১৫}

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনের জন্য ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা দিয়েছে, যাতে মুসলিমরা মর্যাদাগত ও অবস্থানগত দিক থেকে সমাজের অন্যান্য জাতির নিকট নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থান করতে পারে। আমরা যেন আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি, সেই তাওফীক আল্লাহ আমাদের দান করুন- আমীন! ছুম্মা আমীন!

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৪।

১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯।

১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৮।

১১. ইবনু মাজাহ, হা/২৪১, হাদীছ ছহীহ।

১২. আহমাদ, হা/১৪৮৯৩।

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১৪)

এ সময় যা নিষিদ্ধ

(১) মসজিদে হারামে প্রবেশকালে মাথা নত করা।

(২) মসজিদে হারামে প্রবেশকালে প্রমাণিত দু'আ ছাড়া মনগড়া দু'আ পাঠ করা।

(৩) কা'বাহর দর্শন মাত্র কোনো মনগড়া দু'আ পাঠ না করা এবং লোক দেখানো কোনো ভাব প্রকাশ না করা।

ত্বাওয়াফে কুদূম : মক্কার অধিবাসী নয় এমন ব্যক্তির মক্কার আগমনের সময় যে ত্বাওয়াফ করা হয়, তাকে ত্বাওয়াফে কুদূম বলে। মক্কার সীমানায় প্রবেশের সাথে এর হুকুম কার্যকর হয় আর বের হওয়ার সাথে সাথে এর হুকুম রহতি হয়ে যায়।

(১) ১০ তারিখে ত্বাওয়াফে ইফাযা বা হজ্জের ত্বাওয়াফ।

(২) ওয়াজিব ত্বাওয়াফ, যেমন- বিদায়ী ত্বাওয়াফ।

(৩) নফল ত্বাওয়াফ, যা হজ্জ-উমরা ছাড়াই করা হয়।

ত্বাওয়াফ শুরু হবে হাজরে আসওয়াদ হতে এবং শেষ হবে হাজরে আসওয়াদের কোণায় এসে। এভাবে সাত চক্র দেওয়ার নাম ত্বাওয়াফ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجْرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

জাবের رضي الله عنه বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم যখন মক্কার আসলেন তখন হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুম্বন দিলেন। অতঃপর তার ডান দিক হয়ে হাঁটতে লাগলেন। তিনি তিন বার রমল বা দ্রুত হাঁটলেন। আর চার বার স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন।^১ এ হাদীছ প্রমাণ করে চক্ররের সংখ্যা সাত।

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَلَ الْحَجْرَ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

যায়েদ ইবনু আসলাম رضي الله عنه তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি উমার رضي الله عنه-কে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দিতে দেখেছি। তিনি চুম্বন দেওয়ার সময় বললেন, যদি আমি আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।^২

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجْرِ . فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ . قَالَ فُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُجِحْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمِينِ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

যুবায়ের ইবনু আরাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু উমার رضي الله عنهما-কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে স্পর্শ ও চুম্বন দিতে দেখেছি। সে ব্যক্তি বললেন, যদি ভিড়ে আটকে যাই অথবা অপারগ হই, সেক্ষেত্রে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, (আপনার অভিমত কী) এ কথাটি ইয়ামানে রেখে দাও। আমি আল্লাহর রাসূলকে স্পর্শ ও চুম্বন দিতে দেখেছি।^৩ এই হাদীছে প্রমাণিত হয় হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া এবং স্পর্শ করা দুটাই জায়েয। তবে চুম্বন ও স্পর্শ সম্ভব না হলে পাথর অভিমুখে এক হাত তুলে ইশারা করবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، كُنَّا أُنَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم উটের পিঠে আরোহী হয়ে বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করেন। যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন, তখনই কোনো কিছু দিয়ে তার দিকে ইশারা করতেন।^৪ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, কোনো বস্ত বা হাত দিয়ে ইশারা করলেই চলবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، كُنَّا أُنَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِثَنِيءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم উটের পিঠে আরোহী হয়ে বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করেন। যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের পাশে আসতেন, তখনই কোনো বস্ত দিয়ে ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।^৫ এই হাদীছ প্রমাণ

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৬১১; নাসাঈ, হা/২৯৪৬; মিশকাত, হা/২৫৬৭।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৬১২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৭৮; মিশকাত, হা/২৫৭০।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৬১৩; মিশকাত, হা/২৫৭০।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৬৬।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৬১০; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৭০; আবু দাউদ, হা/১৮৭৩।

করে ইশারা করার সময় মুখে 'আল্লাহ আকবার' বলতে হবে। হাতে চুম্বন খেতে হবে না এবং মুখ মুছা যাবে না।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: لَمْ أَرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ

ইবনু উমার رضي الله عنه বলেন, আমি নবী করীম صلى الله عليه وسلم-কে শুধু বায়তুল্লাহর রুকনে ইয়ামানী এবং রুকনে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করতে দেখেছি।^৬ এই হাদীছ প্রমাণ করে, কা'বাঘরের এ কোণদ্বয় স্পর্শ করতে হবে। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা বড় ছওয়াবের কাজ।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجْرِ: وَاللَّهِ لَيُبَعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يُنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ

নবী صلى الله عليه وسلم বলেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উঠাবেন। তখন পাথরের দুটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখতে পাবে এবং জিহ্বা থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে। আর যারা সঠিকভাবে পাথরটি স্পর্শ করবে, তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।^৭

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ نَبِيًّا (مِنْ اللَّيْلِ) مِنَ اللَّيْلِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, 'হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়, তখন দুধের চেয়ে অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দেয়'^৮

عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ رَحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُزَاحِمُ عَلَيْهِ. قَالَ: إِنْ أَفْعَلَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا النَّبِيِّتِ أُسْبُوعًا، فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا أَحْطَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ حَسَنَةً

তবেই উবায়দা ইবনু উমায়ের হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীতে ভিড় করতেন। রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর অন্য কোনো ছাহাবীকে এমন ভিড় করতে দেখিনি। ইবনু উমার رضي الله عنه বলেন, যদি আমি এরূপ করি (তাতে কোনো সমস্যা নেই)। কেননা আমি রাসূল صلى الله عليه وسلم-

কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয় এই দুটিকে স্পর্শ করা সকল পাপের কাফফারাস্বরূপ। আরো বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চারপাশে সাত চক্রর দিবে এবং তা পূর্ণভাবে আদায় করবে, সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাবে। ইবনু উমার رضي الله عنه বলেন, আমি রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে আরো বলতে শুনেছি, 'কোনো ব্যক্তি ত্বাওয়াফের সময় যত বার পা উঠাবে এবং নামাবে, তত বার তার একটি করে পাপ মাফ হবে এবং একটি করে নেকী লিখা হবে'^৯

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمُ عَلَى الْحَجْرِ فَتُؤَذَى الضَّعِيفُ إِنْ وَجَدَتْ خُلُوءًا فَاسْتَلِمَهُ وَإِلَّا فَاسْتَفِئْهُ فَهَلَّلْ وَكَبِّرْ

উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূল صلى الله عليه وسلم বললেন, 'হে উমার! নিশ্চয় তুমি একজন শক্তিশালী মানুষ। হাজরে আসওয়াদের নিকট ভিড় করে দুর্বলদের কষ্ট দিবে না। যদি নিরিবিলি (মানুষের ভিড়মুক্ত) পাও, তাহলে তা স্পর্শ করো, আর যদি পাথর স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, (মানুষের ভিড় থাকে), তাহলে পাথরমুখী হয়ে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ আকবার বলে ত্বাওয়াফ শুরু করো'^{১০} এই হাদীছ প্রমাণ করে ভিড় করে পাথরে চুম্বন দিতে যাওয়া যাবে না। রুকনে ইয়ামানী প্রত্যেক ত্বাওয়াফে স্পর্শ করবে। তবে রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন দেওয়া যাবে না। সম্পর্শ করা সম্ভব না হলে হাতের ইশারা করা যাবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু সায়েব رضي الله عنه বলেন, আমি রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে দুই রুকনের মাঝে বলতে শুনেছি, وَفِي رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করো'^{১১}

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে, দুই রুকনের মাঝে এ দু'আটি পড়তে হবে। ত্বাওয়াফ ছাড়া পাথর চুম্বন দেওয়া এবং স্পর্শ করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ত্বাওয়াফ করার সময় এই দু'আটি ছাড়া আর কোনো দু'আ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। ছাহাবীগণ থেকেও কোনো প্রমাণ নেই। বিভিন্ন বই-পুস্তকে প্রতি চক্ররের জন্যে পৃথক পৃথক দু'আ উল্লেখ

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৬০৯; মিশকাত, হা/২৫৬৮।

৭. তিরমিযী, হা/৯৬১; ইবনু মাজাহ, হা/২৯৪৪; মিশকাত, হা/২৫৭৮, হাদীছ ছহীহ।

৮. তিরমিযী, হা/৮৭৭; মিশকাত, হা/২৫৭৭, হাদীছ ছহীহ।

৯. তিরমিযী, হা/৯৫৯; মিশকাত, হা/২৫৮০, হাদীছ ছহীহ।

১০. আহমাদ, হা/১৯০; মিশকাত, হা/২৫৮০, হাদীছ হাসান।

১১. আবু দাউদ, হা/১৮৯২; মিশকাত, হা/২৫৮১, হাদীছ হাসান।

করা হয়েছে এগুলো মানুষের বানানো দু'আ। এগুলো বিদআতী আমল যা পরিহার করা জরুরী।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

রাসূল ﷺ বলেন, 'যদি কেউ আমার এ শরীআতে নতুন কিছু বৃদ্ধি ঘটায় যা আমার শরীআতের অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিতাজ্য'।^{১২} রুকনে ইয়ামানী এবং রুকনে হাজরে আসওয়াদের মাঝে (أَيْنَا رَبَّنَا) দু'আ ছাড়া আর কোনো দু'আ নির্ধারিত নয়। অতএব ত্বাওয়াফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ মাসনূন দু'আ পড়তে হবে অথবা দেখে দেখে পড়তে হবে। না পারলে নিজের ভাষায় আল্লাহকে যা বলার বলবে। মানুষের বানানো নির্ধারিত দু'আ বর্জন করবে।

ওযু অবস্থায় ত্বাওয়াফ করতে হবে : সকলকে ওযু অবস্থায় ত্বাওয়াফ করতে হবে। মহিলাদের ভালোভাবে পাক-পবিত্র হয়ে ত্বাওয়াফ করতে হবে। হায়েয-নেফাস অবস্থায় ত্বাওয়াফ করতে পারবে না। পবিত্রতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে; পবিত্র হলে ত্বাওয়াফ করবে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحُجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ طَيْمُثٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ. قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحْجِ الْعَامَ. قَالَ لَعَلَّكَ نُفِست. قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ (فَأَنَّ) ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর সাথে বের হলাম। আমরা যখন 'সারেফ' স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম। নবী صلى الله عليه وسلم আমার নিকট আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, কোন জিনিস তোমাকে কাঁদাল? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! এ বছর আমি হজ্জ করতে চাচ্ছিলাম না। নবী صلى الله عليه وسلم বললেন, সম্ভবত তুমি ঋতুবতী? আমি বললাম জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা এমন বিষয় যা আল্লাহ তাআলা আদম عليه السلام-এর কন্যাদের (ভাগ্যে) লিখে দিয়েছেন। হাজীগণ যা করেন, তুমি তা করো। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ত্বাওয়াফ করো না।^{১৩} এই হাদীছ প্রমাণ করে, হায়েয-নেফাস অবস্থায় ত্বাওয়াফ করা যাবে না।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫৮৯; মিশকাত, হা/১৪০।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১২১১; মিশকাত, হা/২৫৭২।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِحُجْرٍ

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, নবী করীম صلى الله عليه وسلم বলেছেন, বায়তুল্লাহ এর চারপাশে ত্বাওয়াফ হচ্ছে ছালাতের মতো। তবে তোমরা ত্বাওয়াফের মাঝে কথা বলতে পার। অতএব ত্বাওয়াফের মধ্যে কথা বলতে চাইলে কল্যাণকর কথা বলতে হবে।^{১৪}

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে, ত্বাওয়াফের মধ্যে জরুরী কথা বলা যায়। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে না। পরস্পরে গল্পে লিপ্ত হওয়া যাবে না। ছবি তোলায় কাজে ব্যস্ত হওয়া যাবে না।

পুরুষের জন্য ত্বাওয়াফে আরো দুটি কাজ : পুরুষের জন্য ত্বাওয়াফে কুদূমে আরো দুটি কাজ হলো ইযতেবা ও রমল করা। ইযতেবা হলো চাদরের ডানপাশের বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপরে ফেলে দেওয়া। ইযতেবা শুধু ত্বাওয়াফে কুদূমে করতে হবে। তার সাত চক্করই করতে হবে। এ ত্বাওয়াফের আগেও করা হবে না, পরেও করা হবে না। ত্বাওয়াফ চলাকালীন ছালাত আরম্ভ হলে কাঁধ ঢেকে নিতে হবে। ছালাত শেষ হলে আবার কাঁধ উন্মুক্ত করে ফেলতে হবে। সাত চক্কর শেষ হলে ঢেকে ফেলতে হবে।

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَجِعًا بِرِدَائِهِ أَخْضَرَ

ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া رضي الله عنه বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم একটি সবুজ চাদর ইযত্বেবারূপে গায়ে দিয়ে ত্বাওয়াফ করেছিলেন।^{১৫}

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَجَعَلُوا أَرْبَيْتَهُمْ تَحْتَ أَبْطُهُمْ، ثُمَّ قَدَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর ছাহাবীগণ 'জি'রানা' থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করেছিলেন। আর ত্বাওয়াফের সময় তিন চক্করে রমল করেছিলেন। আর চাদরগুলো ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর ছেড়ে রেখেছিলেন।^{১৬}

(চলবে)

১৪. তিরমিযী, হা/৯৬০; মিশকাত, হা/২৫৭৬, হাদীছ ছহীহ।

১৫. আবু দাউদ, হা/১৮৮৩; মিশকাত, হা/২৫৮৪, হাদীছ হাসান।

১৬. আবু দাউদ, হা/১৮৯০; মিশকাত, হা/২৫৮৫, হাদীছ ছহীহ।

আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত যে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা ওয়াজিব

-আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী

- (১) আল্লাহ কে?
- (২) আল্লাহ কোথায়?
- (৩) আল্লাহ কেমন?
- (৪) বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কী?

সুধী পাঠক! এটা সকলের জানাশোনা বিষয় যে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো, **مَنْ رَبُّكَ؟** ‘তোমার রব কে?’ দ্বিতীয়টি হলো, **مَا دِينُكَ؟** ‘তোমার দীন কী?’ তৃতীয়টি হলো, **مَنْ نَبِيُّكَ؟** ‘তোমার নবী কে?’

যারা উত্তর দিতে সক্ষম হবে, তাদের চতুর্থ আরেকটি প্রশ্ন করা হবে। তা হলো, **وَمَا يُدْرِيكَ؟** ‘কীভাবে তুমি এসব বিষয়ে জেনেছো?’

এসব প্রশ্নের উত্তর হাদীছে বলে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ প্রশ্ন ও উত্তর অনেকেই জানে না। কিন্তু প্রথম তিনটি প্রশ্নের উত্তর দুনিয়ার প্রায় শতকরা ৯৯ জন বালগ মুসলিম জানে বলা যায়। উত্তর অত্যন্ত সহজ, মাত্র একটি করে শব্দ। যথা : (১) আল্লাহ (২) ইসলাম (৩) মুহাম্মাদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ।

এমনকি মুসলিম অধ্যুষিত ও সংখ্যালঘু কাফের দেশের কাফেররা এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর যুগে ও সর্বযুগের মুনাফেকরা এসব প্রশ্নের উত্তর জানত ও জানে। কিন্তু কাফের বাদে প্রায় সবার দুনিয়ায় জানা থাকা সত্ত্বেও কবরে কাফের ও মুনাফেকরা কেউ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।^১ তার কারণ তারা দুনিয়াতে উত্তর জানলেও আল্লাহর পরিচয় ঠিকঠাক মতো জানত না। জেনে থাকলেও পরিচয় অনুযায়ী বিশ্বাস, সম্মান ও মর্যাদা দিত না।

সঠিক কথা এটাই যে, শুধু কাফের ও মুনাফেকরাই নয়; বরং মুসলিম নামধারীরাও যদি আল্লাহর সঠিক পরিচয় দুনিয়াতে না জানে, তবে তারাও কাফের, মুশরিক ও মুনাফেকদের মতো এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না; বরং দুনিয়াতে তারা মুসলিম পরিচয়ে বসবাস করলেও তারা এক ধরনের কাফের বলে গণ্য হবে। এটা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর ছহীহ

হাদীছ ও ইমামগণের ফতওয়া অনুযায়ী প্রমাণিত। অতএব, আল্লাহর পরিচয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখিত ৪টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ থেকে জানলেই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম প্রশ্ন : ‘আল্লাহ কে?’

এটা আল্লাহর পরিচয় জানার ক্ষেত্রে একেবারে প্রাথমিক প্রশ্ন এবং সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ কুরআনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ আয়াত এই প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট। বলা যেতে পারে, অন্য প্রশ্নগুলো এরই ব্যাখ্যামূলক ও অন্তর্ভুক্ত। এরূপ প্রশ্ন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দরজা খুলে দেয়। মক্কার কাফেররাও এ প্রশ্ন করেছিল- **أَنْتُمْ لَنَا رَبُّكَ؟** ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদের নিকট আপনার রবের পরিচয় তুলে ধরুন।’ তাদের এ প্রশ্নটিকে আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে উত্তর হিসেবে সূরা ‘ইখলাছ’ নাযিল করেছেন।^২ এই সূরাটিকে আল্লাহর পরিচিতির সূত্রও বলা হয়।^৩ সূরাটি হচ্ছে- **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۝ اللهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝** ‘বলুন, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তার সমকক্ষ কেউ নেই’ (আল-ইখলাছ, ১১২/১-৪)।

এই পরিচয়ের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে এবং যথাযথভাবে বুঝতে হবে আর আল্লাহর এই পরিচয় অনুযায়ী তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, কাফের-মুশরিকরা তো দূরের কথা অধিকাংশ মুসলিম নামধারীরাও এই পরিচয় অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ ও মর্যাদা প্রদান করে না। অনেক মুসলিম আল্লাহ এক বিশ্বাস করলেও সর্বক্ষেত্রে এক বিশ্বাস করে না। বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রয়োজনে অন্য মা’বুদে বিশ্বাসী। পীর-ফকীর ও মায়ার-কবরে ধর্না দেয় এবং প্রার্থনা করে থাকে। এভাবে সে এগুলোকে আল্লাহর সমকক্ষ বানায়। ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র। খ্রিষ্টানরা বলে, যিশুখ্রিষ্ট (ঈসা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) আল্লাহর পুত্র। হতভাগা অনেক মুসলিম পরিচয় দানকারীরা বলে, মুহাম্মাদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আল্লাহর যাতি নূর বা নূর

২. ছহীহ মুসলিম, তিরমিযী, হা/৩৩৬৪; ইবনু কাসীর, ৪/৩৪০।

৩. ইবনু কাসীর, ৪/৩৪০।

১. আবু দাউদ, হা/৪৭৫৩; তিরমিযী, হা/৩১২০; নাসাই, হা/২০৫৭।

থেকে তৈরি বলে বিশ্বাস ও দাবি করে। এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারীরা আল্লাহর পরিচয় নষ্টকারী। সূরা ইখলাছের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী হিসেবে কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : ‘আল্লাহ কোথায়?’

মুসলিম সমাজে এই প্রশ্নের তিন রকম উত্তর শোনা যায়। যেমন :

(ক) কেউ বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।

(খ) আবার কেউ বলে আল্লাহ মুমিনদের কলবের ভিতর।

(গ) কেউ বলে, আল্লাহ আরশের উপরে রয়েছেন। শেষের বক্তব্যটির ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সাতটি আয়াত রয়েছে (আল-আ-রাফ, ৭/৫৪; ইউনুস, ১০/৩; জোহা, ২০/৫; আর-রা’দ, ১৩/২; আল-ফুরকান, ২৫/৫৯; আস-সাজদাহ, ৩২/৪; আল-হাদীদ, ৫৭/৪)।

প্রথম দুটি উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলিম বলে থাকে এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু মক্কা মদীনাসহ অধিকাংশ আরব মুসলিমদের উত্তর ও আকীদা বিশ্বাস হলো, ‘আল্লাহ উপরে, আসমানে বা আরশের উপরে’। আল্লাহ তদীয় নবী করীম ﷺ, কুরআন, সুন্নাহ, ছাহাবী, তাবেঈ ও আইন্মায় মুজতাহিদীন ইমামগণের দৃষ্টিতে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস এটাই। আল্লাহর উপরে বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে এক হাজারের বেশি দলীল রয়েছে।^৪

নবী করীম ﷺ এক মহিলাকে দাসত্বের শিকলমুক্ত করার জন্য এবং তিনি মুমিনা কি-না এটা যাচাই করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আল্লাহ কোথায়?’ মহিলাটি উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহ আসমানে। আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কে? সেই মহিলাটি বলেছিলেন, আপনি আল্লাহর রাসূল। নবী করীম ﷺ তার মালিককে বলেছিলেন, ‘তুমি একে স্বাধীন করে দাও, নিশ্চয়ই মহিলাটি মুমিনা’।^৫

৪. দেখুন : উসুলুদ্ দ্বীন ইন্দাল ইমাম আবী হানীফাহ, পৃ. ৩১১, টীকা-২; ইবনুল কাইয়াম (রহ.) এই দলীলগুলোকে ২০ প্রকারে ভাগ করেছেন; দেখুন : প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩০৮।

৫. ছহীহ মুসলিম, ৫৩৭/৩৩; আবু দাউদ, হা/৯৩০; নাসাঈ, হা/১২১৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৭৬২।

তৃতীয় প্রশ্ন : ‘আল্লাহ কেমন?’

ভারতবর্ষের মুসলিমদের নিকট এ প্রশ্নের দুইরকম উত্তর শোনা যায় :

(ক) আল্লাহ নিরাকার :

এ আকীদা দুই দিক থেকে বাতিল ও ভ্রান্ত। যথা :

(১) হিন্দু ও শিখ ধর্মের সাথে মিলে যায়। এই দুই ধর্মের লোকেরা (ঈশ্বর) আল্লাহকে নিরাকার বিশ্বাস করে।

(২) কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আল্লাহর যাত ও ছিফাতের যে বর্ণনা কুরআন মাজীদে এবং নবী করীম ﷺ-এর বিশাল হাদীছের ভাণ্ডারে পাওয়া যায়, তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি অবশ্যই নিরাকার নন। আল্লাহকে নিরাকার বলা মানে আল্লাহর সত্তাগত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। অথচ আল্লাহর সত্তাগত অস্তিত্ব ছাড়া তাঁর প্রভাবগত (শ্রষ্টাগত) অস্তিত্বের কল্পনাই করা যায় না। যাঁর সত্তাই নেই, তিনি কীভাবে সৃষ্টি করেন বা করবেন? কুরআনে স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি কথার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন আবার দুই হাত দ্বারাও সৃষ্টি করেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ‘শুধু এভাবেই তাঁর কাজ সম্পাদিত হয়, যখন তিনি কোনো কিছু করতে ইচ্ছা পোষণ করেন তখন বলেন, হয়ে যাও, আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়’ (ইয়াসীন, ৩৬/৮২; অনুরূপ তথ্য রয়েছে : আল-বাক্বার, ২/১১৭; আলে ইমরান, ৩/৪৭, ৫৯; আল-আনআম, ৬/৭৩; আন-নাহল, ১৬/৪০; মারইয়াম, ১৯/৩৫; গাফির/মুমিন, ৪০/৬৮)।

দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আমাদের আদি পিতা আদম ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ -কে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ ‘হে ইবলীস! তোকে কীসে বাধা দিল ওই ব্যক্তিকে সিজদা করতে যাকে আমি আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি’ (ছোয়াদ, ৩৮/৭৫)। সুতরাং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ নিরাকার নন। যে নিরাকার বলবে, সে এক প্রকার নাস্তিক এবং হিন্দু ও শিখ ধর্মের অনুসারী। অতএব বুঝাই যাচ্ছে যে, যেহেতু আল্লাহ নিরাকার নন, তাহলে তার বিপরীতটাই সঠিক হওয়ার কথা। আর তা হচ্ছে তিনি আকারবিশিষ্ট বা সাকার।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

লোক দেখানো আমলের পরিণতি

-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*

(আগস্ট'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৩)

শুফাই আল-আছবাহী ^{রাহিমাহুল্লাহ} হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো একদিন তিনি মদীনায়ে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, একজন লোককে ঘিরে জনতার ভিড় লেগে আছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, ইনি কে? উপস্থিত লোকেরা তাকে বলল, ইনি আবু হুরায়রা ^{রাহিমাহুল্লাহ}। (শুফাই বলেন) আমি কাছে গিয়ে তার সামনে বসলাম। তখন লোকদের তিনি হাদীছ শুনাইছিলেন। তারপর তিনি যখন নীরব ও একাকী হলেন, আমি তাকে বললাম, আমি সত্যিকারভাবে আপনার নিকট এই আবেদন করছি যে, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাবেন, যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর নিকট শুনেছেন, ভালোভাবে বুঝেছেন এবং জেনেছেন। আবু হুরায়রা ^{রাহিমাহুল্লাহ} বললেন, আমি তাই করব। আমি এমন একটি হাদীছ তোমার কাছে বর্ণনা করব, যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমার নিকট বর্ণনা করেছেন এবং আমি তা বুঝেছি ও জেনেছি। আবু হুরায়রা ^{রাহিমাহুল্লাহ} একথা বলার পর বেহুঁশ হয়ে গেলেন। অল্প সময় পর হুঁশ ফিরলে তিনি বললেন, আমি এমন একটি হাদীছ তোমার কাছে বর্ণনা করব, যা রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এই ঘরের মধ্যে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তখন আমি ও তিনি ব্যতীত আমাদের সাথে আর কেউ ছিল না। আবু হুরায়রা ^{রাহিমাহুল্লাহ} একথা বলে আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে মুখমণ্ডল মুছলেন, তারপর বললেন, আমি তোমার নিকট অবশ্যই এরূপ হাদীছ বর্ণনা করব, যা রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তখন এই ঘরে তিনি ও আমি ব্যতীত আমাদের সাথে আর কেউ ছিল না। আবু হুরায়রা ^{রাহিমাহুল্লাহ} আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তিনি পুনরায় হুঁশ ফিরে পেলে মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি তা করব। আমি অবশ্যই তোমার নিকট এরূপ হাদীছ বর্ণনা করব, যা তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন। আমি তখন তার সাথে এ ঘরে ছিলাম। আমি আর তিনি ব্যতীত তখন আর কেউ এখানে ছিল না। আবু হুরায়রা ^{রাহিমাহুল্লাহ} আবাবারো গভীরভাবে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এমনকি উপড় হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। আমি অনেকক্ষণ তাকে ঠেস দিয়ে ধরে রাখলাম। তারপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য কিয়ামত দিবসে তাদের সামনে হাযির হবেন। সকল উম্মতই তখন নতজানু অবস্থায় থাকবে। তারপর হিসাব-নিকাশের জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিদের ডাকা

হবে, তারা হলো কুরআনের হাফেয, আল্লাহ তাআলার পথের শহীদ এবং প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। সেই ক্বারী (হাফেয/কুরআন পাঠকারী)-কে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন, আমি আমার রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর নিকট যা প্রেরণ করেছি, তা কি তোমাকে শিখাইনি? সে বলবে, হে রব! হ্যাঁ, শিখিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি যা শিখেছ, সে অনুযায়ী কোনো আমল করেছ কি? সে বলবে, আমি রাত-দিন তা তেলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তখন ফেরেশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তাআলা তাকে আরো বললেন, বরং তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে যে, তোমাকে বড় ক্বারী (হাফেয) ডাকা হোক। আর তা তো ডাকা হয়েছে। তারপর সম্পদশালী ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদশালী বানাইনি? এমনকি তুমি কারো মুখাপেক্ষী ছিলে না। সে বলবে, হে রব! হ্যাঁ, তা বানিয়েছেন। তিনি বলবেন, আমার দেওয়া সম্পদ হতে তুমি কোন কোন (সং) আমল করেছ? সে বলবে, আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রেখেছি এবং দান-ছাদাকা করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; ফেরেশতাগণও বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআলা আরো বলবেন, তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে যে, মানুষের নিকট তোমার দানশীল-দানবীর নামের প্রচার-প্রসার হোক। আর এরূপ তো হয়েছেই। তারপর যে লোক আল্লাহ তাআলার রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কীভাবে নিহত হয়েছে? সে বলবে, আমি তো আপনার পথে জিহাদ করতে আদিষ্ট ছিলাম। কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, আর ফেরেশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআলা আরো বলবেন, তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে লোকমুখে একথা প্রচার হোক যে, অমুক ব্যক্তি খুবই সাহসী বীর। আর তা তো বলাই হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমার হাঁটুতে হাত মেরে বললেন, হে আবু হুরায়রা! কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্য হতে এই তিন জন দ্বারাই প্রথমে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।^১

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. তিরমিযী, হা/২৩৮২, ২৫৫৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪০৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২৪৮২; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/১৫২৭; আল-মুসনাদুল জামে', হা/১৫২৮৮; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২২, সনদ ছহীহ।

বিশ্বময় মহামারি : পাপাচার ও অত্যাচার থেকে ফিরে আসার বার্তা

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯। চীনের উহান থেকে যাত্রা শুরু হয় অদৃশ্য ভাইরাস করোনার। নখ-দন্তহীন অদৃশ্য এ ভাইরাসটির আক্রমণে দিশেহারা গোটা বিশ্ব। দুনিয়াব্যাপী দাপিয়ে বেড়ানো ভাইরাসটি অতিকায় একটি ক্ষুদ্রশক্তি। আর সেটাই কিনা লগুভঙ করে দিয়েছে মহাশক্তির বিশ্বকে! অতিক্ষুদ্রাকার এ শক্তি উলট-পালট করে দিয়েছে শক্তির আমেরিকা ও ইউরোপকে। সুপার পাওয়ার আমেরিকার দম্ব চূর্ণ করে দিয়েছে এ ভাইরাস। মাটির সাথে মিশে গেছে তাদের অহমিকা ও জৌলুস। এর মোকাবেলায় তাদের পারমানবিক বোমা, গানবোট, বোমারু বিমান ও মিসাইল কোনো কাজে আসেনি। দুর্বলবিশ্বকে শাসন করা মহামোড়লের অসহায় আত্মসমর্পণ দেখল শোষিত বিশ্ব। লক্ষ লক্ষ লাশ হতবিহবল করে তুলল আমেরিকানদের। আমেরিকানদের লক্ষবাক্ষ, তর্জন- গর্জন আর হুংকার এখন নিঃশব্দ নীরবতায় ঢেকে গিয়েছে। তাদের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ও শ্রেষ্ঠ গবেষণা চোরাবালিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অদৃশ্য এ শক্তির কাছে তারা অসহায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা ৩৮ লাখ ৯৭ হাজার ৮৩৫ জন ছাড়িয়েছে (২৩ জুন ২০২১ পর্যন্ত)। এর মধ্যে শুধু আমেরিকাতেই মৃত্যুবরণ করেছে ৬ লাখ ১৭ হাজার ৮৭৫ জন। যা মোট মৃত্যুর এক-ষষ্ঠাংশের বেশি। আক্রান্তের দিক থেকেও পিছিয়ে নেই দেশটি। ২৩ জুন ২০২১ পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন কোটি। এটাও বিশ্বব্যাপী মোট আক্রান্তের এক-ষষ্ঠাংশ। মৃত্যুর দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার আরেক বিশাল দেশ ব্রাজিল। এ পর্যন্ত সেদেশে মৃতের সংখ্যা ৫ লাখ ৪ হাজার ৮৯৭ জন। মহাদেশ বিবেচনায় মৃত্যুর দিক থেকে তৃতীয় অবস্থান দখলকারী দেশ হলো মেক্সিকো। মেক্সিকো আমেরিকার পার্শ্ববর্তী একটি দেশ। এদেশে মৃত্যুর সংখ্যা ২ লাখ ৩১ হাজার ৯০৫ জন।^১ দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে পেরু, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা। পেরুতে মৃতের সংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজার ৯০৫ জন। কলম্বিয়ায় ১ লাখ ১ হাজার ৩০২ জন। আর আর্জেন্টিনায় মৃতের সংখ্যা ৯০ হাজার ২৮১ জন। সংখ্যা বিচারে আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ সমগ্র

আমেরিকা জুড়ে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ। যা বিশ্বব্যাপী মোট মৃতের প্রায় অর্ধেকের সমান।^২ অপরদিকে অতিক্ষুদ্র এ শক্তির কাছে ধরাশায়ী হয়েছে আরেক শক্তির মহাদেশ ইউরোপ। বর্তমান বিশ্বের সুপার পাওয়ারখ্যাত ইউরোপ মহাদেশ করোনার আঘাতে একেবারেই লগুভঙ। বিশ্ব মোড়লিপনায় এগিয়ে থাকা ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনের শক্তভীতিকে দুমড়েমুচড়ে দিয়েছে এই করোনা। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আবিষ্কার, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্বকেন্দ্রবিন্দু বর্তমান ইউরোপ। সুপার পাওয়ার, নিউক্লিয়ার, সাবমেরিনসহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির লীলাভূমি এখন ইউরোপ মহাদেশ। কিন্তু ক্ষুদ্রাকার করোনাভাইরাস তাদেরকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে। আমেরিকার মতো তারাও এ ভাইরাসের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। করোনা তাদের দাস্তিকতার মূলোৎপাটন করে ছেড়েছে। তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের ভীত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। ইউরোপে প্রতিদিন ২০ হাজার জন মানুষের মৃত্যু ঘটছে। আর ২৩ জুন ২০২১ পর্যন্ত ইউরোপে মোট মৃতের সংখ্যা ৯ লাখ অতিক্রম করেছে।^৩ সমীক্ষাতে দেখা যায়, বিশ্বের মোট মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে প্রবল শক্তির এই দুই মহাদেশে।

আমেরিকা ও ইউরোপকে তছনছ করে এটি এখন আঘাত হেনেছে দক্ষিণ এশিয়ায়। এশিয়ার পরাশক্তি রাশিয়াতে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ১ লাখ ৩০ হাজার ৮৯৫ জন। ইরানে মৃত্যুবরণ করেছে ৮২ হাজার ৯৬৫ জন। আর ভয়ংকর দানবীয় রূপ নিয়ে এটা এখন আছড়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান পরাশক্তি ভারতে। এদেশে মৃতের সংখ্যা ৩ লাখ ৯০ হাজার ৬৯১ জনে উন্নীত হয়েছে। ভারতের হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ও নদ-নদীতে অসংখ্য লাশ পড়ে থাকতে ও ভেসে বেড়াতে দেখা গেছে। দেখা গেছে সে দেশের ভীত-সন্ত্রস্ত জনতাকে বিভিন্ন ভাষায় সৃষ্টিকর্তার কাছে নিবেদন করতে। সে দেশের ভুক্তভোগী জনগণের করুণ আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। তাদের আর্তনাদ দর্শকদেরকে অতিশয় কাতর করে তুলেছে। তারা সকলেই দেশ ও জাতির প্রাণভিক্ষা চেয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে। বাংলাদেশের অবস্থাও সুবিধাজনক নয়। প্রথমদিকে বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের সর্বোচ্চ হার ছিল

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৩ জুন ২০২১।

২. jagonews 24, 23 June 2021.

৩. bd24voice.com, 23 June 2021.

১৩ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে রংপুর বিভাগে দাঁড়িয়েছে ৩৮ শতাংশ। আর খুলনা বিভাগে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য বিভাগগুলোতে এর উর্ধ্বগতি ২০ শতাংশ অতিক্রম করেছে।^৪ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২৩ জুন ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ হাজার ৭০২ জন। আর আক্রান্ত হয়েছে ৮ লাখ ৬১ হাজার ১৫০ জন।^৫

উল্লেখিত তথ্য ও চিত্র প্রমাণ করে যে, করোনা সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে আমেরিকা ও ইউরোপে। তারপর এশিয়াতে। এশিয়ায় মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যা সাত থেকে আট লাখের একটু কম-বেশি হতে পারে। আর করোনায় সবচেয়ে কম আঘাত হেনেছে দুর্বল আফ্রিকায়। এ মহাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা দুই থেকে তিন লাখের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে। উল্লেখিত সমীক্ষা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শক্তিশালী দেশগুলোতে করোনা আক্রমণ করেছে ভয়ানক শক্তিরূপে। আর দুর্বল দেশগুলোতে আঘাত হেনেছে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিরূপে। গত দেড় বছরে করোনার দাপটে লণ্ডনও পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে ভঙ্গুর দশা। অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙে পড়েছে। অর্থনীতির মহামন্দা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ মন্দার গতির গভীরতা বিশ্বকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়েছে। করোনা মহামারিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার বেড়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী ২০২২ সালে বিশ্বে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৮ কোটি। ২০১৯ সালে যা ছিল ১৮ কোটি ৭০ লাখ।^৬ গত দেড় বছরে করোনা তার রূপ পরিবর্তন করছে বারবার। নতুন রূপে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এক দেশ হতে আরেক দেশে। করোনার রূপের যেন শেষ নেই। কত রূপে কত দেশে আঘাত হানবে সেটা নিরূপণ করার ক্ষমতা যে বিশ্ববাসীর নেই তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। উন্নত দেশের উন্নত প্রযুক্তি, জ্ঞান-গবেষণা ইতোমধ্যেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। শক্তিদ্র দেশগুলো টিকা আবিষ্কার করলেও তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একদিকে করোনার প্রকোপে বিশ্ববাসী দিশেহারা। অন্যদিকে নিত্য ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে পৃথিবী হয়ে পড়েছে বসবাসের অযোগ্য। শীতে এশিয়া যখন জবুথবু, আমেরিকা-ইউরোপে তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকায়

ক্রমাগত গলছে বরফ। বাংলাদেশে শুরু হয়েছে ফণি, আফ্রান, আইলা ও নাগিসসহ নানা গযব। নদীতে হারিয়ে যাচ্ছে বাস ও চাষযোগ্য জমি। আর ঘরবাড়ি বিলীন হয়ে মানুষ হচ্ছে নিঃস্ব ও ভূমিহীন। বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বেড়েই চলেছে। ভূপৃষ্ঠের তলদেশে পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে। গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে জলবায়ুর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পরিবেশগত সকল ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর মোট মৃত্যুর ১৬ শতাংশের মৃত্যু হচ্ছে পরিবেশ দূষণের কারণে। আর বাংলাদেশে এ সংখ্যা ২৮ শতাংশ। পরিবেশ দূষণের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী দেখা দিচ্ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি। দরিদ্র নারী ও শিশুরা ক্ষতির শিকার হচ্ছে বেশি। শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নারীদের গর্ভের শিশু মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দূষিত বায়ুর প্রভাবে চোখ, নাক ও গলার সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। ফুসফুসের নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ক্রটিপূর্ণ জন্ম ও ক্যান্সার মারাত্মক আকারে বেড়ে গিয়েছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। ১০ লাখ প্রজাতি বিলুপ্তির পথে রয়েছে। মরুভূমি দীর্ঘ হচ্ছে। জলাভূমি হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর এক কোটি হেক্টর বন হারাচ্ছে। সমুদ্রের মাছগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর বায়ু ও পানি দূষণে ৯০ লাখ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে।^৭

মানুষের কর্মের ফলস্বরূপ পৃথিবীর অবস্থা আজ ভয়ানক ভঙ্গুর দশায় পরিণত হয়েছে। মানুষের পাপের ভারে পৃথিবী আজ ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত। বিপর্যস্ত এ পৃথিবীকে বাঁচাতে সকল দেশই সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশ ও জাতি রক্ষায় তারা তাদের উন্নত জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি ও গবেষণা ব্যবহার করে চলেছে। দীর্ঘ এ দেড় বছর তারা বিরামহীন সাধনা ও সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছুই করতে পারছে না। দেড় বছরের লড়াইয়ে পৃথিবী বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছে। আল্লাহর ক্ষুদ্র এ বাহিনীর সামনে পৃথিবী আজ সর্বস্বান্ত। দিনে দিনে পৃথিবীময় মহাশক্তির ব্যর্থতা অধিকতর প্রকট হচ্ছে। সামান্য একটা বিন্দুকেও লক্ষ্য করে যারা কার্যকর আঘাত হানতে সক্ষম, তাদের অসহায়ত্ব দেখে প্রকৃতি যেন ত্রুর হাসি হাসছে। এ মহামারি থেকে বাঁচতে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন উপদেশ দিতে ব্যস্ত আছেন। বিভিন্ন দেশ লকডাউন ও শাটডাউনের মাধ্যমে বাঁচবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন ও সাবানের মাধ্যমে হাত

৪. jagonews 24.com, 21 June 2021.

৫. banglanews 24.com, 23 June 2021.

৬. একুশে টেলিভিশন, ৩ জুন ২০২১।

৭. সূত্র : আন্তোনিও গুতেরেস, জাতিসংঘ মহাসচিব, <http://www.un.org/> ৪ ডিসেম্বর, ২০২০।

ধোয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। মাঝ পরিধান এবং ৩ ফুট দূরত্বে থাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। মানুষ সামাজিক জীব হলেও তারা জনসমাগম এড়িয়ে এখন ঘরবন্দী জীবে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীটা যেন আজ জনমানবহীন বিরান ভূমি। কোনো কিছুতেই যেন কোনো লাভ হচ্ছে না। এত দুর্যোগের কবলে পড়েও বিশ্ববাসীর মধ্যে শুভ চেতনা উদয় হচ্ছে না। সদয় হওয়ার পরিবর্তে তারা আরো নির্দয় ব্যবহার প্রদর্শন করছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস অবশ্য মহামারির পিছনে মানুষের কর্মকাণ্ডকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানুষ প্রাণীকুলের আবাসন ধ্বংস করছে। বন্যপ্রাণীর বসবাসের জায়গার উপর হস্তক্ষেপ করছে। ফলে বিক্ষিপ্ত এসব প্রাণী থেকেই উৎপত্তি হচ্ছে ভাইরাস। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ চলমান থাকলে করোনার চেয়েও শক্তিশালী ভাইরাস উৎপত্তি হতে পারে। যা পৃথিবী থেকে মানবজাতিকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে মর্মে তিনি সতর্কবার্তা প্রদান করেছেন।

মানুষের অপ্রয়োজনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আবিষ্কার থেকেও জন্ম হতে পারে এ ভাইরাসের। মানুষের প্রযুক্তির প্রতি অতিমাত্রায় ঝাঁকপ্রবণতা থেকে তৈরি হতে পারে ক্ষতিকর জীবাণু। মানুষের আবিষ্কৃত রোবটই একদিন মানবতাকে ধ্বংস করে দিবে বলে মন্তব্য করেছেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। তিনি আরো বলেছেন, মানুষের গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে কিছু ভাইরাস বা জীবাণু। যা জীবজগতকে চরম বিপর্যয়ে নিয়ে যাবে। পৃথিবীতে করোনাভাইরাসের চেয়েও বহুগুণ শক্তিশালী ভাইরাস আবিষ্কৃত হবে এবং পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে। পৃথিবীতে সৃষ্টি হতে পারে মহাজাগতিক বিস্ফোরণ ও সৌর ঝড়। এর ফলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে প্রচণ্ড তাপদাহ। যা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে সমগ্র সৃষ্টিজগতকে। পৃথিবী ধ্বংসের সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো পারমাণবিক অস্ত্র। এটার অপপ্রয়োগের কারণে তৈরি হতে পারে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বিস্তীর্ণ এলাকা হয়ে যেতে পারে মরুভূমি। বেড়ে যেতে পারে মারাত্মক জীবাণুর প্রকোপ। আর ছোট এই নীল গ্রহটি হয়ে যেতে পারে বসবাসের একেবারেই অযোগ্য। এক ধাক্কায় ধ্বংস হবে না এ সুন্দর পৃথিবী। মানুষের অনৈতিক উচ্চাভিলাষের কারণে পৃথিবী বারবার ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। কৃত কর্মকাণ্ডের জন্য খেসারত দিতে হবে মানুষকে। ফলে মানুষ হয়ে পড়বে হতবিস্মল ও সন্ত্রস্ত। আর এভাবেই মানুষের কাছে বারবার ফিরে আসবে পৃথিবী ধ্বংসের আলামত।^৮

ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞগণও করোনাসহ এ জাতীয় মহামারিকে মানুষের পরিশুদ্ধ হওয়ার সুযোগ বলে মনে করেন। কারণ আল্লাহ তাআলা সুন্দর এ বিশ্বকে ধ্বংস করতে চান না (আল-কাহাছ, ২৮/৫৯)। কিন্তু যখন বিশ্বের শক্তিশালী শাসকেরা পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন জনপদের উপর আযাব এবং ধ্বংস নেমে আসে (বনী ইসরাঈল, ১৭/১৬)। আর এ ধ্বংস একবারে আসে না। চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বে লঘু আকারে থেমে থেমে শাস্তি অবতীর্ণ হতে থাকে। যাতে করে তারা পাপকর্ম থেকে ফিরে আসে (আস-সাজদা, ৩২/২১)। মানব সভ্যতার ইতিহাস চর্চায় দেখা যায়, যুগে যুগে প্রভাবশালী জাতির পাপাচারের কারণে পৃথিবীতে নানান ধরনের মহামারির আগমন ঘটেছিল। আজ থেকে ঠিক পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। জর্ডানে জন্ম নিয়েছিলেন লূত ^{গলাইকি সাদান}। তার সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিল সমকামিতা ও ব্যভিচার পাপের অপরাধে। আল্লাহ তাআলা জনপদের উপরের অংশকে নিচের দিকে, আর নিচের অংশকে উপরের দিকে উলটা করে দিয়েছিলেন। ফলে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল একটি সাগর। ইতিহাসে যাকে Dead sea বা মৃত সাগর বলা হয়ে থাকে। পাপাচারের শাস্তির সাক্ষী হিসেবে জর্ডানে অবস্থিত এ মৃত সাগরটি আজও বিদ্যমান রয়েছে। শক্তিমানদের অস্বাভাবিক অহংকার, ঔদ্ধত্য ও নাফরমানীর কারণে মিসরে অবতীর্ণ হয়েছিল জলোচ্ছ্বাস (আল-আ'রাফ, ৭/১৩৩)। আল্লাহর প্রেরিত নবী নূহ ^{গলাইকি সাদান}-কে পাপিষ্ঠরা মিথ্যাবাদী ও পাগল বলে তিরস্কার করেছিল। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ মহাপ্লাবনের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন (আল-কামার, ৫৪/১১)। ফেরাউন মিসরে নিজেকেই হ্রষ্টা বলে ঘোষণা দিয়েছিল। প্রতাপশালী এ রাজা দুর্বল ও সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর হামলা করেছিল। তার এই মহাপরাধের ফলস্বরূপ লোহিত সাগরে তার সলিল সমাধি ঘটে' (ইউনুস, ১০/৯২)। সিরিয়ায় আগমন ঘটেছিল শুআইব ^{গলাইকি সাদান}-এর। সিরিয়াবাসী তখন পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত ছিল। অধিক লাভের আশায় পারস্পারিক লেনদেনে তারা ওজনে কম দিত। সমাজের প্রভাবশালীগণ দুর্নীতি, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ ও মজুদদারীতে লিপ্ত ছিল। ফলশ্রুতিতে তাদের উপর প্রচণ্ড তাপদাহ সৃষ্টি হয়েছিল। অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ হয়েছিল। অবশেষে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তারা সেখানে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (আল-আনকাবুত, ২৯/৩৬-৩৭)। পৃথিবীতে আদ জাতি ছিল সমকালীন যুগের সেরা শক্তিমান। নির্মাণশিল্পে তারা ছিল জগতসেরা। তাদের নির্মিত ইরাম শহরের মতো অনিন্দ্যসুন্দর শহর আর কোথাও ছিল না। অন্ধনশিল্পে তারা ছিল সুদক্ষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সংস্কৃতিতে তারা ছিল অনন্য। এ কারণে তারা ঔদ্ধত্য ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল। তারা দুর্বলদের

৮. bangla.asianetnews.com, 2 May 2021.

উপর বর্বর আচরণ শুরু করেছিল। সংখ্যালঘুদের উপর তারা স্বৈরশাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা নবী হুদ عليه السلام -এর আদেশ এবং নিষেধ প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আদ জাতির এলাকা খরার কবলে পতিত হলো। দীর্ঘ তিন বছরের খরাতে তারা নাকাল হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ তাদেরকে গ্রাস করল। তথাপিও তারা তাদের যুলুম-শোষণ থেকে ফিরে এলো না। অতঃপর তাদের উপর পতিত হলো ভয়াবহ এক ঝঞ্ঝাবায়ু। আর এ ঝঞ্ঝাবায়ু তাদের উপর স্থায়ী হলো সাত রাত আট দিন পর্যন্ত। ফলে আদ জাতির এলাকা ধ্বংসসূত্রে পরিণত হলো। নিরাপরাধ মানুষেরা রক্ষা পেল *(আল-হাক্বাহ, ৬৯/৬-৭)*। আদ জাতির পরে প্রাচীন পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী জাতি ছিল ছামূদ জাতি। এ জাতির নেতৃত্বে থাকা শক্তিম্যান লোকগুলো অন্যায়া-অত্যাচার এবং অনৈতিকতার চরম সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারা তাদের প্রেরিত নবী ছালেহ عليه السلام -এর উপদেশ প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর একরাতে বজ্রপাত এবং প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের নাস্তানাবুদ করে দিল। অবশেষে নিজ গৃহেই উপড় হওয়া অবস্থায় তাদের মৃত্যু হলো।

উল্লেখিত ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। আধুনিক শক্তিম্যান জালেমরা প্রাচীন ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় শোষণের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। দুর্বলদেরকে পিষে মেরে চলেছে। সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ইউরোপ অ্যামেরিকা থেকে তারা সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিতাড়নের ঘোষণা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তারা বসনিয়াতেই ৩ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করেছে। ৬০ হাজার মুসলিম নারীকে গণধর্ষণ করেছে।^৯ কসোভোতে তারা চালিয়েছে মুসলিম নিধন। চেচনিয়াতেও শক্তিমানেরা অব্যাহত রেখেছে তাদের অত্যাচার। চেচনিয়া থেকে প্রায় পাঁচ লাখ মুসলিমকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দিয়েছে। তালাবদ্ধ করে আঙুনে পুড়িয়ে অসংখ্য মুসলিমকে হত্যা করেছে। ইউরোপ-আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে ফিলিস্তিনের ৫১ লাখ মুসলিম উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। আজও এসব ফিলিস্তিনিরা ভিনদেশি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করছে। মিথ্যা ও ঠুনকো অভিযোগে তারা ৫ হাজার বছরের পুরনো ইরাকী সভ্যতা ধ্বংস করেছে। আফগানিস্তানের লোকালয়, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকাকে তছনছ করে দিয়েছে। লিবিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। শক্তিদর ইউরোপ-আমেরিকার হিংসার আঙুনে এখন জ্বলছে ইয়ামান এবং সিরিয়া। এশিয়ার আর এক পরাশক্তি চীনের সাম্প্রদায়িক

বিষে আজ নিষ্পেষিত হচ্ছে ১০ লাখ উইঘুর মুসলিম। আর মায়ানমার থেকে ইতোমধ্যেই ১০ লক্ষ মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে। ভারতের গুজরাট ও কাশ্মীরসহ বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম নিধন অব্যাহত রয়েছে।

দীর্ঘ এ আলোচনা দ্বারা প্রাচীন এবং আধুনিক মোডলদের চরিত্রে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে রাজা বাদশাদের শাসন-শোষণ, আচরণ ও পাপাচার ছিল সেকালের আধুনিকতায় সেরা। আর এ কালের রাজা-বাদশাদের পাপাচারগুলো একালের আধুনিকতায় সেরা। পরিবর্তন এসেছে শুধু পরিভাষা এবং সময়ের ভিন্নতায়। সেকালের ব্যভিচার একালে লিভ টুগেদারের মোড়কে নান্দনিক রূপ পেয়েছে। সেকালের মুসলিম নির্যাতন একালে ইসলামী সন্ত্রাস মোড়কে রূপ নিয়েছে। তাই সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশের শক্তিম্যান শাসকদেরকে দুর্বলেরা যুদ্ধবাজ নেতা হিসেবেই চেনে। দুর্বলরা তাদেরকে দখলদার, দাঙ্গাবাজ ও চরিত্রহীন হিসেবেই পায়। দখলদারি ভাবনা আর ধান্দাবাজি চেতনা তাদেরকে বিশ্বে দানব হিসেবে পরিচিত করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা ১৫ থেকে ১৯ কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। আর ২৩ কোটি মানুষকে বানিয়েছে পঙ্গু। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা হত্যা করেছে ৫ থেকে ৮ কোটি মানুষ।^{১০} লোভের আঙুন দিয়ে তারা বর্তমানে গোটা ভূপৃষ্ঠকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। অকারণে এখন তাদের নযর মহাকাশের দিকে। ইতোমধ্যে তারা মহাকাশ বিজয় করেছে। তারা মহাকাশে মহাকাশস্টেশন নির্মাণ করেছে। এখন তারা মহাকাশকে দখলে নেওয়ার অহেতুক পায়তারা করছে। উন্নত নেশা তাদেরকে মাতাল বানিয়ে দিয়েছে।

পৃথিবীকে বাঁচাতে তাই এসব মাতলামি বাদ দিতে হবে। পাপাচার বন্ধ করতে হবে। সকল সৃষ্টির সাথে শান্তিপূর্ণ আচরণ করতে হবে। হিংসাত্মক মনোভাব পরিহার করতে হবে। শুধু ভ্যাকসিনে পরিব্রাণ পাওয়া যাবে না। কারণ এটি একটি নৈতিকতার পরীক্ষা। আর এ পরীক্ষায় পাশ করা এখন সময়ের দাবি। পরীক্ষায় ফেল হলে ইলাহী পরওনা আরো কঠিনরূপে আবির্ভূত হবে। অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত আর শোষিত জনগোষ্ঠী আল্লাহর কাছে সব বলে দেবে। ফলে নতুন করে আবার সৃষ্টি হবে প্রলয়। মানুষের মুক্তির পথ হয়ে যাবে সংকীর্ণ। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাবে। স্রষ্টার কাছে দু'আর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ আর ফিরে আসার সুযোগ পাবে না; শুধু ব্যর্থ আকৃতি জানাবে বাঁচাও! বাঁচাও!!

৯. wikiwand.com, 27 June 2021.

১০. উইকিপিডিয়া।

ইসলামের নবী মুহাম্মাদ

হাদীসা-ই
আলাইহে
ওয়াসাল্লাম

মূল : প্রফেসর কে এস রামাকৃষ্ণ রাও*

অনুবাদ ও পরিমার্জন : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী**

(পর্ব-২)

তৃতীয় অধ্যায় : আল-আমীন (বিশুদ্ধ)*

মধ্যপন্থা : রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ইসলামের সরাসরি সম্পর্ক নেই; বরং পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি ইসলাম নির্ধারণ করেছে, যা মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। প্রফেসর ম্যাসাইননের মতে, 'ইসলাম দুই চরমতম বিপরীতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং যে উন্নত চরিত্র সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ, তা গঠনে ইসলামের ভূমিকা খুবই সহায়ক'।

এটাকে সুরক্ষিত করা হয়েছে উত্তরাধিকারের আইন দ্বারা, সংগঠিত ও অনিবার্য দান ব্যবস্থা দ্বারা, যেটা যাকাত বলে পরিচিত। সাথে ঐ সমস্ত কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ করার দ্বারা, যেগুলোকে অর্থনৈতিক ময়দানে সমাজবিরোধী ও বেআইনি বলে গণ্য করা হয়। যেমন একাধিকার, সূদ, অনর্জিত উপার্জন ও বৃদ্ধি পূর্বাহ্নে নির্ধারিত করা, বাজার কোণঠাসা ও কজা করা, দাম বাড়ানোর জন্য বাজারের সমস্ত সামান্য ক্রয় করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা। ইসলামে জুয়া খেলা একেবারে নিষিদ্ধ। শিক্ষা-সংস্থা, উপাসনার স্থান এবং হাসপাতালের সহযোগিতা করা, কুয়া খনন করা এবং অনাথাশ্রম স্থাপিত করা- এই সমস্ত কাজকে ইসলামে অত্যন্ত উঁচুমানের পুণ্যকর্ম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা বলা হয় যে, অনাথাশ্রমের স্থাপনার আরম্ভ ইসলামের পয়গম্বরের শিক্ষার দ্বারাই হয়। সারা বিশ্বজগৎ অনাথাশ্রম স্থাপনের জন্য ইসলামের এই পয়গম্বরের কাছে ঋণী, যিনি নিজেও ছিলেন একজন অনাথা। এই সমস্ত কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে কার্লহিল মুহাম্মাদ হাদীসা-ই
আলাইহে
ওয়াসাল্লাম এর সম্পর্কে নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করেন যে, 'মানবতা, ধার্মিকতা এবং ন্যায্যতার এক স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর মরুভূমির এই সন্তানের হৃদয়ে বসবাস করত'।

পরীক্ষা : একজন ইতিহাসবিদ বলেন যে, কোনো মহান ব্যক্তির পরীক্ষা তিনটি জিনিস দ্বারা করা যায়। আর তা হলো—

(১) তাঁর সমসাময়িক লোকেরা কি তাকে সত্যিকারের সাহসী এবং তেজস্বী পেয়েছে?

(২) সে কি তার যুগের মান থেকে উর্ধ্ব উঠার জন্য উল্লেখযোগ্য মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়েছে?

(৩) সে কি পুরো বিশ্বের জন্য স্থায়ী উত্তরাধিকার ছেড়ে গেছে?

এই তালিকা আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু যদি নবী মুহাম্মাদ হাদীসা-ই
আলাইহে
ওয়াসাল্লাম -এর কথা বলা যায়, তাহলে তিনি মাহাত্ম্যের এই তিনটি পরীক্ষাতেই পুরোপুরিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শেষোক্ত দুটি বিষয়ে ইতোমধ্যে কিছু আলোচনা হয়েছে। এখন প্রথম শর্তটির দিকে লক্ষ্য করি, ইসলামের পয়গম্বরের সমসাময়িক লোকেরা কি তাঁকে সাহসী ও তেজস্বী পেয়েছেন?

মুহাম্মাদ হাদীসা-ই
আলাইহে
ওয়াসাল্লাম -এর সমসাময়িক লোকেরা, মিত্র-শত্রু সবাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপথে মুহাম্মাদ হাদীসা-ই
আলাইহে
ওয়াসাল্লাম -এর উৎকৃষ্ট গুণ, নিষ্কলঙ্ক ন্যায্যপরায়ণতা, উন্নতমানের গুণাবলি, পরম আন্তরিকতা এবং পরম নির্ভরযোগ্যতার স্বীকার করেছেন। এমনকি ইয়াহুদীরা এবং যারা তাঁর বানীতে আদৌ বিশ্বাস করত না, তারাও তাঁকেই নিজেদের যে-কোনো বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারক মেনে নিত। কেননা তাদের তাঁর নিরপেক্ষতার প্রতি পুরো বিশ্বাস ছিল। ঐ ব্যক্তির যারা তাঁর বার্তায় বিশ্বাস করত না, তারাও এটা বলতে বাধ্য ছিল যে, হে মুহাম্মাদ হাদীসা-ই
আলাইহে
ওয়াসাল্লাম ! আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, কিন্তু আমরা তাকে অস্বীকার করি, যিনি তোমাকে গ্রহণ দিয়েছেন এবং পয়গম্বরের ও নবী বানিয়েছেন। আসলে তারা ভাবত যে, তিনি একজন ভূতাবিষ্ট। তাঁর আরোগ্যের জন্য হিংস্রতায় পর্যন্ত তারা নেমে আসত। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন, তাঁরা দেখলেন যে, এক নতুন আলো এসেছে, তাই তাঁরা এই আলো আর জ্ঞানের অনুসন্ধানে দ্রুত ছুটে এসেছিলেন।

ইসলামের পয়গম্বরের ইতিহাসের এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নিকটতম আত্মীয়, প্রিয় চাচাতো ভাই এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু পরিজনরা যারা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তারা তাঁর বার্তার সত্যতাকে হৃদয় থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ইলাহী অনুপ্রেরণা অর্থাৎ অহীর প্রতিও সেই মতো অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। 'এই বুদ্ধিমান, উন্নত চরিত্র ও উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ এবং মহিলারা মুহাম্মাদ হাদীসা-ই
আলাইহে
ওয়াসাল্লাম -এর মধ্যে যদি পার্থিব উদ্দেশ্য, চালাকি, ফাঁকিবাজি অথবা বিন্দুমাত্র বিশ্বাসের অভাব লক্ষ্য করতেন, তাহলে মুহাম্মাদ হাদীসা-ই
আলাইহে
ওয়াসাল্লাম -এর চরিত্র গঠন এবং সমাজ সংস্কারের কামনা এক মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়ে যেত'- সৈয়দ আমীর আলী একথা

* চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, মহীশুর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ণাটক, ভারত।

** পিএইচডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

বলেন। এর বিপরীত আমরা দেখছি যে, তাঁর অনুগামীদের ভক্তি এবং একনিষ্ঠতা এমনরূপে ছিল যে, তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজের জীবন সমর্পণ করে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেছিলেন। তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য নিপীড়ন এবং বিপদকে সাহসিকতার সাথে সহ্য করেছিলেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর আজ্ঞা পালন করেছিলেন, এমনকি অতি যন্ত্রণাদায়ক নিপীড়ন এবং সামাজিক বহিষ্কারের কারণে মানসিক যন্ত্রনাকেও খুশি মনে সহ্য করেছিলেন। শুধু তাই নয় মৃত্যুকেও তাঁরা খুশি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

যদি তাঁরা তাঁদের নেতার মধ্যে ভ্রষ্টতা বা অনৈতিকতা দেখতেন, তখনও কি এটা সম্ভব হতো?

পবিত্র নবী ﷺ-এর প্রতি অশেষ ভালোবাসা : প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের ইতিহাস পড়লে, নির্দোষ পুরুষ এবং নারীদের প্রতি নৃশংস আচরণের দৃশ্য পড়ে মন শিউরে উঠে। সুমাইয়া رضي الله عنها একজন নির্দোষ মহিলা, তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে বর্শা দ্বারা মেরে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। এরূপ একটি উদাহরণ ইয়াসের رضي الله عنها-এরও পাওয়া যায়, তাঁর দুটি পা দুই উটের সঙ্গে বেঁধে উট দুটিকে দুই দিকে হাঁকানো হয়েছিল। খাব্বাব বিন আরিত رضي الله عنه কে জ্বলন্ত কয়লায় শুইয়ে দিয়ে এক নির্দয় নিষ্ঠুর তাঁর বুকের উপর এমন সজোরে পা তুলে দাঁড়িয়েছিল, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন এবং চামড়া ও চর্বি গলে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর বুকে চেপে থাকত। খাব্বাব বিন আদি رضي الله عنه-এর মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। এই যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তুমি কি এখন চাইবে যে, তোমার জায়গাতে মুহাম্মাদ হতো এবং তুমি তোমার পরিবারের সাথে বাড়িতে থাকতে? তো এর উত্তরে পীড়িত খাব্বাব رضي الله عنه উচ্চৈঃস্বরে বলেছিলেন, নবী মোহাম্মাদ ﷺ-কে সামান্য কাঁটা লাগার পরিবর্তে আমি নিজের পরিবার, নিজের সন্তান এবং সবকিছু উৎসর্গ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সমস্ত ঘটনা কী প্রমাণ করে? এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে, ইসলামের নারী ও পুরুষরা তাদের নবী ﷺ-এর প্রতি শুধু নিষ্ঠাবানই নন, বরং তাঁরা তাঁদের শরীর, হৃদয় এবং আত্মা নবী ﷺ-এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। অনুগামীদের এই গভীর বিশ্বাস ও আস্থা থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, মুহাম্মাদ ﷺ অর্পিত দায়িত্বের প্রতি কত সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন?

বলা বাহুল্য যে, এই লোকগুলো কেউই নিম্নবংশের ও নিম্নমানের ছিলেন না। ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে

যাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পাশে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ। তাঁরা উচ্চপদস্থ, ধনী এবং সভ্যও ছিলেন। এদের মধ্যে তাঁর পরিবার ও বংশের লোকও ছিলেন, যারা তাঁকে সূক্ষ্মভাবে জানতেন এবং প্রথম চার খলীফা, যারা অতি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ‘সমস্ত নবী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ সর্বাপেক্ষা সফল ছিলেন’। কিন্তু এই সফলতা নিছক কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, এই সাফল্যের প্রকৃত কারণ ছিল এই যে, তাঁর সমসাময়িক কালের মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তেজস্বিতা ও একনিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ করেছিল। এই সাফল্য তাঁর উচ্চ-প্রশংসিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বেরই ফল।

সত্যবাদী : পয়গম্বর মুহাম্মাদ ﷺ-এর সত্যবাদিতার পুরো জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ। আমরা কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারি মাত্র। কেমন চমকপ্রদ দৃশ্য সামনে আসছে? পয়গম্বর মুহাম্মাদ ﷺ বিভিন্ন চরিত্রে আমাদের সামনে আসেন। তিনি আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর, তিনি সৈনিক, তিনি ব্যবসায়ী, তিনি রাষ্ট্রনায়ক, তিনি বক্তা, তিনি সংস্কারক, তিনি অনাথ আশ্রয়দাতা, তিনি ক্রীতদাসের রক্ষক, তিনি নারী সমাজের মুক্তিদাতা, তিনি বিচারক। এই সকল ভূমিকা ও জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক ও মহানায়ক। অনাথ অবস্থা অত্যন্ত নিরুপায় এবং অনাশ্রয়ের অবস্থা, এই পৃথিবীতে ইয়াতীম অবস্থাই তাঁর জীবনের শুরু। আর এই পৃথিবীতে পার্থিব শক্তির শীর্ষ স্থান হলো বাদশাহী এবং শক্তির এই শীর্ষ স্থান অর্জন করেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি। তাঁর জীবনের শুরু এক অনাথ বালকের আকারে হয়, তারপর আমরা তাঁকে উৎপীড়িত, অত্যাচারিত আশ্রয় প্রার্থীরূপে দেখতে পাই এবং অবশেষে আমরা দেখতে পাই তিনি এক পুরো জাতির আধ্যাত্মিক ও অনাধ্যাত্মিক অধিরাজ ও তাদের ভবিষ্যতের মালিক হয়ে গেছেন। এই পৃথিবীতে পরীক্ষা ও প্রলোভন, উত্থান-পতন ও পরিবর্তন, আলো ও অন্ধকার এবং আতঙ্ক ও সম্মানের যে পরিস্থিতিতে অগ্রসর হতে হয়, তিনি ঐ সমস্ত পরীক্ষাতেই সফল হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্য জীবনের কোনো একটি ক্ষেত্রেই কেবল সীমাবদ্ধ নয়, মানব জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই তিনি উত্তম আদর্শ।

(চলবে)

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

মূল (উর্দু) : আবু য়ায়েদ যামীর

অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান*

(আগস্ট'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৮)

ভুল ধারণা-৮ : আহলেহাদীছগণ উম্মতের ইজমা মানে না :

আহলেহাদীছদের ভ্রষ্ট প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এটাও বলা হয়ে থাকে যে, 'আহলেহাদীছগণ উম্মতের ইজমা মানে না'। বাস্তবে যারা এই কথা বলে থাকে, মূলত তারা নিজেরাই ইজমার সংজ্ঞা জানে না। কখনো তারা অধিকাংশের মতকে ইজমা বলে থাকে আবার কখনো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত আমলকে ইজমা বলে। আর কিছু কিছু ইজমার দাবি শুধু দাবিই হয়ে থাকে, আসলে তা ইজমা নয়। যখন বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন দেখা যায় যে, ইজমার ব্যাপারে সালাফের মাঝেই মতানৈক্য দেখা গেছে। এমনকি ইজমার দাবিদারদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এমন ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

১. আহলেহাদীছদের নিকট প্রমাণিত ইজমা গ্রহণীয় : বাস্তব সত্য কথা হচ্ছে, কুরআন এবং সুন্নাহর পরে ইজমাও আহলেহাদীছদের নিকট শরীআতের দলীল। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, ঐ ইজমা শুধু ধারণা এবং নিছক ইজমার দাবি হলেই হবে না, বরং প্রমাণিত ইজমা হতে হবে। ইজমা কী? আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনী رحمته الله বলেন, وَأَمَّا الْجَمَاعُ فَهُوَ اتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ وَنَعْيِ بِالْعُلَمَاءِ الْمُفْتَاهِ وَنَعْيِ الْعُلَمَاءِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ وَنَعْيِ بِالْعُلَمَاءِ الْمُفْتَاهِ وَنَعْيِ الْعُلَمَاءِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ وَنَعْيِ بِالْعُلَمَاءِ الْمُفْتَاهِ وَنَعْيِ الْعُلَمَاءِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ 'ইজমা বলা হয়, কোনো এক যুগের আলেমগণ সংঘটিত কোনো বিষয়ে একটি সমাধানের উপর ঐকমত্য পোষণ করা। এখানে 'উলামা' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফকীহগণ আর সংঘটিত বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শারঈ বিষয়াবলি'।^১

আহলেহাদীছদের নিকট ইজমা একটি দলীল। কেননা আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পথের বিরোধিতা করে মন মতো চলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ 'আর যে ব্যক্তি তার নিকট সংপথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে

সে ফিরে যেতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল' (আন-নিসা, ৪/১১৫)।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে বিষয়ের উপর সকল ঈমানদার ঐকমত্য হয়ে যাবে, তার বিরোধিতা করা বৈধ নয়। ঈমানদারগণের কোনো বিষয়ের উপর ঐক্য হয়ে যাওয়া প্রমাণ করে যে, সে বিষয়টি আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় বা হক। কেননা ঈমানদারগণকে কিয়ামত পর্যন্ত মিথ্যার উপর একমত হওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল رحمته الله -এর হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল رحمته الله বলেন, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ 'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে মিথ্যা বা ভ্রষ্টতার উপর একমত করবেন না'।^২ অর্থাৎ এমনটি কখনো হবে না যে, উম্মতের সকল সদস্য একটি ভুল বিষয়ের উপর একমত পোষণ করবেন। প্রত্যেক যুগে একজন অথবা কয়েকজন এমন বিদ্বান বিদ্যমান থাকবেন, যারা সত্য এবং সঠিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কিছু আলেমের ভুল করাটা স্বাভাবিক, তবে এটা অসম্ভব যে, কোনো ভ্রান্তি বা ভুলের উপর পুরো উম্মত একমত হয়ে যাবে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, কিছু মানুষ বা অধিকাংশ মানুষের কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যাওয়া ইজমা নয়। কেননা যদি এ সকল মানুষ আলেম না হয়, বরং সাধারণ মানুষ হয়, তাহলে এমন ঐকমত্য মূল্যহীন। ইজমার ক্ষেত্রে এটাও জরুরী যে, ইজমায় অংশগ্রহণকারীগণ যেন নামমাত্র আলেম না হন, বরং তারা যেন কুরআন এবং সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। কেননা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অপারগতার কথা বলে কোনো মাযহাবের মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে ফকীহ বা আলেম কী করে বলা যেতে পারে? (অর্থাৎ মাযহাবের অনুসারীগণের ইজমা গ্রহণীয় নয়, কেননা তাদেরকে আলেম বলা যায় না)। আলেম তো তারাই, যারা নবীগণ হতে বর্ণিত জ্ঞানের অধিকারী। নবী رحمته الله মৃত্যুর পরে কুরআন ও সুন্নাহর যে জ্ঞান রেখে গেছেন, তার ধারক ও বাহক। কারণ তিনি কোনো ব্যক্তিগত বানোয়াট ক্রিয়াস বা ব্যক্তিগত দর্শন রেখে যাননি। সুতরাং আলেম এবং ফকীহ তাকেই বলা যায়, যার অন্তর কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞান দ্বারা সুসজ্জিত।

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. আল-ওয়ারাকাত, পৃ. ২৪।

২. তিরমিযী, হা/২১৬৭; ছহীহুল জামে', হা/১৮৪৮।

২. অনেক ইজমার দাবি নিছক ধারণা নির্ভর হয়ে থাকে : আহলেহাদীছগণ ইজমা মানেন, কিন্তু ইজমার প্রত্যেকটি দাবি কি দলীল এবং যাছাই-বাছাই ব্যতীত কি মেনে নিতে হবে? না। বাস্তবতা হলো, অনেক বক্তা এবং লেখক অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে ইজমার দাবি করে বসেন, কিন্তু যখন বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়, তখন সেই মাসআলায় আলেমদের ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, مَنْ ادَّعى الإجماعَ فهو كذبٌ لَعَلَّ النَّاسَ فَيَدَّخِرُوا বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইজমার দাবি করল, সে মিথ্যা কথা বলল। কেননা অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে বিষয়ে মানুষদের মাঝে ইখতিলাফ (মতানৈক্য হয়েছে যার বিষয়ে তার অবগতি নেই) হয়েছে।’^৩ আরেকটি বিষয় এই যে, একজন মুজতাহিদও যদি ঐকমত্য পোষণ না করেন, তাহলেও ইজমা সাব্যস্ত হবে না। ইখতিলাফ কম কিংবা বেশি এর উপর নির্ভর করে সমাধান করা যাবে না। বরং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সমাধান করতে হবে। সুতরাং কোনো মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে কিছু আলেম শুধু নিজের মত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইজমার দাবি তেমন মূল্যহীন, মাকড়সার জাল যেমন মূল্যহীন।

৩. আহলেহাদীছদের নিকট মতামতের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যতা কোনো দলীল নয় : কিছু আলেম বিশেষ করে সাধারণ মানুষ নিজের ধারণা অনুযায়ী আধিক্যকে ইজমা ভেবে নিজের বক্তব্য মানানোর জন্য অন্যের উপর জোর করে থাকে। অথচ মৌলিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইজমা এবং আধিক্যের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আবার তাদের এই আধিক্যের দাবি পৃথিবীব্যাপী হয় না, বরং এলাকাভিত্তিক আধিক্য হয়ে থাকে। এর বাস্তব রহস্য হচ্ছে, একজন মানুষ যখন তার পছন্দের বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে, তখন সে ব্যক্তি ভিত্তিহীন জিনিসকে সঠিক ও সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং নিজের ধারণাকে দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّلْمَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ ‘আর আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামতো চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে’ (আল-আনআম, ৬/১১৬)।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ‘আধিক্যতা সর্বদা সত্যের মানদণ্ড’ কুরআনের কোনো নীতিমালা নয়, বরং এই

মূলনীতিতে বিশ্বাসীদের নিন্দা করা হয়েছে। এমন মূলনীতিই মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে থাকে। কেননা কখনো আহলে হক্ক বা সত্যপন্থী লোক বেশি হয় আবার কখনো কম হয়। বরং আহলে হক্ক বা সত্যপন্থী লোক সাধারণত কমই হয়ে থাকে।

ফুযায়েল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لَا تَسْتَوْجِبُ طُرُقَ الْهُدَى বলায়, لِقَلَّةِ أَهْلِهَا وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ ‘হেদয়াতপন্থীদের সংখ্যালঘুতা দেখে ভয় পেয়ো না এবং ধ্বংসশীলদের আধিক্যতা দেখে ধোঁকা খেয়ো না’^৪ অর্থাৎ আধিক্যের পিছু অনুসরণের ফলে মানুষ বড় ধোঁকায় পতিত হতে পারে। কেননা ধ্বংসশীলদেরও সংখ্যা বেশি হতে পারে, যা হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৪. সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও ভুলের উপর থাকতে পারে : আবু হুরায়রা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطَوَى لِلْغُرَبَاءِ ‘অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছিল, অচিরেই তা আবার পূর্বের মতো অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর ক্বায়ম থাকবে, তাদের জন্য সুসংবাদ’^৫ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, فَقَبِلَ مِنَ الْغُرَبَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَأْسُ صَالِحُونَ فِي أَنَأْسِ سَوْءٍ كَثِيرٍ مِّنْ بَعْضِهِمْ أَكْثَرُ ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই অপরিচিত লোকগুলো কারা? তিনি বললেন, তারা হলেন, বহুসংখ্যক অসৎ লোকের মাঝে স্বল্প সংখ্যক সৎ মানুষ। তাদের অনুগত লোকের চেয়ে অবাধ্য লোকের সংখ্যা অধিক হবে’^৬

উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই পরবর্তী সময়ে হক্কপন্থী লোকের সংখ্যা নগণ্য হবে এবং বাতিলপন্থীদের সংখ্যা অধিক হবে। সত্যপন্থীদের কথা মানার লোকসংখ্যা স্বল্প হবে এবং তাদের বিরোধীদের সংখ্যা বেশি হবে। আধিক্যের উপর বিশ্বাসীদের নিকট প্রশ্ন হলো, সত্যপন্থীদের সংখ্যালঘুতা কি সত্যকে বাতিল সাবস্ত করে দেয়? কখনো নয়, বরং সত্য চিরদিনই সত্য থেকে যাবে- যদিও তাদের অনুসারী কম হোক বা বেশি। সুতরাং শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াই নিজেকে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট বানানোর মূল কারণ।

(চলবে)

৪. আল-আদাবুশ শারঈয়া, ১/২৬৩।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৮ ‘কিতাবুল ঈমান’।

৬. মুসনাদে আহমাদ, ছহীছুল জামে’, হা/৩৯২১।

৩. মাসায়েরুল ইমাম আহমাদ রিওয়য়াতু ইবনিহি আদিল্লাহ, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯, মাসআলা নং ১৫৮৭।

স্বপ্ন নিয়ে কিছু কথা

-সাদ্দীদুর রহমান*

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়। আর পরিশ্রম করার ফলে শরীর হয়ে যায় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। এই ক্লান্তি দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন। ঘুমের মাঝে মানুষ বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখে। কখনো আকাশে চলে, আবার কখনো বায়ের সাথে পাঞ্জা লড়ে। বর্তমানে কিছু লোক স্বপ্নের অবান্তর কিছু ব্যাখ্যা করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

স্বপ্নের প্রকারভেদ : স্বপ্ন তিন প্রকার- ১. আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদস্বরূপ স্বপ্ন, ২. শয়তানের প্ররোচণায় দুশ্চিন্তাগ্রস্তের স্বপ্ন ও ৩. মানুষের চিন্তা-ভাবনা প্রসূত স্বপ্ন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ تُبْشِرُ مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْرِيكِ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيُفْطَلْ وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ.

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, ‘স্বপ্ন তিন প্রকার, ১. ভালো স্বপ্ন হলো আল্লাহ তাআলার নিকট হতে সুসংবাদস্বরূপ, ২. আরেক প্রকার স্বপ্ন হলো শয়তানের প্ররোচণায় দুশ্চিন্তাস্বরূপ, ৩. আরেক প্রকার স্বপ্ন হলো মানুষের কল্পনা প্রসূত (সে যা চিন্তা করে, তা-ই স্বপ্নে দেখে)। অতএব, তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে যেন উঠে যায় এবং (বাম দিকে) থুথু ফেলে এবং তা লোকের নিকট না বলে’।^১

ভালো স্বপ্ন দেখলে করণীয় : কখনো মানুষ ভালো স্বপ্ন দেখে আবার কখনো খারাপ স্বপ্ন দেখে। ভালো স্বপ্ন সাধারণত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এজন্য আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم ভালো স্বপ্ন দেখলে কী করতে হবে তা বলে গেছেন। যেমন- তিনি বলেন, إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّمَا لَنْ نَفْسُهُ ‘যখন কেউ এমন কোনো স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে, তবে মনে করবে যে, তা আল্লাহর তরফ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এজন্য আল্লাহর শৌকর আদায় করে

থেকে। তাই সে যেন এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং অন্যের কাছে তা বর্ণনা করে’।^২ এ হাদীছ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর কেউ ভালো স্বপ্ন দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করা ও বিজ্ঞ কোনো আলেমের কাছে তার ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া উচিত। এ হাদীছের টীকায় আল্লামা ইবনে বায رحمته الله বলেন, ‘ভালো স্বপ্ন দেখলে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট বলা মুস্তাহাব’।^৩ উল্লেখ্য, বিজ্ঞ আলেম যদি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানেন, তাহলে বলবেন, অন্যথা অহেতুক ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকবেন।

কেননা নবী صلى الله عليه وسلم বলেন, رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ مَا لَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَطَطَتْ قَالَ ‘মুমিনের স্বপ্ন নবুত্বের ৪০ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্নের ব্যাপারে যে পর্যন্ত আলোচনা করা না হয়, সে পর্যন্ত এটা পাখির পায়ের (ঝুলে) থাকা জিনিসের মতো। আলোচনা করার সাথে সাথে তা যেন পা হতে পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এ কথাও বলেছেন, আর স্বপ্নদ্রষ্টা যেন জ্ঞানী ব্যক্তি অথবা পছন্দীয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নিকট স্বপ্নের আলোচনা না করে’।^৪ বর্তমানে আমাদের সমাজে কিছু লোক স্বপ্নের অহেতুক ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাদের এই হাদীছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয় : মন্দ স্বপ্ন সাধারণত শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কারণ শয়তানের কাজই হলো মানুষকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির মাঝে রাখা। কেউ যদি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, তাহলে তাকে কী করতে হবে সে সম্পর্কে রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেন, إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّمَا لَنْ نَفْسُهُ ‘যখন কেউ এমন কোনো স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে, তবে মনে করবে যে, তা আল্লাহর তরফ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এজন্য আল্লাহর শৌকর আদায় করে

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়াহ, বীরহাটা-হাটা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তিরমিযী, হা/২২৭০, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৮৫।

৩. ফাতহুল বারী, ১৫/৪৮২।

৪. তিরমিযী, হা/২২৭৮, হাদীছ ছহীহ।

এবং তা বর্ণনা করে। আর যখন এর বিপরীত কোনো স্বপ্ন দেখে, যা সে অপছন্দ করে, মনে করবে তা শয়তানের তরফ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না।^৫ এই হাদীছের ব্যাখ্যা হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখলে তাকে পাঁচটি কাজ করতে হবে। ১. আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে, অথাৎ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম বলবে, ২. বাম দিকে তিনবার খুতু নিক্ষেপ করবে, ৩. পার্শ্ব পরিবর্তন করবে, ৪. ছালাত আদায় করবে ও ৫. কারো কাছে তা বর্ণনা করবে না। যদি এই পাঁচটি কাজ করে, তাহলে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।^৬

স্বপ্ন বানিয়ে বলার পরিণতি : অনেক মানুষ আছে, যারা ঠাট্টা-মশকারাচ্ছলে বা কাউকে হাসানোর উদ্দেশ্যে বানিয়ে স্বপ্ন বলে থাকে; অথচ সে জানে না তার পরিণতি কী হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ تَخَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُفًّا أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ‘যে লোক এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল, যা সে দেখিনি তাকে দুটি যবের দানায় গিট দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে; অথচ সে তা কখনও পারবে না’।^৭ ভাই মানুষকে হাসানোর জন্য কেন আপনি মিথ্যা কথা বলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীছে বলেছেন, وَئِلَّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ ‘সেই লোক ধ্বংস হোক, যে মানুষদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে। সে নিপাত যাক, সে নিপাত যাক’।^৮ অতএব, বানিয়ে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কি স্বপ্নে দেখা যায় : অনেকের মুখ থেকে শোনা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দর্শনের কথা; বিশেষ করে আলেম সমাজে। আসলেই কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখা যায়? হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখা যায়। একটি হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْبَيْتِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪৫।
৬. ফাতহুল বারী, ১৫/৪৮৩।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪২।
৮. তিরমিযী, হা/২৩১৫, হাদীছ হাসান।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, ‘যে লোক আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থাতেও আমাকে দেখবে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না’।^৯ এ হাদীছের ব্যাখ্যা স্বয়ং ইমাম বুখারী করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছে, সে মূলত তাকেই দেখেছে। অর্থাৎ ছহীহ হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যে দেহাবয়ব বর্ণনা করা হয়েছে, সেই আকৃতিতে যে ব্যক্তি দেখেছে সে মূলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছে। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন ও ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে কেউ যদি বলতেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেছি, তাহলে তারা জিজ্ঞেস করতেন তুমি কেমন আকৃতিতে তাকে দেখেছ? যদি ঐ ব্যক্তির বর্ণনা হাদীছে বর্ণিত দেহাবয়বের সাথে মিলে যেত, তাহলে তারা সত্যায়ন করতেন। আর যদি না মিলত তাহলে বলতেন, তুমি মিথ্যা বলছ।^{১০}

উল্লেখ্য, হাদীছে বলা হয়েছে যে, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। হাদীছে কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, শয়তান দাবি করতে পারে না। অর্থাৎ শয়তান স্বপ্নে দাবি করতে পারবে যে, আমি নবী। কিন্তু সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আসল আকৃতি ধারণ করতে পারবে না। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দেই- একজন লোক স্বপ্নে দেখেছে যে, একজন ধবধবে সাদা দাড়িওয়ালা ব্যক্তি বলছে, আমি নবী। তুমি অনেক ভালো মানুষ, ইবাদত করতে করতে তুমি কামেল দরজায় পৌঁছে গেছো। অতএব এখন তোমার আর ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও শরীআতের কোনো বিধান পালন করা জরুরী না। আমরা বলব, ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে যাকে দেখেছে, তিনি নবী নন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দাড়ি ধবধবে সাদা ছিল না। হাদীছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ২০টির অধিক দাড়ি পাকেনি। আমরা আগেও বলেছি যে, শয়তান কিন্তু নিজেকে নবী দাবি করতে পারবে। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আসল আকৃতি ধারণ করতে পারবে না। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু অবস্থায়ও দুইজনের কাঁধে ভর দিয়ে ছালাতে উপস্থিত হয়েছেন। আর এই স্বপ্নের মাঝে তাকে ইবাদত করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩১ নং পৃষ্ঠায়)

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৯৩।
১০. ফাতহুল বারী, ১৫/৫০১।

অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমরা কতটা সঠিক!

-শামসুদ্দীন চৌধুরী*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪) রুকু থেকে উঠে এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসে মাসনূন দু'আ পাঠ না করা। রাসূল ﷺ এবং তাঁর ছাহাবীগণ কখনো মাসনূন দু'আগুলো বাদ দিয়ে ছালাত আদায় করেননি। সুতরাং যারা মাসনূন দু'আগুলো বাদ দিয়ে ছালাত আদায় করেন, তারা রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন!

(৫) ছালাতের শেষ বৈঠকে দু'আ মাছুরার পরে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'আ না করা। রাসূল ﷺ এবং তাঁর ছাহাবীগণ সবসময় সালাম ফিরানোর পূর্বে বলতেন 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযা-বিল ক্ববর, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল'। সুতরাং যারা উক্ত দু'আ বাদ দিয়ে ছালাত আদায় করেন, তারা রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন!

(৬) ছালাতে সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিতভাবে মুনাযাত করা। রাসূল ﷺ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত তাঁর ছাহাবীগণ কখনো প্রত্যেক ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত মুনাযাতের ইমামতি করেননি। সুতরাং যারা প্রত্যেক ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত মুনাযাতের ইমামতি করেন এবং এই ধরনের মুনাযাতে শরীক হন, তারা রাসূল ﷺ কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন! 'বান্দা যখন ছালাতরত থাকে, তখন সে তার রবের সাথে কথোপকথন করে অর্থাৎ মুনাযাত করে' এই অনুভূতিই এখন আমাদের অধিকাংশের মধ্যে নেই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছালাত হয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত এবং প্রাণহীন আর সম্মিলিত মুনাযাত হয়ে গেছে দীর্ঘ এবং প্রাণবন্ত। অথচ মুনাযাত শব্দের অর্থ

হচ্ছে, 'চুপিচুপি বা গোপনে কথা বলা'। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন, অনেকেই ইমামের সাথে সালাম ফিরানোর পর কিছু সময় মাসনূন দু'আ এবং যিকির করে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করেন, তারপর সম্মিলিত মুনাযাতে শরীক হয়ে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করেন, মুনাযাত শেষ হওয়ার পর আবার অবশিষ্ট মাসনূন দু'আ করে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করেন, এটা চরম বিভ্রান্তি নয় কি?

(৭) বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কবিতা এবং সুর দিয়ে মীলাদ পড়া। রাসূল ﷺ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত তাঁর ছাহাবীগণ কখনো এভাবে মীলাদ পড়েননি। সুতরাং যারা এভাবে মীলাদ পড়ান কিংবা পড়েন তারা রাসূল ﷺ কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন!

(৮) 'ঈদে মীলাদুল্লাবী' উদযাপন করা। রাসূল ﷺ এবং তাঁর ছাহাবীগণ কখনো ঈদে মীলাদুল্লাবী নামে তৃতীয় কোনো ঈদ উদযাপন করেননি। সুতরাং যারা সকল ঈদের সেরা ঈদ ঘোষণা দিয়ে নিজেদেরকে আশেকে রাসূল দাবী করে 'ঈদে মীলাদুল্লাবী' উদযাপন করেন, তারা রাসূল ﷺ কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন!

(৯) বিভিন্ন দিনে মৃত ব্যক্তির নামে বিভিন্ন নামে খানাপিনার আয়োজন করা এবং কুরআন পড়ে অগণিত মৃত ব্যক্তিকে বখশে দেওয়া। রাসূল ﷺ এবং তাঁর ছাহাবীগণ কখনো এভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন নামে খানাপিনার আয়োজন করেননি এবং কুরআন পড়ে বখশেও দেননি। সুতরাং যারা বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন নামে মৃত ব্যক্তির জন্য খানাপিনার আয়োজন করেন, কুরআন পড়ে বখশে দেন, তারা রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন!

(১০) ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ, হু হু ইত্যাদি মনগড়া বাক্য দিয়ে সম্মিলিতভাবে উচ্চেষ্বরে যিকির করা। রাসূল ﷺ এবং

* ধানমন্ডি, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৫১; মিশকাত, হা/৭৪৬।

তাঁর ছাহাবীগণ কখনো উল্লেখিত বাক্য দিয়ে সম্মিলিতভাবে উচ্চৈশ্বরে যিকির করেননি। সুতরাং যারা বিভিন্ন মনগড়া বাক্য দিয়ে সম্মিলিতভাবে উচ্চৈশ্বরে যিকির করেন, তারা রাসূল ﷺ কে অনুসরণ না করে, হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন।

(১১) মধ্য শা'বানের রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা এবং শেষ রাতে সম্মিলিত মুনাযাত করা। রাসূল ﷺ এবং তাঁর ছাহাবীগণ কখনো মধ্য শা'বানের রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায়, নির্দিষ্টভাবে অন্যান্য ইবাদত এবং সম্মিলিত মুনাযাত করেননি। সুতরাং যারা মধ্য শা'বানের রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায়, নির্দিষ্টভাবে অন্যান্য ইবাদত এবং সম্মিলিত মুনাযাত করেন, তারা রাসূল ﷺ কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন!

(১২) আওয়াল ওয়াক্তকে গুরুত্ব না দিয়ে নিয়মিতভাবে বিলম্বে আযান দেওয়া এবং বিলম্বে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করা। রাসূল ﷺ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত তাঁর ছাহাবীগণ স্বাভাবিক অবস্থায় আউয়াল ওয়াক্তকে গুরুত্ব না দিয়ে নিয়মিতভাবে বিলম্বে আযান দিয়ে বিলম্বে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করেননি। সুতরাং যারা আওয়াল ওয়াক্তকে গুরুত্ব না দিয়ে নিয়মিতভাবে বিলম্বে আযান দিয়ে বিলম্বে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করেন, তারা রাসূল ﷺ কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয় নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন!

(১৩) জুমআর দিন বসে একটা খুৎবা এবং দাঁড়িয়ে দুটি খুৎবা দেওয়া। রাসূল ﷺ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত তাঁর ছাহাবীগণ জুমআর দিন এভাবে তিনটি খুৎবা দেননি; বরং মাতৃভাষায় দুটি খুৎবা দিয়েছেন। সুতরাং যারা দ্বিতীয় আযানের পূর্বে বসে একটা এবং তারপর দাঁড়িয়ে দুটি খুৎবা দেন, তারা রাসূল ﷺ কে অনুসরণ না করে হয় রাসূল ﷺ এর উম্মতের মধ্যে কাউকে অনুসরণ করছেন, না হয়

নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন! মনে রাখতে হবে, খুৎবা মানে বক্তৃতা আর বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রোতাদের কোনো বিষয় তাদের বোধগম্য ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া। ছালাতের রাকআত সংখ্যা যেমন কমানো বা বাড়ানো যায় না, তেমনি রাসূল ﷺ থেকে প্রাপ্ত খুৎবার সংখ্যাও কমানো বা বাড়ানো যায় না।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَرَى قَيْلٍ وَمَنْ أَرَى قَالٍ مَنْ بَلَغَ عَصَايَ فَقَدْ أَرَى 'আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয়, যে অস্বীকার করবে'। জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?' তিনি বললেন, 'যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার অবাধ্য হবে, সে জাহান্নামে যাবে'।^২

বড়ই আফসোস, দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়কে যেভাবে নিজ নিজ সুবিধা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী CUSTOMIZE করে গ্রহণ করা হয়, অনেকে সম্ভবত মনে করেছেন বা এখনো মনে করেন আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ ইসলামকেও বোধ হয় সেভাবে CUSTOMIZE করে গ্রহণ করা যায়, নাউযবিলাহ। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার আদেশ অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার গুরুত্ব উপেক্ষা করে মুসলিমদের প্রায় সবাই আংশিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করে সন্তুষ্ট!

আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (আল-বাক্বার, ২/২০৮)।

আসুন! সকল মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার আদেশ অনুযায়ী আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করি আর শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ত্বরীক্বা অনুসরণ করে ইসলাম পালন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২. ছহীহ বুখারী, হা/৭২৮০; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩১৪১; মিশকাত, হা/১৪৩।

ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন বিদআত

-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী*

‘জন্মের সময়কাল’-কে আরবীতে ‘মীলাদ’ বা ‘মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসেবে ‘মীলাদুন্নবী’-এর অর্থ দাঁড়ায় ‘নবী ^ﷺ -এর জন্মমুহূর্ত’। নবী ^ﷺ -এর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবী ^ﷺ -এর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নাবী সালাম আলায়কা’ বলা ও সবশেষে জিলাপি বা মিষ্টান্ন বিতরণ করা— এই সব মিলিয়ে ‘মীলাদ মাহফিল’। ইসলাম প্রবর্তিত ‘ঈদুল ফিতুর’ ও ‘ঈদুল আযহা’ নামের দুটি বার্ষিক উৎসব ছাড়াও মাযহাব ছদ্মবেশধারী এক শ্রেণির আলেম ভারত উপমহাদেশের ইসলামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় উৎসব সংযোজন করেন, যা ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে পরিচিত।

বিদআতী ঈদে মীলাদুন্নবীর সূচনা যেভাবে হয় :

ঈদে মীলাদুন্নবীর সূচনা সম্পর্কে আলোচনা দীর্ঘ হলেও আমরা সুধী পাঠকদের সংক্ষেপেই পুরোপুরি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। পারস্যের মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী খ্রিষ্টানরা ঈসা ^ﷺ -এর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ‘ক্রিসমাস ডে’ প্রতিবছরই জাঁকজমকভাবে পালন করত। তাদের সেই আড়ম্বরপূর্ণ জন্মোৎসবের জৌলুসে দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম সমাজে খ্রিষ্টানদের ন্যায় নবী ^ﷺ -এর জন্মদিবস উদযাপনের রেওয়াজ না থাকায় তারা এটাকে নিজেদের ত্রুটি হিসেবে সাব্যস্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় ইরাকের মুসেল নগরীতে স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ মালেক মুযাফফর আবু সাঈদ কুবুবুরী (মৃত ৬৩০ হি.) ৬০৪ হিজরীতে সর্বপ্রথম এই ঈদে মীলাদুন্নবীর সূচনা করেন। এরপর তার দেখাদেখি পারস্যসহ আশেপাশের মুসলিম সমাজের অন্য লোকেরাও মীলাদুন্নবী নামে বিদআতী অনুষ্ঠান পালন শুরু করে।

উক্ত বাদশাহ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী লেখেন, তিনি একজন অপব্যয়ী বাদশাহ ছিলেন। তিনি তার সময়কালের আলেমদের হুকুম দিতেন, তারা যেন তাদের ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুযায়ী আমল করে এবং

অন্য কারো ইজতিহাদের অনুসরণ না করে। ফলে দুনিয়াপূজারি একদল আলেম তার ভক্ত হয়ে পড়ে।^১

উক্ত অপব্যয়ী বাদশাহ প্রজাগণের মনোরঞ্জন ও নিজের জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি বছর ১২ই রবীউল আওয়ালকে

কেন্দ্র করে মীলাদুন্নবী উদযাপন করতেন এবং এ অনুষ্ঠানে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে ৩ লক্ষ দীনার ব্যয় করতেন।^২

অতপর দুনিয়ালোভী দরবারী মৌলভী উমার ইবনু দেহইয়া আবুল খাত্তাব মীলাদ মাহফিল ও জশনে জুলুসের স্বপক্ষে কাল্পনিক প্রমাণ নির্ভর বানোয়াট কিতাব রচনা করে বাদশাহ কাছ থেকে প্রচুর অর্থ-কড়ি হাতিয়ে নেন। তার ব্যাপারে হাফেয ইবনু হাজার আসফালানী ^{رحمته} বলেন, তিনি আয়িম্মায়ে দ্বীন এবং পূর্বসূরি উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করতেন এবং গালিগালাজে ভরপুর অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন। তিনি ককর্শভাষী, আহাম্মক এবং অহংকারী ছিলেন। আর তিনি ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাপারে চরম উদাসীন ছিলেন।^৩ তিনি আরো বলেন, ‘আমি মানুষদের তাকে মিথ্যুক ও অবিশ্বাস করার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ পেয়েছি’।^৪

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমগণ মধ্যযুগে যেহেতু মুসলিম শাসকদের শাসনে সন্তুষ্ট হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছে, তাই তাদের ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব কিছুটা থেকে যায়, যা কালক্রমে আজও বিদ্যমান আছে। এখনকার মুসলিমগণ যখন হিন্দু ছিল, তখন তারা হিন্দুদের বিভিন্ন অবতার বিশেষ করে হিন্দুদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাস্তমী মহা ধুমধামে পালন করত, তেমনি মুসলিম হওয়ার পরও শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের মতোই ঈদে মীলাদুন্নবী নামে ইসলামের নবী ^ﷺ -এর জন্মোৎসব ধুমধাম করে পালন করতে লাগল, যার অবশিষ্টরূপ এখনো ভারতীয় উপমহাদেশে এক শ্রেণির নামধারী মুসলিমদের মধ্যে বলবৎ আছে। আর এরাই শরীআতের দৃষ্টিতে বিদআতী নামে পরিচিত।

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে বিদআতী ঈদে মীলাদুন্নবী :

(১) আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী ^{رحمته} ছিলেন মীলাদ উদ্ভবকালের একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন। তিনি মীলাদের প্রতিবাদে এক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটির নাম ‘আল-মাওরিদ ফিল কালামি আলাল মাওলিদ’।^৫

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/১৩৯-১৪০।

৩. লিসানুল মীযান, ৪/২৯৬।

৪. প্রাগুক্ত, ৪/২৯০।

৫. কিতাবটির বঙ্গানুবাদ অনেক অভিজাত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়, আপনারা কিনে পড়তে পারেন। -লেখক

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আল-ক্বাওলুল মু‘তামাদ ফী আমলিল মাওলিদ, রাহে সুন্নাত সূত্র, পৃ. ১৬২।

উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘মীলাদের এই প্রথা না কুরআনে আছে, না হাদীছে আছে, আর না পূর্বসূরীদের থেকে তা বর্ণিত আছে। বরং এটি একটি বিদআতী কাজ, যাকে বাতিল ও স্বার্থান্বেষী মহল সৃষ্টি করেছে আর পেটপূজারিরা তা লালন করেছে।’^৬

(২) আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মালেকী رحمتهما ‘মাদখাল’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন ‘লোকেরা যে সমস্ত বিদআতী কর্মকে ইবাদত মনে করে এবং এতে ইসলামের শানশওকত প্রকাশ হয় বলে ধারণা করে, তন্মধ্যে রয়েছে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান। রবীউল আওয়াল মাসে বিশেষ করে এ আয়োজন করা হয়। বস্তুত এসব আয়োজন অনুষ্ঠানে অনেক বিদআত ও হারাম কাজ সংঘটিত হয়।’^৭

(৩) আল্লামা ইবনু তায়মিয়া رحمتهما লিখেছেন, প্রচলিত এই মীলাদ অনুষ্ঠান সালাফে ছালেহীনের যুগে ছিল না। যদি এ কাজে কোনো ফযীলত ও বরকত থাকত, তবে পূর্বসূরীরা আমাদের চাইতে বেশি হরুদার ছিলেন। কারণ তারা নবীপ্রেমের ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অনেক অগ্রগামী এবং ভালো কাজে অধিক আগ্রহী ছিলেন।^৮

(৪) আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী رحمتهما কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মীলাদ অনুষ্ঠান কি বিদআত, না শরীআতে এর কোনো ভিত্তি আছে? জবাবে তিনি বলেন, ‘মীলাদ অনুষ্ঠান মূলত বিদআত। তিন পবিত্র যুগের সালাফে ছালেহীনের আমলে এর অস্তিত্ব ছিল না।’^৯

(৫) রশীদ আহমাদ গাংগুহী رحمتهما এক প্রশ্নের জবাবে লিখেন, ‘মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান সর্বাবস্থায় নাজায়েয। মানদূব কাজের জন্য ডাকাডাকি করা শরীআতে নিষিদ্ধ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তিনি অন্যত্র লিখেন, ‘বর্তমান যুগের মাহফিলগুলো যথা— মীলাদ, ওরশ, চল্লিশা সবই বর্জন করা দরকার। কেননা এগুলোর অধিকাংশ গুনাহ ও বিদআত থেকে মুক্ত নয়।’^{১০}

(৬) আশরাফ আলী থানবী رحمتهما প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবীর যৌক্তিকতা খণ্ডনের পর লিখেন, ‘মোটকথা, যুক্তি ও শরীআত উভয় দিক দিয়ে প্রমাণিত হলো যে, এই নবোদ্ভাবিত ঈদে মীলাদুন্নবী নাজায়েয, বিদআত এবং পরিত্যাজ্য।’^{১১}

(৭) সউদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী আল্লামা শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায رحمتهما -এর ফতওয়ায় তিনি এক প্রশ্নের জবাবে লিখেন, ‘কুরআন-সুন্নাহ তথা অন্যান্য শারঈ দলীল মতে ঈদে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান ভিত্তিহীন এবং স্পষ্ট বিদআত। এতে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং সনাতন হিন্দু আদর্শের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এসব অনুষ্ঠানে মুসলিমদের যোগদান করা নাজায়েয। কেননা এর দ্বারা বিদআতের সম্প্রসারণ ও এর প্রতি উৎসাহ যোগানো হয়।’^{১২}

(৮) উপমহাদেশের সকল মুহাজ্জিক উলামায়ে কেলাম, বিশেষ করে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্দী, রশীদ আহমাদ গাংগুহী, আশরাফ আলী থানবী, মাহমুদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ উলামায়ে কেলাম ছাড়াও আহলেহাদীছের সকল বিদ্বান এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান (ঈদে মীলাদুন্নবী)-কে বিদআত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।^{১৩}

সুতরাং উল্লেখিত আলোচনার ভিত্তিতে শারঈ দৃষ্টিতে দ্বীনের নামে ঈদে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান উদযাপন করা মারাত্মক বিদআত ও নাজায়েয, যা বর্জন করা প্রকৃত মুসলিমের জন্য জরুরী।

বিদআতী ঈদে মীলাদুন্নবী ও জশনে জুলুস :

রবীউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ এলেই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম নামধারী এক শ্রেণির বিদআতী নবী ﷺ -এর জন্মদিন পালনের নামে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করে, যা সনাতন হিন্দুধর্মের অবতারের জন্মোৎসব আর খ্রিষ্টানদের বড়দিন উদযাপনের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। একে কেন্দ্র করে দেয়াল লিখন, ব্যানার বানানো, সভা-সমাবেশ, গেইট সাজানো, রাসূল ﷺ -এর শানে কাছীদা পাঠ, নকল বায়তুল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর কবরের প্রতিকৃতি নিয়ে নারী-পুরুষের সম্মিলিত শোভাযাত্রা, ঢোল-তবলা ও হারমোনিয়াম সজ্জিত ব্যান্ডপার্টির গগণবিদারী নিবেদন (!), গান-বাজনা এবং নারী-পুরুষের উদ্দাম নাচানাচি

৬. বারাহিনে ক্বাতিআ, পৃ. ১৬৪।

৭. মাদখাল, ১/৯৮৫; আল-মিনহাজুল ওয়াজিহ, পৃ. ২৫২।

৮. ইকতিজা উসসিরাতিল মুত্তাকীম, পৃ. ২৬৫।

৯. হিওয়্যার মাআল মালিকী, পৃ. ১৭৭।

১০. ফতওয়া রাশেদিয়া, পৃ. ১৩১।

১১. আশরাফুল জওয়াব, পৃ. ১৩৮।

১২. মাজমূউল ফাতাওয়া, ৪/২৮০।

১৩. মীলাদুন্নবী, পৃ. ৩২-৩৩।

ও অবাধ চলাচলি। অবশেষে মিষ্টি ও তবারক বিতরণ করা হয়ে থাকে এবং এটাকে মহাপুণ্যের কাজ ও শ্রেষ্ঠ ঈদ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। নাউযুবিল্লাহ!

শরীআতের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী এবং জশনে জুলুসের হুকুম :

(১) ইসলামে কোনো মানুষের এমনকি কোনো মহা মনীষীরও জন্ম কিংবা মৃত্যুদিবস পালনের কোনো শারঈ বিধান নেই। যদি থাকত, তাহলে বছরের প্রত্যেক তথা ৩৬৫ দিনই জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন করতে হতো। কেননা লক্ষ-লক্ষ নবী-রাসূল ও লক্ষ-লক্ষ ছাহাবায়ে কেলাম, তাবেঈন, তাবে- তাবেঈন এবং শত সহস্র মনীষী দুনিয়াতে আগমন করে বিদায় নিয়ে গেছেন। আর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, বছরের প্রত্যেক দিনই কোনো না কোনো নবী কিংবা ছাহাবী কিংবা কোনো মনীষী জন্মগ্রহণ বা মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে সারা জীবন কেবল জন্ম কিংবা মৃত্যুদিবস পালনেই কেটে যাবে। আল্লাহর হুকুম, ফরয ইবাদত পালনের সুযোগ হবে না। কখনো দেখা যাবে, একই দিনে কোনো মনীষীর জন্ম, আবার কারো মৃত্যু হয়েছে। তখন একই দিন জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করতে হবে- যার পরিণতি হবে সমাজে সর্বদা বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও মারামারি। অথচ ইসলাম মানুষকে সুশৃঙ্খল যিদেগী যাপন করা শেখায়।

(২) নবীজী ﷺ নবুঅত লাভের পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পর ছাহাবায়ে কেলাম ১০০/১১০ বছর পর্যন্ত দুনিয়াতে ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের প্রতি বছরই রবীউল আওয়াল মাস আসত, কিন্তু কোনো বছরই না রাসূল ﷺ স্বয়ং নিজের জন্মদিন পালন করেছেন, না কোনো ছাহাবী رضي الله عنه কোনোদিন করেছেন।

(৩) জাহেলী যুগে মদীনাবাসীরা বছরে দুটি উৎসব পালন করত। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ হিজরতের পর মদীনায় আগমন করে বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এ দুটি দিনের চেয়ে উত্তম দুটি দিন তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নির্ধারণ করে দিয়েছেন’।^{১৪}

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম কখনো নিজেরা নিজেদের ঈদ নির্ধারণ করতে পারে না; বরং তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। আল-কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী মুসলিমদের ঈদ হলো দুটি— ঈদুল

ফিতর ও ঈদুল আযহা। সুতরাং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত তৃতীয় কোনো দিনকে অন্য কোনো ঈদ হিসেবে নির্ধারণ করলে সেটা হবে স্পষ্ট বিদআত ও গোমরাহি এবং কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। ছাহাবায়ে কেলাম, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন এই তিন সোনালী যুগে যার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কুরআন-সুন্নাহ ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের আলোচনায় দুই ঈদের অধ্যয় আছে এবং মাসায়েলের আলোচনা আছে, কিন্তু ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে না আছে কোনো অধ্যয়, না আছে কোন ফাযায়েল ও মাসায়েলের আলোচনা! এ ঈদ যেমন মনগড়া, তা পালনের রীতিও মনগড়া। এ ক্ষেত্রে যে সকল ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হয়, সেসবও জাল এবং বানোয়াট। নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীছের কিভাবে সেগুলোর নাম-গন্ধও নেই। প্রমাণের জন্য বাংলায় অনুদিত হাদীছ ও ফিকহের কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে। সেগুলোতে দুই ঈদের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কথিত ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে বানোয়াট বিদআতী শ্রেষ্ঠ ঈদের আলোচনা কুরআন-হাদীছের কোথাও নেই।

ঈদে মীলাদুন্নবী বিদআত কেন?

শরীআতে ঈদে মীলাদুন্নবীর কোনো দলীল নেই। খোদ নবী ﷺ বা তাঁর কোনো ছাহাবী, কোনো তাবেঈ বা কোনো ইমামই তা পালন করেননি, আর খোলাফায়ে রাশেদীনও এটা করার নির্দেশও দেননি। সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন ইরাকের ইরবিল শহরের আমীর (গভর্নর) মুযাফফর উদ্দীন কুকুবুরী ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬০৪ (মতান্তরে ৬২৫) হিজরীতে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাদের প্রসঙ্গে ইবনু কাছীর বলেন, ‘(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মব্যবসায়ী, ধর্মদ্রোহী, আল্লাহর ছিফাত (গুণাবলি) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মাজুসী (অগ্নিপূজক) ছিল’।^{১৫}

আসুনা বিদআত বর্জন করি, কুরআন ছহীহ সুন্নাহ আঁকড়ে ধরি :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি (ধর্মীয় বিষয়ে) অভিনব কিছু (বিদআত) রচনা করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না’।^{১৬}

১৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/৩৪৬।

১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৯৩, ৩৮৬৭।

১৪. সুনানে নাসাঈ, হা/১৫৫৬ ‘হাদীছ ছহীহ’।

মুহাম্মাদুর রাসূল ﷺ তার জীবদ্দশায় কখনো ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করলেন না, দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন তা পালন করলেন না, রাসূল ﷺ-এর হেদায়াতপ্রাপ্ত ছাহাবীগণ ﷺ কেউই পালন করলেন না, তাবৈঈগণ পালন করলেন না, তাবৈ-তাবেঈন পালন করলেন না, প্রচলিত চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামসহ কেনো ইমামই ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করলেন না, অথচ সেই ঈদে মীলাদুন্নবীর মতো বিদআতী আমল আজ আপনি রাসূল ﷺ-এর প্রতি মেকি ভালোবাসার নামে মহা ধুমধামে কীভাবে পালন করছেন?! তার মানে, আপনি কি হিদায়াতপ্রাপ্ত ছাহাবীগণের চেয়েও রাসূল ﷺ-কে বেশি ভালোবাসেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথায় ঈদে মীলাদুন্নবীর কথা আছে? ইসলামে ঈদ তো দুটি। আপনি কোথায় পেলেন তৃতীয় ঈদ 'ঈদে মীলাদুন্নবী?'

ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন، مَا لَيْسَ بِلَعْنَةٍ مِّنْ أَحَدٍ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ، বলেছেন, 'যে এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালো, যা আমাদের শরীআতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।^{১৭} রাসূল صلى الله عليه وسلم আরও বলেন, 'তোমাদের উপর পালনীয় হলো আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ। তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো। আর ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি হতে সাবধান। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদআত ও প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা'।^{১৮}

আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ 'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীনের অন্বেষণ করবে, তা কখনোই তার নিকট থেকে কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আলে ইমরান, ৩/৮৫)। এ দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা আল্লাহ কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম' (আল-মায়দা, ৫/৩)। এ ঘোষণার পর কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় সংযোজিত হওয়ার পথ চিরতরে

রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং বিদআত তথা নতুন যে কোনো বিষয় দ্বীনী আমল ও আকীদা হিসেবে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও হারাম হয়ে গেছে।

মনে রাখবেন, বিদআত হলো আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নতুন করে যার প্রচলন করা হয়েছে এবং এর পক্ষে শরীআতের কোনো ব্যাপক বা সাধারণ কিংবা খাছ ও সুনির্দিষ্ট দলীল নেই। তাই মীলাদুন্নবী শরীআতে নবউদ্ভাবিত একটি বিদআত, যার শরীআতে কোনো খাছ বা সুনির্দিষ্ট কোনো দলীল নেই। তাই এসব বিদআতী আমলে পুরস্কার তো দূরের কথা, বরং সেদিন গ্রেফতার হবার জন্য আপনি প্রস্তুত থাকুন।

প্রথমত, আপনি বিদআতী কাজকর্ম অর্থাৎ বিদআতী আমল করার কারণে কিয়ামতের দিন হাওযে কাওছারের পানি পান করতে পারবেন না। অথচ এ পানি পান করলে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ কোনো দিন পিপাসিত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি' (আল-কাওছার, ১০৬/১)।

আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, 'তোমরা হাওযে কাওছারে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ছবর করতে থাকবে'। আহমাদ ইবনু ছালেহ رضي الله عنه সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব رضي الله عنه নবী صلى الله عليه وسلم-এর ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন, 'আমার উম্মতের থেকে কতিপয় লোক আমার সামনে হাওযে কাওছারে উপস্থিত হবে। তারপর তাদেরকে সেখান থেকে পৃথক করে নেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে রব! এরা আমার উম্মত। তিনি বলবেন, আপনার পরে এরা (ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে) কী কীর্তিকলাপ করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার জানা নেই। নিঃসন্দেহে এরা দ্বীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল'।^{১৯}

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের (রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর) আনুগত্য করো এবং নিজেদের কর্মফল বিনষ্ট করো না' (মুহাম্মাদ, ৪৭/৩৩)।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের নামে সকল বিদআতী কাজ বিশেষ করে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের মতো স্পষ্ট বিদআত পালন করা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

১৭. ছহীহ বুখারী (তাওহীদ প্রকাশনী), হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৮৪; আবু দাউদ, হা/৪৬০৬।

১৮. আহমাদ, হা/১৬৬৯৪; আবু দাউদ, হা/৪৬০৭; তিরমিযী, হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ, হা/৪২; মিশকাত, হা/১৬৫ 'হাদীছ ছহীহ'।

১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৮৫।

অধিকহারে আল্লাহর যিকির কেন করবেন

[১১ মুহাররম, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ২০ আগস্ট, ২০২১। মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন শায়খ আলী ইবনু আব্দুল রহমান আল-হুযায়ফী (হাফি.)। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ, ডাক্তারপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক ও 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্যদ'-এর গবেষণা সহকারী শায়খ আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য!...অতঃপর শায়েখ বলেন,

আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার অলী হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে, সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরকালে অফুরন্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, দুনিয়াবী যিন্দেগীকে প্রাধান্য দিবে, তার থাকার জায়গা হলো জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে তার রবের সামনে দগ্ধমান হওয়াকে ভয় করবে, খেয়াল-খুশি মতো চলা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, তার থাকার জায়গা হলো জান্নাত' (নাযিআত, ৭৯/৩৭-৪১)।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তাআলা আপনাদের মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ 'মুমিন' বলে আখ্যায়িত করে নেক আমলের মাধ্যমে তাঁর অছীলা তালাশ করা এবং নষ্ট হওয়া থেকে আমলকে রক্ষা করার জন্য বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাকে পাওয়ার জন্য অছীলা তালাশ করো, তাঁর পথে জিহাদ করো। তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে' (আল-মায়োদা, ৫/৩৫)। আর অছীলা হলো সকল আনুগত্য; আদেশ বাস্তবায়ন করা ও নিষেধসমূহ বর্জন করা। অছীলা শব্দটি সকল আনুগত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। সকল কল্যাণ একত্র করে যাবতীয় শান্তি থেকে রেহাই দেয়। দ্বীনের প্রথম স্তম্ভ হলো আল্লাহ তাআলার যিকির অর্থাৎ **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** বলা। তবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর দরদার পড়ার যে কথা উল্লেখ হয়েছে তা ভিন্ন কথা। আনাস رضي الله عنه

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরদার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর ১০টি রহমত বর্ষণ করবেন, ১০টি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।'।^১ এই দরদারটি আমাদের নবীর জন্য একজন মুসলিমের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। যেহেতু তিনি উম্মতের জন্য ব্যাপক কল্যাণের কাজ করে গেছেন এবং আন্তরিক উপদেশ দিয়ে গেছেন। যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো। অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে' (আল-জুমআ, ৬২/১০)। আবু মুসা رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে আল্লাহর যিকির করে এবং যে আল্লাহর যিকির করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির মতো'।^২

যিকির করার তিনটি পদ্ধতি বা স্থান আছে :

(১) অন্তর দ্বারা যিকির করা। আল্লাহ তাআলা তার গুণ ও উদারতায় তাকে প্রতিদান দিবেন। রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যে রকম ধারণা রাখে আমি সে রকম আচরণ করি। বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি'।^৩

(২) এটা হলো মধ্যম স্থান। আর তা হলো মুসলিম জবান দ্বারা তার রবের যিকির করবে এবং কখনো কখনো হৃদয় দ্বারা এর অর্থের প্রতি খেয়াল করবে না। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে থাকে যার দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে আল্লাহ কোনো পরওয়া করেন না'।^৪

(৩) জবান দ্বারা যিকির করা এবং যিকিরের সাথে সাথে অন্তর যিকিরের অর্থ ও মহান আল্লাহর বড়ত্ব বুঝার চেষ্টা করবে। এই যিকির সর্বোচ্চ পর্যায়ের যিকির। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ তাকে বলেছেন, 'তুমি যদি এই দেয়ালের পিছনে এমন কারো সাথে সাক্ষাৎ পাও যে হৃদয়

১. নাসাঈ, হা/১২৯৭; মিশকাত, হা/৯২২।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৯।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৫।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৮।

দ্বারা বিশ্বাস করে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই, তাহলে তুমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ো'।^৫

যিকিরের অর্থ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ্ আকবার, আল-হামদুলিল্লাহ, সুবহানািল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম এবং বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও দু'আ করার মাধ্যমে প্রতিপালকের প্রশংসা করাই হলো যিকির। নবীর উপর দরূর পাঠ করাও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের প্রতিপালক সকল অপূর্ণতা থেকে মুক্ত ও এমন সব গুণাবলি থেকে পুত-পবিত্র যা তার মহত্ত্ব, বড়ত্ব, পূর্ণতা ও মর্যাদার সাথে উপযুক্ত নয় এবং তিনি তাঁর কোনো মাখলূকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নন- এই ঘোষণা দেওয়াও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। শ্রেষ্ঠ প্রশংসা হলো 'আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন' এবং তাঁর উত্তম ও গুণবাচক নাম ধরে তাঁর প্রশংসা করা। যেমন, আয়াতুল কুরসীতে উল্লেখ হয়েছে, সূরা হাশরের শেষে উল্লেখ হয়েছে। যিকির জবানে হালকা এবং মীযানের পাল্লায় ভারী। সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হলো কুরআন তেলাওয়াত করা।

হে মুসলিমগণ! এই সেই যিকির যা কল্যাণ, বরকত, উপকার ও নূরে পরিপূর্ণ। আর সে তার এমন প্রতিদান পাবে যা কোনো চক্ষু দেখনি, কোনো মানব অন্তর কল্পনা করেনি। যিকিরের প্রতিদান প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার বলবে, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْكُلُّ** অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নাই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নাই, রাজত্ব তারই, সকল প্রশংসা তাঁর, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম' তাহলে সে ১০ জন গোলাম আযাদ করার নেকী পাবে, তার জন্য ১০০টি নেকী লেখা হবে, ১০০টি গুনাহ মোচন করা হবে, ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য শয়তান থেকে রক্ষার মাধ্যম হবে। সে যে পরিমাণ আমল নিয়ে উপস্থিত হবে তার চেয়ে কেউ উত্তম আমল নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে না। তবে ওই ব্যক্তি ব্যতীত যে তার চেয়ে বেশি আমল করেছে'।^৬ উম্মে হানী رضي الله عنها বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন এক আমলের কথা বলে দিন যা আমি বসে বসে আমল করব। তিনি বললেন, 'তুমি 'সুবহানািল্লাহ' ১০০ বার পাঠ করো। কেননা, তা

ইসমাইলের ১০০ সন্তান আযাদ করার (ছওয়াবের) সমতুল্য হবে। 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা ১০০ বার। কেননা, তা লাগাম লাগানো ও জিনবাঁধা সজ্জিত ১০০ ঘোড়ার সমতুল্য, যে ঘোড়া তার পিঠে যুদ্ধাজ্র ও মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় বহন করে নিয়ে যায়। 'আল্লাহ্ আকবার' বলা ১০০ বার। কেননা, তা ১০০টি গলায় মালা পরানো কবুলযোগ্য কুরবানীর উটের মতো। 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলা ১০০ বার। কেননা, তা আসমান-জমিনের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা ছওয়াব দ্বারা পূর্ণ করে দেয়'।^৭ নু'মান ইবনু বাশীর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, 'তোমরা যে আল্লাহর বড়ত্বের যিকির কর সুবহানািল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে (জেনে রাখো) নিশ্চয় এই যিকিরগুলো গুঞ্জরিত আওয়াযে মৌমাছির ন্যায় আরশের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং যিকিরকারীর কথা বলতে থাকে'।^৮ মুআয رضي الله عنه বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, 'জান্নাতবাসীর শুধু আফসোস করবে ওই একটি মুহূর্তের জন্য যা তাদের অতিক্রম করে গেছে অথচ তারা সে সময়ে আল্লাহর যিকির করেনি'।^৯ তারা আফসোস করবে এই জন্য যে, সহজ হওয়া সত্ত্বেও তারা (দুনিয়ায়) যিকিরের মহাপ্রতিদানের প্রতি ঙ্গেফ করত না। যিকিরের একটি প্রতিদান হলো যিকিরকারীকে তা শয়তান থেকে রক্ষা করে। হারেছ ইবনু হারেছ আল-আশআরী رضي الله عنه বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়াকে আদেশ করেছিলেন যেন তিনি বনু ইসরাঈলকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করেন। তার মধ্যে একটি বিষয় ছিল 'আল্লাহর যিকির করা'। যিকিরের উদাহরণ হলো জনৈক ব্যক্তির মতো যার পিছু ধাওয়া করল শত্রু। শেষে সে আশ্রয় নিল অপ্রতিরোধ্য এক দুর্গে এবং নিজেকে তাদের থেকে রক্ষা করল। অনুরূপ কোনো বান্দা শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) থেকে আল্লাহর যিকির ছাড়া নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না'।^{১০} যিকিরের আরো একটি উপকার হলো, আল্লাহ তাআলা যিকিরকারীকে বিপদাপদ ও ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে মুক্তি দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি সে (ইউনুস নবী) তাসবীহ বর্ণনা না করত, তাহলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে মাছের পেটে থেকে যেত' (আহ-ছফফাত, ৩৭/১৪৩-১৪৪)।

৭. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৯৫৬; আত-তারগীব, হা/১৫৫৩।

৮. ইবনু মাজাহ, হা/৩৮০৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৩৮৮।

৯. যঈফ আত-তারগীব, হা/৯১০।

১০. তিরমিযী, হা/২৮৬৩; আত-তারগীব, হা/৫।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৩১; মিশকাত, হা/৩৮।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯১।

দ্বিতীয় খুঁচবা

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য...। অতঃপর কথা হলো- তোমরা সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করো এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকো।

আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অলসতা, বিমুখতা ও আকাঙ্ক্ষার ধোঁকা পিছনে ফেলে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যে আল্লাহকে পেতে চায় ও পরকাল পেতে চায় তার জন্য এবং যে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে’ (আল-আহযাব, ৩৩/২১)। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর যিকির করতেন।^{১১} য়ায়েদ ইবনু আসলাম বলেন, মূসা عليه السلام বললেন, ‘প্রতিপালক! আপনি তো আমাকে অনেক নেআমত দিয়েছেন, আপনি আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন যাতে আমি আপনার অনেক শুকরিয়া আদায় করতে পারি। তিনি বললেন, ‘তুমি অধিকহারে আমার যিকির করো। তুমি যখন আমার যিকির করবে, তখন (যেন) আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে।

বর্তমানে মুসলিমদের যিকির করা বড়ই প্রয়োজন। যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে অমনোযোগিতার আঘাত হৃদয়ে আপতিত হয়েছে।

আর যেহেতু দুনিয়ার সাজসজ্জা ও শোভায় ধোঁকার আর যখন আমাকে ভুলে যাবে, তখন (যেন) আমার নাফরমানী করলে’।^{১২}

পরিমাণ বেড়ে গেছে। এক্ষণে প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হলো যিকির বিষয়ক বই সংগ্রহ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা করা। যিকির বিষয়ে খুবই উপকারী একটি বই হলো, تحفة الذاكرين (তুহফাতুয যাকেরীন)।

আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং দরুদ পাঠ করেন। হে ইমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করো’ (আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)।

‘প্রতিপালক! আমাদের পাকড়াও করবেন না যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি। প্রতিপালক! আপনি আমাদের উপর বোঝা চাপাবেন না যেমন আপনি পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে ছিলেন...’ (আল-বাক্বার, ২/২৮৬)। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর যিকির করো, তিনি তোমাদের স্মরণ করবেন। তাঁর নেআমতের শুকরিয়া আদায় করো, তিনি নেআমত বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহর স্মরণ মহান, তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবগত।

১২. বায়হাকী, হা/৬৯৯।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩।

‘সপ্ন নিয়ে কিছু কথা’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

অতএব বুঝাই যাচ্ছে, এটা নবী নয়; বরং শয়তান তার কাছে উপস্থিত হয়েছে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, নবী صلى الله عليه وسلم তাকে কোনো কাজ করতে আদেশ করছেন বা নিষেধ করছেন, তাহলে এক্ষেত্রে তার করণীয় কী? এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যে, আদিষ্ট বা নিষেধকৃত বিষয়টি ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা। যদি সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে করা যাবে না, আর যদি সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে করা যাবে। যেমন- কেউ স্বপ্নে দেখল নবী صلى الله عليه وسلم তাকে দান করার জন্য বলছেন, তাহলে ঐ লোকটি দান-ছাদাকা করবে। কারণ, দান-ছাদাকা শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক না; বরং শরীআত দান-ছাদাকা করার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বাণী উচ্চারণ করেছে। আর কেউ যদি স্বপ্নে দেখে নবী صلى الله عليه وسلم তাকে মাযারে গিয়ে গরু জবাই করার জন্য আদেশ করছেন, তাহলে এটা বাস্তবায়ন করা যাবে না। কারণ, এটা শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক (ফাতহুল বারী, ১৫/৫০৮)।

বিবেকবিরোধী স্বপ্ন : কোনো ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল ফেরেশতা তাকে মন্দ কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এক্ষেত্রে এই স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে মন্দ কাজ করা যাবে না। কারণ, ফেরেশতা কখনো মানুষকে মন্দ কাজ করার জন্য আহ্বান জানান না। সুতরাং এটা বিবেকবিরোধী স্বপ্ন, এর উপর আমল করা যাবে না। পরিশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল, আপনারা স্বপ্নের ব্যাপারে সাবধান হোন! যার তার স্বপ্ন শুনেই তার উপর আমল শুরু করবেন না; বরং দেখবেন স্বপ্নটি শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা। যদি সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে এর উপর ভিত্তি করে কোনো কাজ করা যাবে না। আর যদি সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। মনে রাখবেন, অনেক সময় স্বপ্নে যা দেখা যায়, হুবহু তা বাস্তবে সংঘটিত হয় না; বরং এর ব্যাখ্যা ভিন্ন ধরনের হয়। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলসমূহ

-মো. দেলোয়ার হোসেন*

যেসব আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, আমাদের উচিত সেসব আমলের প্রতি সচেষ্টিত হওয়া। যাতে করে আমরা আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলসমূহ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

১-২. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তার পথে জিহাদ করা : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তার পথে জিহাদ করা হচ্ছে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল। আবু যার গিফারী রাঃ বলেন, আমি নবী সঃ -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, إِيمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ 'আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা'।^১

৩. যথাসময়ে ছালাত আদায় করা : আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলসমূহের মধ্যে যথাসময়ে ছালাত আদায় করা অন্যতম। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ বলেন, আমি নবী সঃ -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, الصَّلَاةُ لَوْ تَمَّتْهَا 'যথাসময়ে ছালাত আদায় করা'।^২

৪. ছিয়াম : এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু উমামা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ -কে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন আমল সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছিলেন, عَلَيْكَ 'তুমি ছিয়াম পালন করো। কেননা এর সমতুল্য কোনো ইবাদত নেই'।^৩

৫. মাবরুর হজ্জ : মাবরুর হজ্জ তথা গ্রহণযোগ্য হজ্জ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সঃ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন'। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন আমল? তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা'। আবারও জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, 'হাজ্জে মাবরুর অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হজ্জ'।^৪

* আলিম ২য় বর্ষ, চরবাটা ইসমাজলিয়া আলিম মাদরাসা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৫১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৪; মিশকাত, হা/৩৩৮৩।

২. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১৪৭৮; দারেমী, হা/১২৬১।

৩. নাসাঈ, হা/২২২২, হাদীছ ছহীহ।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩; তিরমিযী, হা/১৬৫৮; মিশকাত, হা/২৫০৬।

৬. পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفِيهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

আবু আমর শায়বানী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ -এর বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ বাড়ির মালিক আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল সঃ -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, 'যথাসময়ে ছালাত আদায় করা'। ইবনু মাসউদ রাঃ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতপর কোনটি? তিনি বললেন, 'অতপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার'। ইবনু মাসউদ রাঃ আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতপর কোনটি? তিনি বললেন, 'অতপর আল্লাহর পথে জিহাদ'।^৫

৭. আল্লাহর যিকির : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজের মধ্যে আল্লাহর যিকির অন্যতম। মুআয ইবনু জাবাল রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, أَنْ تَذَكَّرَ اللَّهَ 'তুমি মারা যাবে এই অবস্থায় যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে থাকবে তরতাজা'।^৬ অন্য হাদীছে এসেছে, আবু দারদা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِتْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَأْتُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوهُمْ وَأَغْنَاهُمْ وَأَغْنَاهُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرُ اللَّهِ تَعَالَى.

'আমি কি তোমাদের তোমাদের উত্তম আমল প্রসঙ্গে জানাবো না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানকে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে দেয় এমন, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়ে বেশি উত্তম এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের হত্যা করা ও

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫।

৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৮১৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৪৯২; ছহীছল জামে', হা/১৬৫।

তোমাদেরকে তাদের হত্যা করার চাইতে অধিক উত্তম?’ তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তা হলো, আল্লাহর যিকির’।^৯

৮-৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা : এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَتَمِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ فُلْتُ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ صَلَّهِ الرَّحِمِ ... قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الْأُمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ.

কাতাদা রাসূল-এর অনুসরণকারী খাছ‘আম গোত্রের একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম। আর তিনি তখন ছাহাবীদের মধ্যে ছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি সেই ব্যক্তি, যিনি নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলেন? তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ’। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর প্রতি ঈমান’। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা...’। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা’।^{১০}

১০. স্থায়ী সৎ আমল : স্থায়ী সৎ আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়। অনেকেই বিশেষ ছওয়াব প্রাপ্তির আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো নেকীর আমল করতে শুরু করে। কিন্তু কিছুদিন পর ঐ আমলটা নিয়মিত করে না, যা একেবারেই অনুচিত। কুরআন ও হাদীছে নেকীর কাজ নিয়মিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়েশা রাসূল-এর অনুসরণকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **أَحَبُّ الْأَعْمَالِ** আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, যা সর্বদা সম্পাদন করা হয়, যদিও তা (পরিমাণে বা সংখ্যায়) অল্প হয়’।^{১১}

১১. দু’ ফোটা অশ্রু ও আল্লাহর রাস্তায় আঘাতের চিহ্ন : এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, আবু উমামা রাসূল-এর অনুসরণকারী হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ**

قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي حَشِيَّةِ اللَّهِ وَقَطْرَةٌ دَمٍ تَهْرَأُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ

অশ্রু ও রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দু’টি চিহ্নের চেয়ে বেশি প্রিয় আল্লাহ তাআলার নিকট আর কিছু নেই। আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে অশ্রুর ফোটা পড়ে, আল্লাহ তাআলার পথে (জিহাদে) যে রক্তের ফোটা নির্গত হয় এবং আল্লাহ তাআলার রাস্তায় (জিহাদে) যে চিহ্ন (ক্ষত) সৃষ্টি হয়, আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কোনো ফরয আদায় করতে গিয়ে যে চিহ্ন সৃষ্টি হয় (যেমন কপালে সিজদার চিহ্ন)’।^{১০}

১২. যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমল : যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْعَشْرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِثَنِيءٍ.

ইবনু আব্বাস রাসূল-এর অনুসরণকারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহর নিকট (যিলহজ্জ মাসের) ১০ দিনের সৎ আমলের চাইতে অধিক পছন্দনীয় আর কোনো আমল নেই’। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি তার জান-মালসহ আল্লাহর পথে বের হয়ে তার কোনো কিছু নিয়ে আর ফিরে আসে না (তার মর্যাদা অনেক)’।^{১২}

১৩. ক্রোধ সংবরণ করা : আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলসমূহের মধ্যে ক্রোধ সংবরণ করা অন্যতম। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাসূল-এর অনুসরণকারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَةٍ عَظِيظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ** ‘আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে, তা অন্য কিছু সংবরণে নেই’।^{১২}

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু’আ করি, আমরা যেন উক্ত আমলসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

৯. তিরমিযী, হা/৩৩৭৭, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/৩৭৯০; মিশকাত, হা/২২৬৯।

৮. মুসনাদে আবু ইয়া‘লা, হা/৬৮৩৯; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৫২২; ছহীছুল জামে‘, হা/১৬৬।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮২; মিশকাত, হা/১২৪২।

১০. তিরমিযী, হা/১৬৬৯; মিশকাত, হা/৩৮৩৭।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৯; তিরমিযী, হা/৭৫৭; আবু দাউদ, হা/২৪৩৮; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭।

১২. ইবনু মাজাহ, হা/৪১৮৯, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৫১১৬।

গ্রন্থ পরিচিতি-১২ : সুনানে তিরমিযী

-আল-ইতিহাম ডেস্ক

ভূমিকা : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তা আমাদের মাঝে এসেছে কলমের মাধ্যমে। পূর্বে অডিও, ভিডিও কিংবা এ জাতীয় কোনো উন্নত মাধ্যম ছিল না। অথচ কেবল লিখন পদ্ধতি দ্বারা ইমামগণ যেভাবে নবী ﷺ-এর হাদীছগুলো সংরক্ষণ করেছেন তা বর্তমান যুগের যে কোনো আধুনিক উপায় বা মাধ্যমকেও হার মানায়। অডিও, ভিডিও বিকৃত করা যায়। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর এ হাদীছগুলোর কোনো বিকৃতি সাধন সম্ভব নয়। গ্রন্থ পরিচিতির ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা সুনানে তিরমিযী গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশা-আল্লাহ।

নাম : الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‘আল-জামেউল মুখতাছারু মিনাস সুনানি আন রসূলিল্লাহি ওয়া মা’রিফাতুছ ছহীহ ওয়াল মা’লুল ওয়ামা আলাহি মিনাল আমাল’।

বিবরণ : কুতুব সিত্তাহ তথা ৬টি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছের গ্রন্থের অন্যতম হলো সুনানে তিরমিযী। এতে মোট ৩৯৫৬টি (মাকতাবা শামেলা অনুসারে) হাদীছ রয়েছে। এটির তাহকীক করেছেন এবং টীকা যুক্ত করেছেন শায়খ আহমাদ শাকের মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী ও শায়খ ইবরাহীম উতওয়া। এটি ৫ খণ্ডে মিসরের দারুল ফিকর হতে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক প্রকাশনী হতে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে। শায়খ আলবানী গ্রন্থটিকে ছহীহ ও যঈফ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। এতে প্রায় সব ধরনের হাদীছই স্থান পেয়েছে।

বৈশিষ্ট্যাবলি : এর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় লিখা দুরূহ। তবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. ইমাম তিরমিযী হাদীছগুলোকে তিনভাবে বিভক্ত করেছেন। ক. ছহীহ খ. যঈফ গ. হাসান।
২. এটি প্রথম হাদীছ গ্রন্থ, যা হাসান পরিভাষাকে ব্যাপকভাবে প্রসার করেছে।
৩. একটি হাদীছ বর্ণনা করার পর তিনি সেই হাদীছের পক্ষে ও বিপক্ষে থাকা ইমামদের ফতওয়া ও আমলসমূহ বর্ণনা করেছেন।
৪. হাদীছের ছাত্রদের জন্য এটি খুবই উপাদেয় ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এ জন্য আহলেহাদীছ রুওমী মাদরাসাগুলোতে মিশকাতের পর পরই তিরমিযী পড়ানো হয়ে থাকে।
৫. প্রতিটি হাদীছের সনদ-মতনের সাথে সাথে মানও উল্লেখ রয়েছে।
৬. একটি হাদীছের একাধিক সনদ বর্ণিত হয়েছে।
৭. জারহ-তা’দীলের আলোচনা রয়েছে।

৮. ক্ষেত্রবিশেষে রাবীর পুরো নাম ও উপনাম বর্ণিত হয়েছে।
 ৯. হাদীছের মধ্যকার ক্রটি-বিচ্যুতি উল্লেখ রয়েছে ইত্যাদি।
- ব্যাখ্যাগ্রন্থ :** তিরমিযীর একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। যেমন ১. আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর তুহফাতুল আহওয়ায়ী। ২. ইমাম বাগাবী রচিত শারহ জামে’ তিরমিযী। ৩. ক্বায়ী আবু বকর ইবনু আরাবী মালেকী রচিত আরিয়াতুল আহওয়ায়ী। ৪. ইবনু সাইয়েদিন নাস রচিত আন-নাফহশ শায়ী। ৫. ইবনু রজব হাম্বলী, শারহ জামে’ তিরমিযী। ৬. ইবনুল মুলাফিন, শারহ জামে’ তিরমিযী। ৭. ইবনু হাজার আসকালানী, শারহ জামে’ তিরমিযী। ৮. জালালুদ্দীন সুয়ুতী, কুতুল মুগতায়ী। ৯. তাহের পাটনী, শারহ জামে’ তিরমিযী। এছাড়াও আবুত তাইয়েব মুহাম্মাদ ইবনু তাইয়েব আস-সিন্দী, আবুল হাসান ইবনু আব্দুল হাদী আস-সিন্দী আল-মাদানী, সিরাজুদ্দীন আহমাদ সারহিন্দী, শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, সানাউল্লাহ ইবনু ঙ্গসা খান, বদীউয যামান ইবনু মাসীছয যামান হায়দারাবাদী প্রমুখ বিদ্বানগণ তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও তিরমিযীর রাবী, সনদ ও মতন নিয়েও আলাদা আলাদা গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রন্থটির গুরুত্ব ফুটে ওঠে।

গ্রন্থকার পরিচিতি : আবু ঙ্গসা মুহাম্মাদ ইবনু ঙ্গসা ইবনু সাওরা ইবনু মুসা ইবনু যাহহাক আস-সুলামী আল-বুগী আত-তিরমিযী। কেউ কেউ তাকে আবুস সাকান নামেও ডাকতেন।^১ তিনি ২০৯ কিংবা ২১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীছের সন্ধানে অনেকগুলো দেশ ও শহর ভ্রমণ করেছেন। খুরাসান, ইরাক, হিজায়ে তিনি একাধিকবার গিয়েছেন। তার দাদা ছিলেন মারওয়ায়ী। জায়হুন নদীর তীরে অবস্থিত তিরমিয শহরে ইমাম তিরমিযী জন্মগ্রহণ করেন। এখানে জন্ম ও বসবাসের কারণে তাকে ‘তিরমিযী’ নামে ডাকা হয় এবং তিনি এ উপাধীতেই প্রসিদ্ধ। অতিরিক্ত পড়াশোনা ও লেখালেখির কারণে তার দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। এক পর্যায়ে তিনি অন্ধ হয়ে যান।^২ তিরমিযীর ব্যাখ্যাকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরীও এর ব্যাখ্যা শেষ করার পূর্বেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

উল্লেখ্যগণ : ইমাম বুখারী, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, আবু দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার, আলী ইবনু সাদ্দ আল-কিন্দী প্রমুখ^৩ হাফেয মিম্বযী, হাফেয যাহাবী আরও অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন।

(‘শিক্ষার্থীদের পাতা’-এর বাকী অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়)

১. তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬৩৮।
২. তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৫৫৩১।
৩. প্রাগুক্ত।

ধর্মগুরু

-শেখ নয়ন আহমাদ

বিবিএ (অনার্স), শেষ বর্ষ, কাজী আজহার আলী কলেজ,
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

ধর্মের দুয়ার খুলে গেছে আজ ভুলে গেলে সুনাত?
বিদআত পুষিয়া নিজে তো মরিলে, মারিলে সরল জাত।
ওরে মুসলিম দাড়ি-টুপি তোর লম্বা তো বেশ আলখেলা সাদা
সরল জাতিরে পাইয়া মজ্জবে করিয়া রাখিলে গাধা।
হাদীছ জানো না কুরআন মানো না মৌলবী সেজে আছে
মসজিদ ভাঙার ফতওয়া দিয়ে খিলখিলিয়ে হাসো।
ইয়াহুদী-নাছারা করে বলো তুমি কার ঘর ভাঙিলে ভাই?
কিয়ামত দিবসে কষিবে তোমারে পাবে কি তুমি ঠাই?
যে কিনা আজ মাড়ি দিয়ে ধরে সুনাত-ফরয কষে,
তারে তুমি কেন লাঞ্ছিত কর মারিছো কেন রোষে?
তুমি বিদআতী সুনাতহারা ধর্ম বেঁচে খাও
মসজিদ ভাঙার ফতওয়া দিয়ে নিশ্চয় কিছু পাও?
গুনে রাখো, তুমি আমি মুসলিম মুহাম্মাদের বীর,
রক্ত দিয়ে হলেও আবার জাগাবো ভাঙা মসজিদের শির।
বিদআত ছাড়িয়া সুপথে আসো বিভেদ করো না আর,
সকল মুসলিম এক জাতি মোরা কেউ নয় আজ পর।

আহ্বান

-আশরাফুল হক

পেশ ইমাম, গোঁগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ।

মসজিদে ঐ হচ্ছে আযান
ওঠরে মুমিন ভাই,
অলসতা ছেড়ে চলো
ছালাত পড়তে যাই।
ছালাত হলো প্রভুর বিধান
ঈমানদারের কর্ম,
ছালাতবিহীন ইসলাম কারো
হবে নাতো ধর্ম।
ছালাত তোমায় এনে দিবে
সকল সফলতা,
মসজিদে চল ওহে মুমিন
ছেড়ে অলসতা।

ছালাত পড়ে প্রভুর তরে
ক্ষমা চাইতে থাকি,
উভয় কালের সফলতা পেতে
সর্বাবস্থায় ডাকি।

মাগো তুমি

-শাকিব হুসাইন

খানসামা, দিনাজপুর।

মাগো তুমি রোজ সকালের ঘুম তাড়ানি পাখি
তোমার ছোঁয়ায় যায় খুলে যায় আমার দুটি আঁখি।
ভোরের আলো ফুটতে তুমি দাও যে কপালে চুম
রাত্রি হলে মাগো তুমি দাও যে পাড়িয়ে ঘুম।
তোমার পরশ তোমার স্নেহ থাকবে চিরদিনই
আমি যে মা তোমার কাছে ছোট্ট সোনামণি।
হঠাৎ করে হারিয়ে গেলে ওই তারার দেশে
ওই দেশেতে থাকো তুমি শুকতারটির বেশে।
রাত্রি জেগে এখন তো আমি আর পড়ি না বই
তারার সাথে একলা বসে তাই মনের কথা কই।
তোমার ছোঁয়া পাই না আজও সকাল দুপুর সাঁঝে
আর দেখি না স্বপ্ন আমি বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে।
দুধের বাটি পাশে নিয়ে তুমি আর থাকো না মা
আদর করে যে সোনামণি আর ডাকো না মা।
আমার উপর তুমি মাগো অনেক অভিমাত্রী
তারার দেশে থাকো তুমি হয়ে তারার রানি।

আমার দেশ

-মিজানুর রহমান

মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।

চারিদিকে ভরা দেখি সবুজের বন
পাখিদের কলরবে ভালো থাকে মন।
সবুজ-শ্যামল ভরা চারিদিকে বেশ
অপলকে চেয়ে দেখা হয় না তো শেষ।
রাখাল চরায় গরু সবুজের বনে
বাঁশির লম্বা সুর দেয় ক্ষণে ক্ষণে।
এমন সবুজ বন নেই কোথাও আর
শান্তি ও সুখময় দেশটা আমার।

বাংলাদেশ সংবাদ

১৫ মাস বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ১৫১ শিক্ষার্থী

আত্মহত্যা

গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মহামারির কারণে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ সময় পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ১৫১ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠানের চালানো এক জরিপে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। আত্মহত্যার কারণ হিসেবে পড়াশোনার চাপ, বেকার সমস্যা, বৈবাহিক সমস্যা, মানসিক নির্যাতন, পারিবারিক সমস্যা, অবসাদ ও বিষন্নতাকেই প্রধানত চিহ্নিত করা হয়েছে। জরিপের তথ্য মতে, ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে ২০২১ সালের ৪ জুন পর্যন্ত দেশে ১৫১ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। এর মধ্যে ৭৩ জন স্কুল শিক্ষার্থী, ৪২ জন বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী, ২৭ জন কলেজ শিক্ষার্থী ও ২৯ জন মাদরাসার শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের বেশির ভাগের বয়স ১২ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। যদিও এ সংখ্যা ২০১৮ সালে ১১ জন এবং ২০১৭ সালে ১৯ জন ছিল। জরিপ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতি বছর ৭ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। এর মধ্যে ৭৭ শতাংশ ঘটনা মধ্যম আয়ের দেশে সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ এর মধ্যে অন্যতম। আবার দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা অনেক বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। মহামারিতে এ প্রবণতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহত্যা নিয়ে এখনই সচেতনতার উপযুক্ত সময়।

বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে ভয়াবহভাবে

বহু মানুষের করোনায় ধাক্কাই আয় সংকুচিত হয়েছে। তবে সংকটকালের এই অভিজাত এখানেই থেমে নেই। অর্থনৈতিক দুর্দশা ভাঙন ধরাচ্ছে বহু সংসারেও। রাজধানী ঢাকায় দিনে ৩৮টি বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। গত বছরের চেয়ে এ বছর প্রতি মাসে ৯৯টি বিচ্ছেদ বেড়েছে। ঢাকার দুই সিটির তথ্য বলছে, ৭৫ শতাংশ ডিভোর্সই দিচ্ছেন নারীরা। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে ৪৫৬৫টি বিচ্ছেদের আবেদন জমা পড়েছে, অর্থাৎ প্রতি মাসে ১১৪১টি। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১০৪২টি। এই হিসাবে চলতি বছর প্রতি মাসে বেড়েছে ৯৯টি বিচ্ছেদ। গত বছরও নারীদের তরফে

ডিভোর্স বেশি দেওয়া হয়েছে, ৭০ শতাংশ। বিচ্ছেদের প্রবণতা শুধু ঢাকায় নয়, সারা দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ১৭ শতাংশ বিবাহবিচ্ছেদ বেড়েছে। গত বছর দুই সিটিতে ১২৫১৩টি ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৮৪৮১টি আবেদন করেছিলেন নারী, বাকি ৪০৩২টি বিচ্ছেদ চেয়েছিলেন পুরুষ। দুই সিটিতেই ৭৫ শতাংশ তালুক নারীরা দিচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

আফগানিস্তানে তালেবানের রাজসিক প্রত্যাবর্তন

আবারো আফগানিস্তানের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবান। একের পর এক প্রদেশ ও প্রাদেশিক রাজধানী দখল করে ১৫ আগস্ট বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে কেন্দ্রীয় রাজধানী কাবুল দখল করে তারা। এর আগে কখনো বিদেশি সেনা, কখনো তল্লাশিটোঁকিতে হামলা চালিয়ে আবার কখনো এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনায় এসেছে তারা। তালেবান প্রথম ক্ষমতায় আসে ১৯৯৬ সালে। এই বিজয় অর্জনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাদের। এর আগে ২০০১ সালে ক্ষমতাচ্যুত হয় তালেবান। ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে তৎকালীন সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের পর ১৯৯৪ সাল নাগাদ তালেবানের উত্থান হয়। তাদের যাত্রা শুরু দেশটির কান্দাহার প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। এই প্রদেশের যে এলাকায় পশতু জাতিগোষ্ঠীর বসবাস, সেখান থেকে তাদের উত্থান। শুরুর দিকে সে সময় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আন্দোলনে যুক্ত ছিল তারা। এবার বিদেশী দখলদার শক্তিকে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত করে আফগানিস্তানে ২০ বছর পর ফের ক্ষমতায় ফিরেছে তালেবান। এক সমঝোতা বৈঠকের পর দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি। তার সঙ্গে দেশ ছেড়েছেন তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও। স্টাফসহ আশরাফ গনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ত্যাগের পর তা দখলে নিয়েছে তালেবান। তালেবান যোদ্ধারা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে প্রবেশের পর 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করেছে। তালেবানের রাজনৈতিক মুখপাত্র বলেন, ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের দরজা ওই ব্যক্তিদের জন্যও উন্মুক্ত থাকবে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে হামলায় সহযোগিতা করেছে। কাতারে এক চুক্তির বলে দেশটি থেকে তলপি-তলপা গুটিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা আফগানিস্তান ত্যাগ করেছে। ২০ বছরব্যাপী এই যুদ্ধে বেসামরিক আফগান নিহত হয়েছে ৪৭ হাজার ২৪৫ জন। যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য

নিহত হয়েছে ২ হাজার ৪৬১ জন। সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে ৩ হাজার ৮৪৬ জন। ন্যাটোসহ অন্য আইএসএএফভুক্ত অন্যান্য দেশের সৈন্য নিহত হয়েছে ১ হাজার ১৪৪ জন। আফগানিস্তানের সৈন্য ও পুলিশ মিলিয়ে নিহত হয়েছে ৬৬ হাজার জন। তালেবানসহ আফগান বিভিন্ন সশস্ত্র দলের যোদ্ধা নিহত হয়েছে ৫১ হাজার ১৯১ জন। দাতব্য সংস্থার কর্মী নিহত হয়েছে ৪৪৪ জন। সাংবাদিক নিহত হয়েছে ৭২ জন। আফগানিস্তানে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ২ দশমিক ৩১ ট্রিলিয়ন ডলার খরচার হিসাব দেওয়া হয়েছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটির 'কস্ট অব ওয়ার প্রজেক্ট'র তথ্যে। তবে যেসব সৈন্য আহত হয়েছে, তাদের চিকিৎসা ও সহায়তার জন্য আগামীতে যে ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রকে করতে হবে, তা হিসাব করলে খরচ আড়াই ট্রিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকবে বলে হিসাব দেয় হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। আফগানিস্তানে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে যে দেনা করতে হয়েছে, তার সুদের যে জের ২০৫০ সাল অবধি টানতে হবে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ব্যয় ৮ ট্রিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

মুসলিম বিশ্ব

মুছল্লীদের প্রশ্নের উত্তর দেবে রোবট

করোনা সংক্রমণ রোধে মসজিদ ও মদীনার পবিত্র দুই মসজিদে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নানা উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি সরকার। এরই অংশ হিসেবে এবার মুছল্লীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে রোবট ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা বিভাগের প্রধান শায়খ ড. আব্দুর রহমান আল-সুদাইস তা উদ্বোধন করেন। হজ্জ ও উমরা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদানে রোবট ব্যবহারের উদ্যোগটি মুছল্লীদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। অসংখ্য মুছল্লী এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। মসজিদুল হারামের বিভিন্ন স্থানে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচল করবে। এর ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। হজ্জ ও উমরা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পাশাপাশি রোবটটি আরবীসহ ১০টি ভাষায় সরাসরি অনুবাদেও সহায়তা করবে। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, তর্কিশ, রুশ, ফার্সি, মালাই, চাইনিজ, উর্দু, হাউসা ও বাংলা ভাষায় হজ্জ ও উমরা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। মসজিদ ও মদীনায় মুছল্লীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে জনসমাগম এড়াতে মসজিদুল হারামে যমযম পানির বোতল বিতরণে রোবট ব্যবহার শুরু হয়েছে।

ইবরাহীমী মসজিদ বন্ধ করে দিল ইসরাঈল

অধিকৃত পশ্চিম তীরের দক্ষিণাঞ্চলে হেবরন শহরের ইবরাহীমী মসজিদ ফিলিস্তিনী মুছল্লীদের ইবাদতের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ইসরাঈল। ইয়াহুদী নতুন বছর উদযাপন উপলক্ষে এমনটা করা হয়েছে। তবে অধিকৃত শহরটিতে ইসরাঈলী বসতি স্থাপনকারীদের জন্য ইবাদতের স্থান ঠিকই খোলা থাকবে। ফিলিস্তিনীদের মসজিদে ছালাত আদায় করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি তাদের উঠানেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের ঠিকই সেখানে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই স্থানটিকে প্যাট্রিয়টিক গুহাও বলা হয়। একসময় এখানে শুধু মুসলিমরা ইবাদত করত। কিন্তু ১৯৯৪ সালে ইসরাঈলী একজন বসতি স্থাপনকারী ২৯ জন ইবাদতকারীকে হত্যার পর এই স্থানটি ইয়াহুদী ও মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এছাড়া ফিলিস্তিনীদের আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। হেবরনের ওল্ড সিটিকে ২০১৭ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে। আর সেখানেই অবস্থিত এই ইবরাহীমী মসজিদ। মুসলিম এবং ইয়াহুদীদের বিশ্বাস, এখানে নবী ইবরাহীম প্ৰাচীনকাল -কে সমাহিত করা হয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বাজারে আসছে ইলেকট্রিক এয়ার ট্যাক্সি

যানজটে খেমে থাকার দিন শেষ। এবার ট্যাক্সি যাবে উড়ে। উড়ন্ত ট্যাক্সি (Air Taxi) তৈরি করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (নাসা)। ভারতের চণ্ডীগড়ে চলতি বছরেই এয়ার ট্যাক্সির ট্রায়াল হয়েছে। এয়ার ট্যাক্সি আকারে ছোটখাটো একটা এয়ারক্রাফট। ডাবল ইঞ্জিনবিশিষ্ট চার সিটের প্লেন। যানজটে না ফেঁসে খুব সহজেই যাতায়াত করা যাবে এয়ার ট্যাক্সিতে। মেট্রো শহরগুলোতে ট্যাক্সি চালু করতে পারলে যাতায়াতের সময় প্রায় ৯০ শতাংশ কমানো যাবে। যে এয়ারক্রাফটগুলো এয়ার ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহার করা হবে, সেগুলোর মোটরে একাধিক বিশেষ ধরনের ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক প্রযুক্তি থাকবে, যা সাহায্য করবে আকাশসীমা মুক্ত রাখতে। তীব্র শব্দও হবে না। শহরের উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদগুলোকে এয়ার ট্যাক্সির লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানা গেছে, যেখান থেকে যাত্রীরা উঠানামা করতে পারবে। তবে এয়ার ট্যাক্সির ভাড়া কত হতে পারে, সে বিষয়ে এখনো বিশদ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। বিশ্বের যেসব শহরে তীব্র যানজট লেগেই থাকে, সেখানে এয়ার ট্যাক্সি যে আশীর্বাদ হতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ

ঈমান-আক্বীদা→ঈমান

প্রশ্ন (১) : আহলেবায়তকে যদি মহব্বত না করা হয় তাহলে সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। এ কথার কোনো ভিত্তি আছে কি?

-খন্দকার জামাল হোসেন
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, যদি কেউ আহলেবায়তকে মহব্বত না করে তাহলে সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। মিসওয়াল ইবনু মাখরামা রহমতুল্লাহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু বলেছেন, 'ফাতেমা আমার অংশ বিশেষ। যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৬৭)। আলী রাজী বলেন, নিরক্ষর নবী আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, 'মুমিনমা'ত্রই তোমাকে ভালোবাসবে, আর মুনাফেক হলেই কেবল তোমাকে অপছন্দ করবে' (তিরমিযী, হা/৩৭৩৬; নাসাঈ, হা/৫০১৮)। উসামা ইবনু যায়েদ রহমতুল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু তাঁকে এবং হাসান রহমতুল্লাহু -কে এক সঙ্গে তুলে নিতেন এবং বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি এদের ভালোবাস। কেননা আমিও এদের ভালোবাসি' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৩৫)।

ঈমান-আক্বীদা→ধর্ম

প্রশ্ন (২) : আমি একজন অমুসলিম। তবে আমি গোপনে আল্লাহর ইবাদত করি ও যাবতীয় শিরক থেকে বিরত থাকি। বিষয়টি জানতে পেরে মা আমার প্রতি চাপ সৃষ্টি করছে এবং শিরক করতে বাধ্য করছে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-এস এইচ খান
রংপুর।

উত্তর : এমতাবস্থায় গোপনে কালেমা পড়ে মুসলিম হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। কেননা প্রকাশ্যে হোক আর অপ্রকাশ্যে হোক কোনো অবস্থাতেই অমুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করলে ও যাবতীয় শিরক হতে বিরত থাকলে তাতে বিন্দুমা'ত্রও কোনো উপকার সাধিত হবে না। কেননা অমুসলিম ব্যক্তির কোনো আমল আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে, অবশ্যই তার আমল নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আল-মায়েদা, ৫/৫)। রাসূল সাল্লাল্লাহু বলেন, 'মুসলিম ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৮)। অন্য হাদীছে এসেছে, যদি কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো ভালো আমল করে তাহলে এর বিনিময়ে দুনিয়াতেই তাকে রিযিক প্রদান করা হয়। আর মুমিন ব্যক্তির ভালো কর্মের ফলাফল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে প্রদান করা হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/২৮০৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৭৭০)। উল্লেখ্য যে, মুসলিম

অমুসলিম যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন যদি বাবা-মা খারাপ কাজের জন্য চাপ সৃষ্টি করে তাহলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু বলেন, 'শ্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই' (শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/৩৬৯৬)। অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু বলেন, 'আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনোরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজে' (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০)। তবে অন্যান্য সময় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

ঈমান-আক্বীদা→শিরক, কুসংস্কার

প্রশ্ন (৩) : রাতে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমালে ক্যান্সার হয়। এমন কথার শারঈ কোনো ভিত্তি আছে কি?

-মাযহারুল ইসলাম
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : না, এমন কথার শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। তবে ঘুমানোর সময় বাতি বা আলো নিভিয়ে ঘুমানো ভালো। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু বলেছেন, 'তোমরা ঘুমের সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দিবে। কেননা অনেক সময় ছোট ছোট ক্ষতিকারক ইঁদুর পলিতা বা 'কুপি বাতি' টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে দেয় (ছহীহ বুখারী হা/৩৩১৬; মিশকাত, হা/৪২৯৬)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রহমতুল্লাহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু বলেছেন, যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তখন তোমরা ঘরের মধ্যে প্রজ্বলিত আগুন রেখো না (ছহীহ বুখারী হা/৫৬০৬; ছহীহ মুসলিম হা/২০১১; মিশকাত, হা/৪৩০০)। আবু মূসা রহমতুল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাতে মদীনায় একটি ঘর আগুনে জ্বলে যাওয়ার কারণে গৃহবাসীদের উপর বিপদ এসে পড়ল। অতঃপর ব্যাপারটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু -কে জানানো হলে তিনি বললেন, এ আগুন তোমাদের দুশমন। অতএব যখন রাত্রিতে তোমরা ঘুমাবে, তখন তা নিভিয়ে দিবে (ছহীহ বুখারী হা/৬২৯৩; ছহীহ মুসলিম হা/২০১৫; মিশকাত, হা/৪৩০০)।

ঈমান-আক্বীদা→শ্রান্ত দল ও মতবাদ

প্রশ্ন (৪) : খারেজীদের জাহান্নামের কুকুর বলা হয় কেন?

-সুরাইয়া বিনতে মামনুর রশীদ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ, রাজশাহী।

উত্তর : আবু উমামা রহমতুল্লাহু বলেন, তারা (খারেজীরা) হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত লোক। তারা যাদের হত্যা করবে, তারা হবে শ্রেষ্ঠ শহীদ। তারা হবে জাহান্নামের কুকুর...' (ইবনু মাজাহ, হা/১৭৬)। জাহান্নামের কুকুর বলতে বুঝানো হয়েছে- হতে পারে জাহান্নামে তাদের আকৃতি হবে কুকুরের মতো (মিরকাতুল মাফতীহ, ৬/২৩২৩)। অথবা জাহান্নামে গিয়ে তারা কুকুরের মতো বিলাপ

করে বেড়াবে। অথবা তারা হবে জাহান্নামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী। কুকুর যেমন দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী (ফায়যুল ক্বাদীর, ১/৫২৮)। তাদের এই নামে অভিহিত করার কারণ হলো- দুনিয়ায় তারা মুসলিমদের উপর কুকুরের মতো আচরণ করত। তাদেরকে কাফের বলে ফতাওয়া দিত, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করত এবং তাদের হত্যা করত। তাই তাদের কর্মের প্রতিফল স্বরূপ পরকালে কুকুরে পরিণত করা হবে (ফায়যুল ক্বাদীর, ১/৫০৯)।

ঈমান-আক্বীদা → তাওহীদ, শিরক, ধর্ম

প্রশ্ন (৫) : আল্লাহর দেহ নেই এ কথা বললে কি কুফরী হবে?

ফিরোজ হোসেন
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : আল্লাহর ‘দেহ’ বলে কোনো শব্দ কুরআন-হাদীছে নেই। আল্লাহর ‘আক্বতি’ আছে এটা কুরআন-হাদীছে প্রমাণিত (আল ক্বিয়ামাহ, ৭৫/২৩; আর-রহমান, ৫৫/২৭; ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৩৭)। আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে বিশ্বাসের অন্যতম দিক হলো- ‘আল্লাহ নিজের জন্য যেটা সাব্যস্ত করেছেন আমরা তা তার জন্য সাব্যস্ত করব, যেমনটা তার শানে উপযুক্ত’ (আল আক্বীদাতুল ওয়াসতিয়্যা, পৃ. ২১)। আর ‘তার কোনো অপব্যখ্যা, নিক্রিয়করণ, স্বরূপ বর্ণনা কিংবা উপমা বর্ণনা না করা’ (শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসতিয়্যা লি ইবনি উছায়মীন, ১/১১১)। তাই আল্লাহর শানে কুরআন-হাদীছে যেই শব্দ উল্লেখ হয়নি, ব্যাখ্যা কিংবা নিজস্ব অনুভূতির আলোকে সেই শব্দ আল্লাহর শানে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন আল্লাহর ‘আক্বতি’-র কথা আছে, কিন্তু ‘দেহ’-র কথা নেই। তাই তা বলা যাবে না (বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যা লি ইবনি তায়মিয়্যা, ১/৫৫০)। অনুরূপভাবে আল্লাহর ‘শ্রবণ’ এর কথা আছে, কিন্তু আল্লাহর ‘কান’ শব্দটি কুরআন-হাদীছে নেই, বিধায় ‘কান না থাকলে শুনবেন কীভাবে’ এই যুক্তি দিয়ে আল্লাহর ‘কান’ সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং এই বিষয়ে চুপ থাকতে হবে (আত-তাল্কীক আল্লাল কাওয়াদিল মুছলা, পৃ. ৯৬)।

প্রশ্ন (৬) : আমি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি করি। সেখানে আমাকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রশ্নপত্র কম্পোজ করতে হয়। এতে কি আমার কোনো গুনাহ হবে?

-রবিউল ইসলাম
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ বর্তমানে বিকৃত ও মানবরচিত যা শিরকী আক্বীদায় পরিপূর্ণ। তাদের ধর্মগ্রন্থ বা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মূলত শিরকী আক্বীদারই প্রচার-প্রসার ঘটানো হয়। সুতরাং ঐ সকল ধর্মের প্রশ্নপত্র কম্পোজ করলে ও তাতে সহযোগিতা করলে শিরকের কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা নেকী ও তাকওয়ায় কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়দা, ৫/২)।

ইবাদত → ছালাত

প্রশ্ন (৭) : ট্রেনে ছালাতের ব্যবস্থা আছে। তবে স্থানটি উন্মুক্ত। সেখানে যদি কোনো মহিলা ছালাত আদায় করতে চায় তাহলে কি চেহারা খুলে রাখতে পারবে, না-কি তা ঢেকেই ছালাত আদায় করবে?

-সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ
আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা নিষেধ। আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم যে কোনো ব্যক্তিকে ছালাতের অবস্থায় মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন (ইবনু মাজাহ, হা/৯৬৬; আবু দাউদ, হা/৬৪৩)। প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় তারা নিক্রাব না পরে মুখ খোলা রেখে স্বাভাবিক ওড়না দিয়ে মাথা থেকে মুখের উপর টেনে দিয়ে ছালাত আদায় করবে। কেননা ইহরাম অবস্থায় মুখ খোলার আদেশ থাকলেও আয়েশা رضي الله عنها পুরুষদের সামনে পড়লে মুখের উপর কাপড় টেনে নিতেন। আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সাথে ছিলাম। যখন আমাদের সামনে দিয়ে কোনো কাফেলা অতিক্রম করত তখন আমরা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে নিতাম এবং কাফেলা অতিবাহিত হয়ে গেলে আমরা মুখমণ্ডল হতে পর্দা সরিয়ে নিতাম (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, আবু দাউদ, ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়মা, ১৭/১৪৭)।

প্রশ্ন (৮) : ছালাতের প্রথম তাশাহুদে আত্তাহিয়্যাতু’র সাথে দরুদ ও দু‘আ মাসূরা পড়া যাবে কি? যদি কেউ পড়ে ফেলে তাহলে কি তার ছালাতের সমস্যা হবে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : ছালাতের প্রথম তাশাহুদে শুধু ‘আত্তাহিয়্যাতু’ পড়বে। এর সাথে দরুদ ও দু‘আ মাসূরা পড়া লাগবে না। আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাকবীর ও কিরাআত ‘আল-হামদুলিল্লাহি রবিবল আলামীন’ দ্বারা ছালাত শুরু করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন মাথা খুব উপরেও করতেন না, আবার বেশি নিচুও করতেন না, মাঝামাঝি রাখতেন। রুকু হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। আবার সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। তিনি প্রত্যেক দুই রাকআতের পরই বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। ডান পা খাড়া রাখতেন। শয়তানের মতো কুকুর বসা বসতে নিষেধ করতেন। সিজদায় পশুর মতো মাটিতে দুহাত বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করতেন। নবী صلى الله عليه وسلم ছালাত শেষ করতেন সালামের মাধ্যমে (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯৮; মিশকাত, হা/৭৯১; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃ. ১৬০)। তবে যদি কেউ পড়ে ফেলে তাহলে ছালাতের কোনো সমস্যা হবে না এবং তাকে সাহু সিজদাও দিতে হবে না।

প্রশ্ন (৯) : মেয়েরা মাগরিব, এশা ও ফজর ছালাতে কীভাবে ইকামত দিবে ও কিরাআত পড়বে, উচ্চৈঃস্বরে না-কি নিম্নস্বরে?

-তাজনুর ইসলাম, মহিশালবাড়ী, জামালপুর
ও মীর মো. আনোয়ারুল হক, ইন্দ্রিরা রোড, ঢাকা-১২১৫।

উত্তর : মহিলারা ইমামতি করলে সশব্দে নিম্নস্বরে কিরাআত করবে। হাফছা ^{রুইয়াহা-এ} ^{আনহা} যখন ছালাত আদায় করতেন তখন ইকামত দিতেন (মুহাম্মাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৩৩৮)। আয়েশা ^{রুইয়াহা-এ} ^{আনহা} হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি আযান দিতেন, ইকামত দিতেন এবং মহিলাদের ইমামতি করতেন। এ সময় তিনি কাতারের মাঝে দাঁড়াতেন (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হা/৫১৩৯, সনদ ছহীহ, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ১৫৩)। তবে একাকী ছালাত আদায় করলে নীরবে কিরাআত করবে।

প্রশ্ন (১০) : আমি কাজের সুবাদে বাহরাইনের একটি শীআ গলিতে অবস্থান করছি। আশেপাশের সকল মসজিদই শীআদের। তারা আযানে অনেক বাড়তি শব্দ ব্যবহার করে। এখান থেকে সুন্নী মসজিদের দূরত্ব প্রায় ৪৫/৫০ মিনিটের পথ (পায়ে হেঁটে)। এমতাবস্থায় আমি কি তাদের আযানের জবাব দিতে ও তাদের সাথে ছালাত আদায় করতে পারব?

-মাসুদ মাহমুদ
বাহরাইন প্রবাসী।

উত্তর : শীআরা একটি ভ্রান্ত দল। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী ^{রুইয়াহা-এ} ^{আনহা} বলেন, 'রাফেযী শীআরা মুসলিম নয়, তাদের কথা স্বীনের ব্যাপারে দলীল হিসাবে গণ্য নয়, এটি একটি নতুন দল, যা রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলাইহি} ^ও ^{আল্লামাহু} ^{সাল্লাম} -এর মৃত্যুর ২৫ বছর পর সৃষ্টি হয়েছে। এ দলটি ইয়াহুদী ও খিষ্টানদের মতো মিথ্যা ও কুফরীর উপর নির্ভর করে চলে (কিতাবুল ফিছাল, ২/৬৫)। উল্লেখ্য শীআদের মধ্যেও বিভিন্ন দল-উপদল আছে যাদের সকলের আকীদা এক নয়। তাই তাদের মধ্যে যাদের আযান, ছালাতের সময়কাল ও জামাআতের নিয়মাবলি সুন্নাত মোতাবেক হয় তাহলে তাদের আযানের জওয়াব দেওয়া যাবে ও তাদের মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলাইহি} ^ও ^{আল্লামাহু} ^{সাল্লাম} বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনে তখন তোমরা তাই বলো যা মুয়াজ্জিন বলে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১১)। আর তাদের মধ্যে যাদের আকীদা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের সাথে ছালাত হবে না। কেননা তারা ছাহাবীদের গালমন্দ করে ও কাফের বলে আখ্যায়িত করে; আয়েশা ^{রুইয়াহা-এ} ^{আনহা} -এর প্রতি অপবাদ দেওয়াকে হালাল মনে করে; নিকাহে মুতা বা সাময়িক বিবাহকে জায়েয বলে ইত্যাদি।

তবে তাদের মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করার চেয়ে নিজ বাসায় ছালাত আদায় করাই উত্তম হবে। এজন্য কষ্ট হলেও সুন্নী মসজিদে ছালাত আদায় করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে। কেননা ছাহাবীদের অনেকেই মসজিদের নিকটে বাড়ি-ঘর করার

আবেদন করলেও রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলাইহি} ^ও ^{আল্লামাহু} ^{সাল্লাম} তাদের অনুমতি দেননি। বরং দূর থেকে মসজিদে আসার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন একবার দূরে অবস্থানকারী বনু সালামাহ গোত্র মসজিদে নববীর কাছাকাছি এসে বাড়ি করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলাইহি} ^ও ^{আল্লামাহু} ^{সাল্লাম} তাদের বলেন, 'হে বনু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়িতেই থাকো। কেননা এতে (দূরত্বের কারণে) মসজিদে আসতে তোমাদের পদক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের পদচিহ্নসমূহ (তোমাদের আমলনামায়) লিখিত হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৫; মিশকাত, হা/৭০০)। তিনি বলেন, 'ঐ মুছল্লী সবচেয়ে বেশি ছওয়াবের অধিকারী হবে, যে সবচেয়ে দূর থেকে মসজিদে আসে এবং ঐ মুছল্লী অধিক পুরস্কৃত হবে, যে আগে মসজিদে আসে এবং অপেক্ষা করে। অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/৬২২; মিশকাত, হা/৬৯৯)। এমনকি দূরের বাসিন্দা অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুমকেও আল্লাহর রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলাইহি} ^ও ^{আল্লামাহু} ^{সাল্লাম} মসজিদে জামাআত ত্যাগের অনুমতি দেননি (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৩; মিশকাত, হা/১০৫৪)।

প্রশ্ন (১১) : আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের নেকী বেশি, না-কি জামাআতে আদায়ের নেকী বেশি? কোনো ব্যক্তি আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করার পর পুনরায় জামাআতে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-হাম্মাদ রেযা
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : আওয়াল ওয়াক্ত বলতে ছালাতের সময়ের প্রারম্ভ নয়। বরং একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ছালাতের আওয়াল ওয়াক্ত গণ্য। সুতরাং কোথাও যদি ১০ মিনিট পূর্বে শুরু না হয়ে ১০ মিনিট পরেও শুরু হয় তখন তাদের সাথে জামাআতে ছালাত পড়াই উত্তম হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ^{রুইয়াহা-এ} ^{আনহা} হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলাইহি} ^ও ^{আল্লামাহু} ^{সাল্লাম} বলেছেন, 'একাকী ছালাত আদায় করা অপেক্ষা জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করলে ২৭ গুণ নেকী বেশি হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫০; মিশকাত, হা/১০৫২)। তবে যদি ওয়াক্তের শেষ সময়ে জামাআত শুরু হয় এবং তা নিয়মিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে একাকী হলেও আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত পড়বে। উম্মু ফারওয়া ^{রুইয়াহা-এ} ^{আনহা} হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলাইহি} ^ও ^{আল্লামাহু} ^{সাল্লাম} -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ছালাতকে তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা' (আবু দাউদ, হা/৪২৬, তিরমিযী, হা/১৭০)। কোনো ব্যক্তি আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করার পর পুনরায় জামাআতে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে তখন তার এ ছালাত নফল বলে গণ্য হবে। মুআয ইবনু জাবাল ^{রুইয়াহা-এ} ^{আনহা} রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলাইহি} ^ও ^{আল্লামাহু} ^{সাল্লাম} -এর সাথে ফরয ছালাত আদায় করতেন। তারপর নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদের ছালাতের ইমামতি

করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭০১, ৭১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫; মিশকাত, হা/৮৩৩)। এ ছালাত তার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হতো (দারাকুত্নী, হা/১০৮৬; বায়হাকী, হা/৫৫৬; মিশকাত, হা/১১৫১)।

প্রশ্ন (১২) : আমার পান্থবর্তী অধিকাংশ মসজিদই মাযহাবীদের। সেখানে আছরের ছালাত অনেক দেরি করে আদায় করা হয়। এমতাবস্থায় ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে আযান না হলেও কি ছালাত আদায় করা যাবে?

-খলীলুল্লাহ
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : হ্যাঁ, যদি ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তাহলে আযান না হলেও ছালাত আদায় করা যাবে। আবু যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم আমাকে বললেন, ‘সে সময় তুমি কী করবে যখন তোমাদের উপর শাসকবৃন্দ এমন হবে, যারা ছালাতের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা তা সঠিক সময়ে হতে পিছিয়ে দিবে?’ আমি বললাম, আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, ‘এ সময়ে তুমি তোমার ছালাতকে সঠিক সময়ে আদায় করে নিবে। অতঃপর তাদের সাথে যা পাও, তা আবার আদায় করবে। এ ছালাত তোমার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৮; আবু দাউদ, হা/৪৩১; ইবনু মাজাহ, হা/১২৫৬; তিরমিযী, হা/১৭৬; মিশকাত, হা/৬০০)। তবে জামাআতে ছালাত আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, ‘একাকী ছালাত আদায় করা অপেক্ষা জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করলে ২৭ গুণ নেকী বেশি হয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫০; মিশকাত, হা/১০৫২)।

প্রশ্ন (১৩) : জামাআতে ছালাত আদায়ের সময় আমার আগেই যদি ইমাম সাহেবের সূরা ফাতেহা পড়া শেষ হয়ে যায় ও আমীন বলে তাহলে আমি কী করব। ইমামের সাথে আমীন বলব, না-কি আমি সূরা ফাতেহা শেষ করে আমীন বলব? যদি ইমামের সাথেই আমীন বলি তাহলে আমাকে কি পুনরায় সূরা ফাতেহা পড়তে হবে?

-হারুন-আর-রশীদ
ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : জামাআতে ছালাত আদায় করলে ইমাম যে অবস্থায় থাকবে সেটাই আমল করবে। ইমাম যদি সূরা ফাতেহা আগে পড়ে নেয় তাহলে ইমামের সাথে সাথে আমীন বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেন, ইমাম যখন ‘গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যঞ্জীন’ বলবেন, তখন তোমরা ‘আমীন’ বলো। কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮২)। আর

যদি সূরা ফাতেহা শেষ না হয় তাহলে ছুটে যাওয়ার কারণে পুনরায় সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। আলী ও মুআয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, তোমাদের কোনো লোক যখন জামাআতের ছালাতে শরীক হওয়ার জন্য আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকবে ও যে কাজ করবে সেও সে কাজ করবে (তিরমিযী, হা/৫৯১; ছহীহ আল-জামি, হা/২৬৬; মিশকাত, হা/১১৪২)।

প্রশ্ন (১৪) : কোনো মহিলা পারফিউম ব্যবহার করে বাড়িতে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-মুজা তালুকদার
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : মহিলাদের খুশবু বা সুগন্ধি হলো যার রং প্রকাশ পাবে এবং ঘ্রাণ গোপন থাকবে। আর পুরুষের খুশবু হলো যার রং গোপন থাকবে আর ঘ্রাণ প্রকাশ পাবে (তিরমিযী, হা/২৭৮৭; নাসাঈ, হা/৫১১৭-১৮; মিশকাত, হা/৪৪৪৩, সনদ ছহীহ)। এই হাদীছ প্রমাণ করে নারীরা সাধারণত সুগন্ধিপূর্ণ জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না। বরং তা পুরুষের ব্যবহার করবে। তবে নারীরা বাড়িতে ব্যবহার করলে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা পুরুষদের জুমআর ছালাতে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহারের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ‘যদিও তার স্ত্রীর সুগন্ধি থেকে হয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৪৬; আবু দাউদ, হা/৩৪৪)। হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, রাসূলের যুগে বাড়িতে মহিলাদের সুগন্ধি থাকত। সুতরাং কোনো মহিলা চাইলে পারফিউম ব্যবহার করে ছালাত আদায় করতে পারে।

তবে যদি বাড়িতে মাহরাম নয় এমন কেউ থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করতে পারবে না। সেই সাথে সুগন্ধময় কোনো কিছু ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। আবু মুসা আশআরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, ‘যে নারী আতর ব্যবহার করে মানুষের পাশ অতিক্রম করল, যেন তারা তার আতরের ঘ্রাণ পায়, সে নারী ব্যভিচারিণী’ (নাসাঈ, হা/৫১২৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৬৮১)।

প্রশ্ন (১৫) : জামাআতে ছালাত আদায়ের সময়, ইমাম যখন বলে ‘সামিআল্লাহ হুলামান হামিদাহ’ তখন মুছল্লিরা কী বলবে? তারা কি শুধু ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ বলবে, না-কি তাদেরকেও ‘সামিআল্লাহ হুলামান হামিদাহ’ বলতে হবে?

-সনায়েত হোসেন সৌমিক
রেডিও কলেজি, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এ সময় মুক্তাদীগণ শুধু أَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ‘আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ’ বলবেন। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেন, ‘আর যখন ইমাম ‘সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ’ বলবেন, তখন তোমরা বলবে, أَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল

হামদ', তাহলে আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৪; মিশকাত, হা/৮২৬)। উল্লেখ্য যে, এছাড়া এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল তাকবীর মুক্তাদীদেরও বলতে হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেন, **إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ** 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৪; মিশকাত, হা/৮৫৭)।

প্রশ্ন (১৬) : কোনো বেনামাযী ছালাত পড়তে চাইলে তাকে কি নতুন করে কোনো ইমামের হাতে কালেমা পাঠ করে তারপর ছালাত শুরু করতে হবে?

-এস এইচ খান
রংপুর।

উত্তর : না, এমতাবস্থায় তাকে ইমামের হাতে কালেমা পাঠ করতে হবে না। বরং তওবা করে ছালাত আদায় শুরু করার মাধ্যমে সে ফিরে আসবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন! যারা কুফরী করেছে তারা যদি তা হতে বিরত থাকে তাহলে তাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে' (আল-আনফাল, ৮/৩৮)। রাসূল ﷺ বলেন, তওবা পূর্বের যা কিছু আছে তা মিটিয়ে দেয় আর ইসলাম তার পূর্বের যা কিছু আছে তা মিটিয়ে দেয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১; মিশকাত, হা/২৮)।

ইবাদত → যাকাত-ছাদাকা,

প্রশ্ন (১৭) : প্রতি বছরই আমি নির্দিষ্ট সময়ে যাকাত বের করে থাকি। কিন্তু এ বছর যাকাত বের করার সাত মাস পূর্বে আমার শাশুড়ির দেয়া কিছু গহনা (এক জোড়া বালা ও কানের দুল) আমার হস্তগত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি কি এ বছর জিনিসগুলোর যাকাত দিয়ে দিব?

-সৈয়দা নাজনীন আক্তার

৭১৪ পূর্ব মানিকদী, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা ১২০৬।

উত্তর : যাকাত ফরয হওয়ার জন্য দুটি শর্ত- ১. নেসাব পূর্ণ হওয়া এবং ২. নেসাবের উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রম করা। ইবনু উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যদি বছরের মাঝে কারো সম্পদ লাভ হয়, তবে উক্ত মালিকের নিকট বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই' (মিশকাত, হা/১৭৮৭)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যাকাতের নেসাব পূর্ণ হওয়ার এক বছর পর ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হয়। সুতরাং যে সম্পদে বছর পূর্ণ হয়েছে তার যাকাত অবশ্যই প্রদান করবে। তবে বছর পূর্ণ না হলেও যাকাত দেয়া যায়। যাকে 'الزكاة المعجلة' বা 'অগ্রিম যাকাত প্রদান' বলা হয়। আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার رضي الله عنه-কে বলেছিলেন, আমরা বছরের প্রথমেই আব্বাস رضي الله عنه-এর এই বছরের যাকাতও নিয়ে নিয়েছি (তিরমিযী, হা/৬৭৯, হাদীছ হাসান)। অতএব, পরবর্তীতে যে সম্পদ হস্তগত হয়েছে তা নেসাব পরিমাণ হলে অগ্রিম যাকাত দেওয়া যায়।

প্রশ্ন (১৮) : মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করলে সেই মূলধনের উপর যাকাত দিতে হবে কি?

-আতাউল্লাহ

বদরপুর, ঢালুয়া, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

উত্তর : ইসলামী শরীআতে যে দুই ধরনের ব্যবসা বেধ তার একটি হলো 'মুদারাবা' (مضاربة)। আর মুদারাবা হলো একজনের অর্থ এবং অপরজনের ব্যবসা। যাতে লাভ চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে (দারাকুত্বনী, হা/৩০৭৭; মুওয়াত্তা, হা/২৫৩৫; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৪৭২; বুলুগুল মারাম, হা/৯০৫, মওকুফ ছহীহ)। এক্ষেত্রে মূল সম্পদ ও লভ্যাংশের ভাগের অংশ মূল সম্পদের সাথে মিলিয়ে মূল মালিককে যাকাত দিতে হবে। তবে যিনি ব্যবসা করছেন তার লাভের ভাগের অংশও যদি নেসাবে পৌঁছে তাহলে তাকেও যাকাত দিতে হবে (আল-মুনতাকা মিন ফাতাওয়া আল-ফাওয়ান, ২/৮৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন (১৯) : যে সকল মসজিদ ও মাদরাসায় বিদআতী কর্মকাণ্ড হয় সেগুলোর উন্নয়নকল্পে দান করলে কি পাপ হবে?

-আব্দুল্লাহ

চিচিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : এমন প্রতিষ্ঠানে দান করা থেকে বিরত থাকাই ভালো। কেননা এর মাধ্যমে বিদআতী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা হয়। আর এমন কাজে সহযোগিতা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাকওয়া ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়দাহ, ৫/২)। তাছাড়া এমন প্রতিষ্ঠানে দান করলে তাতে বিদআতীকে সহযোগিতা করা হবে, যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তার প্রতি লা'নত করেছেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৯৮; মিশকাত, হা/৪০৭০)।

প্রশ্ন (২০) : যাকাতের টাকার পরিবর্তে তা দিয়ে লুঙ্গি, শাড়ি, সেমাই, চিনি ইত্যাদি দ্রব্য করে বিতরণ করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান

মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : যাকাত দরিদ্র ব্যক্তির সম্পদ যা তার অধিকার। ব্যক্তি ভেদে চাহিদার ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ কারো চিকিৎসার প্রয়োজন, তো কারো খাবারের। অনুরূপ কারো বস্ত্রের প্রয়োজন, তো কারো গুণ্ধের। এক্ষেত্রে যদি দরিদ্রদের মাঝে টাকার পরিবর্তে লুঙ্গি, শাড়ি, সেমাই ইত্যাদি বিতরণ করা হয়, তাহলে সকলের চাহিদা ভিন্ন হওয়ায় তা পূর্ণ হবে না। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ও নবাবিকৃত পন্থায় যাকাতের টাকার পরিবর্তে তা দ্বারা উক্ত পণ্য ও দ্রব্যসামগ্রী কিনে দেওয়া যাবে না (ফাতাওয়া রাসায়েল ইবনু উছায়মীন, ১৮/৩০০)। তাছাড়া এভাবে বিতরণ করলে তাতে কিছু মালিকানাও থেকে যায়, যা ঠিক নয়; বরং সরাসরি নগদ অর্থ দিতে হবে।

প্রশ্ন (২১) : মা তার ছেলে-মেয়েকে এবং মেয়ে তার পিতা-মাতাকে যাকাত দিতে পারবে কি?

-সোহেল রানা সালাফী

রাশীদনগর উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যাকাতদাতা এমন কাউকে যাকাত দিতে পারবে না, যার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের উপর রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কেউ পাপী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের রিযিক নষ্ট করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৯৬)। অতএব, মায়ের অবস্থা দেখা জরুরী, যদি শরীআতের দৃষ্টিতে তার উপর ছেলে-মেয়ের ভরণপোষণ ওয়াজিব হয়, তাহলে তিনি তাদের যাকাত দিতে পারবেন না। আর যদি তার দায়িত্বে ছেলে-মেয়ের ভরণপোষণ ওয়াজিব না হয়, তাহলে তাদের যাকাত দিতে তার কোনো সমস্যা নেই; বরং অন্য কাউকে দেওয়ার চেয়ে তাদের দেওয়া উত্তম।

অনুরূপ ছেলেও তার পিতা-মাতাকে যাকাত দিতে পারবে না। কারণ সন্তানের সম্পদ পিতারই সম্পদ। আমার ইবনু শুআইব رضي الله عنه থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদও আছে সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খাবে (আবু দাউদ, হা/৩৫৩০; মিশকাত, হা/৩৩৫৪)। উল্লেখ্য যে, ছেলে-মেয়ের সম্পদ পিতারই সম্পদ-এর অর্থ হলো পিতা-মাতার লালনপালনের দায়িত্ব ছেলে-মেয়েকেই বহন করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, ছেলের সম্পদের মূল মালিক পিতা। কেননা শরীআতে পিতার সম্পদকে পিতার জন্য এবং ছেলের সম্পদকে ছেলের জন্য বলা হয়েছে। তাইতো একজনের অবর্তমানে আরেকজন অংশ পেয়ে থাকেন।

প্রশ্ন (২২) : ডিপিএস-এ জমাকৃত টাকার যাকাতের বিধান কী? এতেও কি এক বছর পূর্ণ হতে হবে?

-মামুন

ঢাকা।

উত্তর : ডিপিএস খোলা জায়েয নয়। কেননা তা সূদের সাথে সম্পৃক্ত। ডিপিএস খুললে মালিকানা বাতিল হয় না। কেননা সে ইচ্ছা করলে ডিপিএস ভেঙে দিতে পারে। অতএব, ডিপিএস-এর টাকা নেসাব পরিমাণ হলে ও তাতে এক বছর পূর্ণ হলে সে যাকাত দিবে। আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমার কাছে ২০০ দিরহাম থাকলে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে ২০ দীনার বা সাড়ে সাত ভরির কমে যাকাত নেই। অতঃপর যদি

কোনো ব্যক্তির নিকট সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত থাকে তবে এর জন্য অর্ধ-দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপর যা বাড়বে তাতে উপরিউক্ত হিসেবে যাকাত দিতে হবে' (আবু দাউদ, হা/১৫৭৩)।

প্রশ্ন (২৩) : আমি ১৬ বৎসর খেয়ে না খেয়ে কষ্ট করে ৫৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছি, যেন বাড়ি-গাড়ি ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন মিটাতে পারি। বর্তমানে আমার দুটি সন্তানের মাথা গাঁজার মতো একটি ফ্ল্যাট বা বাড়ি ও এয়ার কন্ডিশন, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা ব্যয় ছাড়াও জরুরী কিছু অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় আমাকে যাকাত দিতে হবে কি?

-আব্দুল গণি

সবুজবাগ, ঢাকা।

উত্তর : জরুরী প্রয়োজন যাই থাকুক, সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয় ও তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে সেই সম্পদের যাকাত দিতে হবে। অন্যথা মালিককে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে ঐ ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করেনি, সে ধনসম্পদকে ক্রিয়ামতের দিন টাক মাথা সাপে পরিণত করা হবে। এ সাপের দুই চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে। এরপর ঐ সাপ গলার মালা হয়ে ব্যক্তির দুই চোয়াল আঁকড়ে ধরে বলবে, আমিই তোমার সম্পদ, আমি তোমার সংরক্ষিত ধন-সম্পদ। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, অর্থাৎ 'যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে এটা তাদের জন্য উত্তম; বরং তা তাদের জন্য মন্দ। ক্রিয়ামতের দিন অচিরেই যা নিয়ে তারা কৃপণতা করছে তা তাদের গলার বেড়ী করে পরিয়ে দেওয়া হবে' (আলে ইমরান ৩/১৮০; ছহীহ বুখারী, হা/১৪০৩; মিশকাত, হা/১৭৭৪)। ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'আদাম সন্তানকে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। মূলত আদাম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬-১০৪৮; মিশকাত, হা/৫২৭৩)।

প্রশ্ন (২৪) : আমি সরকারি চাকরিজীবী। আমার জিপিএফ (জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড), ডিপিএস এবং ইলুরেস আছে। এইগুলোর কি যাকাত দিতে হবে?

-আনিসুর রহমান

আমবাড়ীয়া; সেনগ্রাম; খোকসা; কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত ফান্ডগুলোর ক্ষেত্রে যাকাত তখন প্রযোজ্য হবে যখন সূদের টাকা ব্যতীত মূল টাকা যাকাতের নেসাব পরিমাণ হবে এবং উক্ত টাকার উপর এক বছর অতিবাহিত হবে। তখন উক্ত টাকায়

নির্দিষ্ট হারে যাকাত আদায় করতে হবে। আলী রাঃ হতে বর্ণিত, নবী করীম সঃ বলেছেন, 'যখন তোমার কাছে ২০০ দিরহাম থাকবে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হবে, তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি তোমার কাছে স্বর্ণের ২০ দীনার থাকে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তাতে অর্ধ দীনার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি কম হয় তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি বেশি হয় তাহলে উক্ত নিয়মে যাকাত আদায় করতে হবে' (আবু দাউদ, হা/১৫৭৩)। যা স্বর্ণের হিসাবে সাড়ে সাত ভরি। যার বর্তমান বাজার মূল্য হলো প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এবং রৌপ্যের হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। উক্ত পরিমাণ টাকা হলে যাকাত আদায় করতে হবে। তবে ফকীর-মিসকীনদের দিকে লক্ষ রেখে রৌপ্যের হিসাবে যাকাত আদায় করাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, জিপিএফ, ডিপিএস, ইস্যুরেন্স ইত্যাদি সবই সূদের সাথে সম্পৃক্ত, যা বর্জন করতে হবে।

ইবাদত→ হজ্জ-উমরা ও কুরবানী

প্রশ্ন (২৫) : মৃত ব্যক্তির নামে কি হজ্জ করা যায়। যদি যায় তাহলে হজ্জ সফরে ঐ ব্যক্তির নামে কুরবানী দেয়ার বিধান কী? যেহেতু মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা যায় না।

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : মৃত ব্যক্তি যদি অস্থিত করে যায় বা মানত করে যায় তাহলে তার পক্ষ হতে হজ্জ করা যাবে। আর যদি কোনো কিছু বলে না যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করার প্রয়োজন নেই। ইবনু আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহায়না গোত্রের জনৈক মহিলা নবী করীম সঃ-এর নিকট এসে বললেন, আমার আন্মা হজ্জের মানত করেছিলেন। তবে তিনি হজ্জ আদায় না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারি? আল্লাহর রাসূল সঃ বললেন, তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ আদায় করো। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর যদি তোমার আন্মার উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহর হুক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হুকই সবচেয়ে বেশি আদায়যোগ্য (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৫২)। উল্লেখ্য যে, কুরবানী হজ্জের বিধানসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সুতরাং যখন মৃত ব্যক্তির নামে হজ্জ করা হবে তখন কুরবানীও তার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইবাদত→ যিকির ও দু'আ

প্রশ্ন (২৬) : বিনা ওযুতে যিকির-আযকার করা যাবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। এমনকি বিনা ওযুতে কুরআন-হাদীছও স্পর্শ করে পড়া যায়। আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'রাসূলুল্লাহ সঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩; সুবুলুস সালাম, ১/১২১, হা/৭২, ১২)। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ছানআনী বলেন, فيدخل تلاوة القرآن ولو كان جنباً 'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত'। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর বাণী، لا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ 'অর্থাৎ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করে না' (ওয়াকিআহ, ৫৬/৭৯)। এ দ্বারা বিনা ওযু উদ্দেশ্য নয়; বরং বিনা ওযুতে কুরআন পড়া জায়েয (ঐ, দ্বঃ)। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈ রাঃ বলেন, অপবিত্র অবস্থায় দু'আ হিসাবে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ও যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। যেমন সফরের দু'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ করা (আল-ফিকহুল ইসলামী, ১/৩৮৪)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ বিনা ওযুতে তেলাওয়াতের সিজদা করতেন (ফাতাওয়া উছায়মীন, ১৪/৩১১)।

প্রশ্ন (২৭) : যেকোনো আমল করলে রিয়া এসে পড়ে এক্ষেত্রে করণীয় কী? রিয়া থেকে মুক্তির জন্য কোনো আমল আছে কী?

-সাকিবুল ইসলাম
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : রিয়া থেকে মুক্তির জন্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। যেমন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْعَفْئَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَالسُّعَةِ وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمِّ وَالنَّكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَالرَّبْصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল আজযে ওয়াল কাসালে ওয়াল জুবনে ওয়াল বুখলে ওয়াল হারামে ওয়াল ক্বাসওয়াতে ওয়াল গাফ্বলাতে ওয়াল আইলাতে ওয়ায যিঞ্জাতে ওয়াল মাসকানাতে। ওয়া আউযুবিকা মিনাল ফাক্বরে ওয়াল কুফরে ওয়াল ফুসুকে ওয়াশ শিক্বাকে ওয়ান নিফাক্বকে ওয়াস সুমআতে ওয়ার রিয়ায়ে। ওয়া আউযুবিকা মিনাছ হুমামে ওয়াল বাকামে ওয়াল জুনুনে ওয়াল জুযামে ওয়াল বারাছে ওয়া সাযিয়াল আসক্বামে।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরন্বতা, কৃপণতা, বার্বক্য, নিষ্ঠুরতা, অবহেলা, দারিদ্র্য, অপমান এবং হতাশা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দারিদ্র্য, অবিশ্বাস, অনৈতিকতা, কলহ, কপটতা, খ্যাতি এবং রিয়া বা লৌকিকতা হতে। আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাচ্ছি বধির, বোবা, উন্মাদ, কুষ্ঠ এবং দুরারোগ্য ব্যাধি হতে (যেগুলোর নাম জানি না) (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১০২৩)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَدَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ رَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّتِي وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউয়ুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া আযা-বিল কুবরি, আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসী তাকওয়া-হা ওয়াযাককিহা-আনতা খইরু মান যাককা-হা আনতা ওয়ালী ইউহা-ওয়া মাওলা-হা-, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউয়ুবিকা মিন ইলমিন লা- ইয়ানফাউ ওয়ামিন কলবিন লা- ইয়াখশাউ ওয়ামিন নাফসিন লা- তাশবাউ ওয়ামিন দা'ওয়াতিন লা- ইউসতাজা-বু লাহা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই অপারগতা, অলসতা, ভীর্ণতা, বখিলতা, বার্বক্যতা এবং কবরের শাস্তি থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে পরহেযগারিতা দান করুন এবং একে সংশোধন করে দিন। আপনি একমাত্র সর্বোত্তম সংশোধনকারী এবং আপনিই একমাত্র তার মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই এমন ইলম হতে যা কোনো উপকারে আসবে না ও এমন অন্তঃকরণ থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না; এমন আত্মা থেকে যা কখনো তৃপ্ত হয় না। আর এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না (হেইহ বুখারী, হা/২৭২২)।

ইবাদত→ মসজিদ-মুছল্লা

প্রশ্ন (২৮) : মসজিদের একেবারে সামনে কবর। কিন্তু মসজিদের দেয়াল ব্যতীত উভয়ের মাঝে অন্য কোনো দেওয়াল নেই। এমন মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রকি হোসেন
কোতয়ালী, যাশোর।

উত্তর : মুসলিমদের উচিত কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় না করা এবং সর্বদা কবর হতে দূরে থাকা। কারণ রাসুলের বাপী, তোমরা কবরের দিকে ছালাত আদায় করো না এবং তার উপর বসো না' (হেইহ মুসলিম, হা/৯৭২; নাসাঈ, হা/৭৬০)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের ও সৎলোকদের কবরগুলোকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অতএব সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করো না। কেননা আমি তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি' (হেইহ মুসলিম, হা/৫০২; মিশকাত, হা/৭১৩)। তবে কবর ও মসজিদের মাঝে যদি দেওয়াল থাকে যা কবর থেকে মসজিদকে পৃথক করছে সে ক্ষেত্রে ছালাত বৈধ হবে (মাজমুআয়ে ফতওয়া, ১২/৩১; দুরারুস সুন্নিয়া, ৫/২৬৬)। আর মসজিদের সামনে যদি মসজিদের দেওয়াল ব্যতীত অন্য আরেকটি দেওয়াল থাকে বা বাড়ি-ঘর থাকে বা রাস্তা থাকে, তাহলে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে এটাই বেশি সতর্ক ও উত্তম পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হবে। যার মাধ্যমে কবরকে ক্লেবলা করা হতে বেশি দূরে রাখা সম্ভব। আর যদি কবর মসজিদের এরিয়ার বাহিরে ডানে-বামে হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই (মাজমুআয়ে ফাতাওয়া বিন বায, ১৩/৩৫৭)।

পারিবারিক বিধান→মীরাছ বণ্টন

প্রশ্ন (২৯) : আমার স্বশ্বরের একটাই মেয়ে। তিনি তার যাবতীয় সম্পদ আমার স্ত্রী ও শাশুড়ির নামে লিখে দিয়েছেন। বর্তমানে তার নামে কোনো সম্পত্তি নেই। এমতাবস্থায় তার ভাই ও ভতিজারা কি কোনো সম্পদের মালিক হবে? হলে কীভাবে তা বণ্টন করতে হবে?

-তরিকুল হাসান
পাকুড়িয়া, রাজবাড়ী।

উত্তর : এভাবে কন্যা ও স্ত্রীকে সম্পদ লিখে দিয়ে চরম অন্যায় করেছে। যার ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং সম্ভব হলে এ দলীল বাতিল করে অংশীদারদের হক তাদের দিয়ে দিতে হবে। সম্পদটি এভাবে বণ্টন হবে। তার সমুদয় সম্পত্তিকে ১০০% ধরে কন্যাকে দিতে হবে অর্ধাংশ তথা ৫০% এবং স্ত্রীকে দিতে হবে এক অষ্টমাংশ তথা ১২.৫%। বাকি ৩৭.৫% পাবে বাবা/দাদা, চাচা/চাচার ছেলে, ভাই/ভতিজারা।

প্রশ্ন (৩০) : আমার বড় বোন ও তার স্বামী উভয়েই মারা গেছে। এমতাবস্থায় আমার বোনের জমির অংশটুকু কি আমার ভগিনীরা পাবে?

-মাহির ফয়সাল
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : পিতা-মাতার সম্পদের অংশ তার সন্তানরা অংশহারা পেয়ে থাকে। কুরআনুল কারীমে সূরা নিসার ১১ থেকে ১৪ নং আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের (পিতা-মাতাকে) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান' (আন-নিসা, ৪/১১)। সুতরাং প্রমোদিত অবস্থায় সন্তানরা যেমন পিতার অংশ পাবে ঠিক তদ্রূপ মাতার সম্পদেরও অংশ পাবে। উল্লেখ্য যে, সমাজে প্রচলিত আছে, 'মেয়েরা পিতার সম্পদে অর্ধাংশ পাবে আর মায়ের সম্পদে সমানাংশ পাবে'। প্রচলিত এই বণ্টননীতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৩১) : ইউনুস নামের জনৈক অবিবাহিত ব্যক্তি ১ একর ৫৯ শতাংশ জমির মালিক ছিলেন। তিনি মা, এক বোন ও দুইজন বৈমায়েয় চাচাতো ভাই ওয়ারিছ হিসাবে রেখে হঠাৎ মারা গেছেন। এখন উক্ত সম্পদ থেকে তার ওয়ারিছগণ কে কতটুকু পাবেন?

-হারুন
চাঁদপুর সদর।

উত্তর : প্রমোদিত ওয়ারিছদের প্রাপ্য সম্পদের হার হলো, মা পাবেন এক-ষষ্ঠাংশ; বোন পাবে ছয় ভাগের ৩ ভাগ; আর বাকি সম্পদ বৈমাত্রি়য় ভাইগণ সমান হারে পাবে (আন-নিসা, ৪/১১)।

পারিবারিক বিধান→সম্পর্ক

প্রশ্ন (৩২) : নিঃসন্তান দম্পতিকে স্থায়ীভাবে সন্তান দিয়ে দেওয়া কি জায়েয? এমন সন্তান কি ঐ দম্পতিকে আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করতে পারবে?

-আব্দুর রহমান
মোহাম্মাট, বাগেরহাট।

উত্তর : কারো সন্তান অন্যের হাতে স্থায়ীভাবে দেওয়া বৈধ নয়; বরং তাকে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে নিতে পারে অথবা ইয়াতিমের লালনপালনে সহযোগিতাস্বরূপ নিতে পারে। যেমন রাসূল ﷺ য়ায়েদ ইবনু হারেছাকে ছোট কালে লালনপালন করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে শরীআতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর বাণী, ‘আমি এবং ইয়াতীমের লালনপালনকারী জালাতে এমনভাবে থাকব এ কথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলির দিকে ইশারা করলেন’ (সিলসিলা ছহীহা, হা/৮০০; শুআবুল ঈমান, হা/১১০২৬)। এসব সন্তানদের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো যে, নিজেদের পরিচয় না দিয়ে; বরং তাদের মূল পিতা-মাতার পরিচয় দেওয়া। আল্লাহর বাণী, ‘তোমরা তাদের তাদের পিতাদের পরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত’ (আল-আহযাব, ৩৩/৫)। এমতাবস্থায় প্রকৃত পিতা-মাতা হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে সম্মানার্থে আব্বা-আম্মা বলা যায়। তবে জন্মনিবন্ধন, আইডি কার্ড, সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে নিজের পিতার নামই দিতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো যে, তারা যখন বালেগ-বালেগা হবে তখন তাদের সাথে পর্দা করতে হবে এবং তারা সম্পদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হবে না। তবে অছিয়ত বা দানমূলক কিছু দেওয়া যেতে পারে।

পারিবারিক বিধান→বিবাহ-ভালাক

প্রশ্ন (৩৩) : কয়েক বৎসর পর বিবাহ সম্পন্ন হবে মর্মে পাত্র-পাত্রীর উভয়ের পরিবার সম্মত হয়েছেন। এমতাবস্থায় পাত্র-পাত্রী টেলিফোনে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারবে কি?

-আহমাদ বিন আক্বাস
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

উত্তর : না, বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে পাত্র-পাত্রী কুশলাদীও জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, ফোনলাপও করতে পারবে না। কেননা এগুলো পাপ সংঘটিত হওয়ার ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম। তাছাড়া এখনো তাদের মাঝে বিবাহ সম্পন্ন হয়নি। বরং তারা আজনাবী বা অপরিচিতই রয়ে গেছে। যাদের মাঝে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়। উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘কোনো পুরুষ অপর (মাহরাম নয় তথা বিবাহ বৈধ এমন) নারীর সাথে নিঃসঙ্গে থাকলেই শয়তান সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত হয়’ (তিরমিযী, হা/১১৭১; মিশকাত, হা/৩১১৮)। আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিখে রেখেছেন, সে তা নিশ্চয়ই করবে। চোখের ব্যভিচার হলো দেখা, জিহ্বার ব্যভিচার কথা বলা (যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা)। আর মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং গুণ্ডগুণ্ড তাকে সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৭; মিশকাত, হা/৮৬)।

প্রশ্ন (৩৪) : মায়ের খালাতো বোনের সাথে বিবাহ বৈধ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : মায়ের খালাতো বোনকে বিবাহ করা বৈধ। কেননা আল্লাহ তাআলা যাদের মাঝে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন মায়ের খালাতো বোন তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (আন-নিসা, ৪/২৩)। কেননা মানুষ নিজেরাই নিজের খালাতো ভাই-বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে সেখানে তাদের সন্তানেরা তো তাদের খালাতো ভাই-বোনকে অবশ্যই বিবাহ করতে পারবে।

প্রশ্ন (৩৫) : পূর্ণাঙ্গ ধার্মিক ছেলে না পেলে কোনোদিন বিবাহ করব না। এতে কি আমার পাপ হবে?

-সাদিয়া ইয়াসমিন
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর ধার্মিকতা বা দ্বীনকে প্রাধান্য দিতে হবে একথাই ঠিক (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৬; মিশকাত, হা/৩০৮২)। কিন্তু কোনোদিনও বিবাহ করব না এমন নিয়ত করা ঠিক হবে না। কেননা বিবাহ না করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। আমি ছিয়াম রাখি, ছালাত আদায় করি এবং আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫)। অতএব সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে সং ও ধার্মিক পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ করতে হবে। কেননা সমাজ সং পাত্র-পাত্রী শূন্য হয়ে গেছে বিষয়টি এমন নয়। আর দুনিয়াতে কেউ নিষ্পাপও নয়। সকল আদম সন্তানই পাপী। তাছাড়া বিয়ের পরেও অনেকে তাকওয়াশীল হতে পারে। তবে শারীরিক অক্ষমতা থাকলে ভিন্ন কথা।

আদব-আখলাক

প্রশ্ন (৩৬) : চৌঁটের নিচে যে চুল গজায় এটা কি দাড়ির অন্তর্ভুক্ত? এটা কি কাটা যাবে?

-ইসমাঈল হাওলাদার অপু
কদমতলী, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : চৌঁটের উপরের অংশকে বলা হয় মোচ বা গৌঁফ, যা কাটার ব্যাপারে রাসূল ﷺ আদেশ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো। দাড়ি লম্বা করো এবং গৌঁফ ছোট করো’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯; মিশকাত, হা/৪৪২১)। আর চৌঁটের নিচের অংশকে বলা হয় দাড়ি, যা কাটার ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। অতএব এ চুলকে দাড়ির অন্তর্ভুক্ত ভেবে তা কাটা হতে বিরত থাকা ভালো।

প্রশ্ন (৩৭) : বাবা সুদী কারবারে জড়িত। এই কারবার ত্যাগ করার জন্য অনেক বুঝানোর পরেও বুঝতে চায় না। তাই মনের কষ্টে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে বাবার এই কাজের নিন্দা করলে সেটা কি গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে?

—সুজন
মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

উত্তর : সংশোধনের উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে বাবার এই কাজের নিন্দা করলে সেটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, ‘দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে’ (আল-হমাযাহ, ১০৪/১)। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশোধনের জন্য নিজে বলেও কাজ না হলে বা অপারগ হলে অন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে তা প্রকাশ করতে ও পরামর্শ নিতে পারে। উম্মু কুলসূম বিনতু উকবাহ ইবনু আবু মুআয়ত থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছেন যে, ‘সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে লোকের মধ্যে আপসে সমাধা করে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই মিথ্যা বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোগলখোরি করে’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৫)।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (৩৮) : ‘মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কেউ কান্নাকাটি করলে তার কবরের আযাব বেশি হয়’-এমন কথার শারঈ কোনো ভিত্তি আছে কি?

—মেহেদী মিরাজ বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : না, এমন কথার শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন, ‘কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না (আল-আনআম, ৬/১৬৪)। তবে সমাজে যদি বিলাপ করে কান্নাকাটি করার প্রথা থাকে আর মৃত্যুর পূর্বে মৃত ব্যক্তি তা নিষেধ করে না যায়, কিংবা তার পক্ষ থেকে কান্নাকাটি করার ইশারা-ইঙ্গিত বা অনুমোদন থাকে তাহলে উপরে চিৎকার করে কান্নাকাটি করার কারণে তার কবরে শাস্তি হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু মুলাইকাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় উছমান -এর জনৈক কন্যার মৃত্যু হলো। আমরা সেখানে (জানাযায়) অংশগ্রহণ করার জন্য গেলাম। ইবনু উমার এবং ইবনু আব্বাস -ও সেখানে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁদের দু’জনের মধ্যে উপবিশ্তি ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পার্শ্বে গিয়ে উপবেশন করলাম, পরে অন্যজন আগমন করে আমার পার্শ্বে উপবেশন করলেন। (ক্রন্দনের শব্দ শুনে) ইবনু উমার -এর আমর ইবনু উছমানকে বললেন, তুমি কেন ক্রন্দন করতে নিষেধ করছ না? কেননা, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, ‘মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/১২৮৬)। তবে নীরবে কানাকাটি করা যায়। যা দয়া ও রহমতের প্রমাণ। আব্দুল্লাহ ইবনু

উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলে, সা’দ ইবনু উবাদাহ রোগাক্রান্ত হলেন। নবী -এর আদুর রাহমান ইবনু আওফ, সা’দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ -কে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে পরিজনের মাঝে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে? তাঁরা বললেন, না। হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবী -এর কেঁদে ফেললেন। নবী -এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন নবী -এর বললেন, শুনে রাখো! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে আযাব দিবেন না। তিনি আযাব দিবেন এর কারণে (এ বলে) জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন। আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনের বিলাপের কারণে আযাব দেওয়া হয়। উমার -এ (ধরনের কান্নার) কারণে লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন, কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন বা মুখে মাটি পুরে দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৩০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৯২৪)।

প্রশ্ন (৩৯) : পিতার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ছেলেরা জনগণকে ইফতার করালে তার নেকী কি ঐ মৃত ব্যক্তি পাবে?

—আবু সুফিয়ান
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : না, পাবে না। কেননা ইফতারী করানো একটি ইবাদত আর ইবাদত কেউ কারো পক্ষ থেকে করতে পারে না। বরং যিনি ইফতার করাবেন নেকী তিনিই পাবেন। আবু হুরায়রা বলেন রাসূল বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো ছায়েমকে ইফতার করাবে তাকে ছায়েমের সমপরিমাণ নেকী দেওয়া হবে। তবে তাদের নেকী থেকে কিছুই কম করা হবে না’ (ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১৪১৭)। স্পষ্ট বোঝা যায়, যে ইফতার করাবে সেই নেকী পাবে।

তবে পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দান করলে তার নেকী পিতা-মাতা পাবেন। আয়েশা -এর বলেন জনৈক ব্যক্তি নবী করীম -কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি তার পক্ষ থেকে যদি দান করি তবে কি তিনি ছওয়াব পাবেন? নবী করীম বললেন, হ্যাঁ (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪)।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (৪০) : আমার বাবা ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। এমতাবস্থায় তার পরকালীন মুক্তির জন্য আমার করণীয় কী?

—জাহিদুর রহীম
১৭২ মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

উত্তর : এমতাবস্থায় সন্তানের দায়িত্ব হলো, পিতার কোনো প্রকারের ঋণ থাকলে সর্বপ্রথমে তা পরিশোধ করা। অতঃপর তার কোনো অছিয়ত থাকলে তা পূর্ণ করা। আলী -এর হতে বর্ণিত

আছে, অস্থিত পূরণের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তোমরা ঋণ পরিশোধের পূর্বে অস্থিত পূরণের স্বীকৃতি দিয়ে থাক (তিরমিযী, হা/২১২২)। এরপর তার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া করবে এবং তার নাজাতের জন্য নেক দু'আ করবে। আয়েশা رضي الله عنها বলেন জনৈক ব্যক্তি নবী করীম صلى الله عليه وسلم কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি তার পক্ষ থেকে যদি দান করি তবে কি তিনি ছওয়াব পাবেন? নবী করীম صلى الله عليه وسلم বললেন, হ্যাঁ (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪)। আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতীত। যথা : ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়া ২. এমন ইলম, যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং ৩. এমন সুসন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১; আবুদাউদ, হা/২৮৮০; মিশকাত, হা/২০০)।

ব্যবসা-বাণিজ্য → সুদী কারবার

প্রশ্ন (৪১) : আমার আম্মু সোনালী ব্যাংকে তার নিজস্ব ডিপোজিটের মূল টাকা ও লভ্যাংশ এবং অন্য একটি সুদী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে তার ও আমার নামে দলীল করে একটি জমি কিনেছেন। বিষয়টি আমি জানতাম না। এক্ষেত্রে কি আমি গুনাহগার হব? তাছাড়া পরবর্তীতে যখন উত্তরাধিকার সূত্রে ওই জমির মালিকানা আমার কাছে আসবে তখন সেটা ভোগ করা কি আমার জন্য জায়েয হবে?

-রাউফুর রহীম
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : এমতাবস্থায় সন্তান যদি বয়োঃপ্রাপ্ত হয় এবং বিষয়টি জানতে পারে ও তার প্রতিকার করে তাহলে সে গুনাহগার হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন, ‘কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না’ (আল-আনআম, ৬/১৬৪)। তবে এক্ষেত্রে মাকে সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা উত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বাধা দিবে’ (আলে ইমরান, ৩/১১০)। তিনি আরো বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (আত-তারহীম, ৬৬/৬)। সুদ খাওয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না (আল-বাক্বারা, ২/১৩০)। তিনি আরো বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদের অবশিষ্ট সম্পদ বর্জন করো... আর যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমাদের জন্য মূলধন’ (আল-বাক্বারা, ২/২৭৮)। উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সুদের বকেয়া টাকা বর্জন করতে হবে এবং

মূলধন রেখে দিয়ে লভ্যাংশ মালিককে ফেরত দিতে হবে। সুতরাং প্রশ্নকারীর যদি জানা থাকে যে, ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের এত টাকা এই জমি ক্রয় বাবদ খরচ করা হয়েছে, তাহলে সে ঐ পরিমাণ টাকা ছওয়াবের নিয়ত ছাড়াই গরীব-মিসকীনদের মাঝে দিয়ে দিবে। তাহলে এই জমি তার জন্য ভোগ করা জায়েয হবে। আর যদি জানা না থাকে তাহলেও সে ভোগ করতে পারবে।

প্রশ্ন (৪২) : আমি না বুঝে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হাউজ বিল্ডিং লোন গ্রহণ করেছি এবং জমি কেনার কাজে সহযোগিতার জন্য তা আমার বাবাকে দিয়েছি। পরে বুঝতে পেরে এই অপরাধের জন্য তওবা করেছি। এমতাবস্থায় উক্ত জমি কি আমার জন্য হালাল হবে? উল্লেখ্য যে, লোনকৃত টাকা আমার বেতন বা পেনশনের টাকা দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

-রবিউল আলম
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : সুদ একটি যুলুমভিত্তিক লেনদেন, যা ধনীকে আরো ধনী বানায় এবং গরীবকে আরো গরীব বানায়। মহান আল্লাহ সুদী লেনদেনকে হারাম করেছেন। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। জাবের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, লেখক ও সাক্ষী সবার উপর অভিযাচ করেছেন এবং বলেছেন, এরা সকলেই অপরাধে সমান (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮; আত-তারগীব, হা/১৮৪৭; মিশকাত, হা/২৮০৭)। সুতরাং অতি সত্বর এ ধরনের লেনদেন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় পুরো ঋণ পরিশোধ করার বা ঋণের টাকা ফেরত দেওয়ার তাহলে এক্ষুণি ফেরত দিতে হবে। দুনিয়ায় কুঁড়ে ঘরে বাস করা কোটি কোটি গুণে উত্তম, পরকালে জাহান্নামে বাস করার চেয়ে। যেহেতু ব্যক্তি এই অপরাধ থেকে তওবা করেছে, সেহেতু আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন বলে আমরা আশাবাদী। মহান বলেন, ‘হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজের উপর যুলুম করেছে তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, ‘গুনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মতো যার কোনো গুনাহ নাই’ (ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫০; আত-তারগীব, হা/৩১৪৫; মিশকাত, হা/২৩৬৩)।

প্রশ্ন (৪৩) : অনলাইনভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ‘ইভ্যালি’ মাঝে মাঝে ডিসকাউন্ট এ মোটরসাইকেল বিক্রি করে; আর বলে ৪৫ দিনের মধ্যে পণ্য পৌঁছে দিবে। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য দিতে পারে না। অভিযোগ করলে কিছু দিন সময় চায় অথবা টাকার চেক ফেরত দিয়ে বাইরে থেকে কিনে

নিত্যে বলে। উক্ত চেকে মোটরসাইকেলের মূল দাম থেকে ৫/১০ হাজার টাকা কেটে নেয় বা কম দেয়। এভাবে পণ্য ক্রয় করা বা চেক গ্রহণ করা কি বৈধ হবে?

—হুসাইন

কসবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

উত্তর : উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যে, নির্ধারিত সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। একে শরীআতের পরিভাষায় ‘বায়ঈ সালাফ’ বলে। অর্থাৎ অগ্রিম মূল্যে পরে পণ্য ক্রয় করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূল সঃ যখন মদীনায়ে আসলেন, তখন সেখানকার লোকজন খেজুরে দুই-তিন বছরের জন্য সালাফ (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়) করতেন। রাসূল সঃ বললেন, ‘যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট ওজনে এবং নির্দিষ্ট সময় বেঁধে তা করে’ (ছহীহ বুখারী, হা/২২৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৪)।

নির্ধারিত সময়ে পণ্য দিতে না পারলে অন্যের নিকটে হস্তান্তর করতে পারে। তবে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হতে হবে। এমতাবস্থায় কোনোটাই সম্ভব না হলে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। হাকীম ইবনু হেযাম রাঃ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সঃ! কোনো লোক এসে আমার কাছে এমন পণ্য কিনতে চাইল যা আমার কাছে নেই, আমি কি সেটা বাজার থেকে কিনে এনে তার কাছে বিক্রি করতে পারব? তখন রাসূল সঃ বললেন, ‘তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রি করো না’ (আবু দাউদ, হা/৩৫০৩; তিরমিযী, হা/১২৩২; মিশকাত, হা/২৮৬৭)।

তবে চেকের মাধ্যমে টাকা ফেরৎ দেওয়ার সময় বেশি লেন-দেন হলে তা সূদ হবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতার যদি এটাই নিয়ত থাকে যে, সে পণ্য না নিয়ে অতিরিক্ত টাকা নিবে তাহলে নিঃসন্দেহে সূদ হবে। আর টাকা কম হলে যুলুম হবে। তবে ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য বা বস্তু অপরিচিত বা প্রতারণা থাকলে তা হারাম হবে।

প্রশ্ন (৪৪) : আমার পিতা সূদভিত্তিক একটি বেসরকারি এনজিওতে চাকরি করেন। তবে তিনি সরাসরি সূদের সাথে সম্পর্কিত প্রোগ্রামের দায়িত্বশীল নন। বরং ঐ এনজিওরই অন্য একটি প্রোগ্রামের দায়িত্বশীল যেখানে সূদী কাজ-কারবার হয় না। এমতাবস্থায় তার উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

—সাজিদ

মজমপুর, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : সূদমুক্ত প্রোগ্রামটিও ঐ সূদভিত্তিক এনজিওরই অন্য একটি শাখা। সুতরাং এমতাবস্থায় তার উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না। কেননা সূদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো স্তরের চাকরি বৈধ নয়। রাসূল সঃ সূদগ্রহীতা, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদের উপর অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮; মিশকাত, হা/২৮০৭)। তাছাড়া এতেও সূদের কাজে সহযোগিতা করা হয়, যা করতে আল্লাহ

তআলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়দা, ২)।

হালল-হারাম

প্রশ্ন (৪৫) : বর্তমানে YouTube/Facebook বা অন্যান্য সোশাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ইসলামিক ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেওয়া থাকে। এই মিউজিক সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

—এনায়েত হোসেন

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ইসলামে মিউজিক-বাদ্যযন্ত্র সর্বাবস্থায় হারাম। যদিও তা ইসলামিক কোনো বক্তব্য, সংগীত বা তেলাওয়াতের ব্যাকগ্রাউন্ডে লাগানো হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘কিছু মানুষ আছে যারা অশ্লীল গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করে নেয়’ (আল-লুক্‌মান, ৩১/৬)। বর্তমানে এই মিউজিকের বিষয়টি অনেকেই হালকা মনে করে থাকে, এটা হারাম হওয়ার প্রতি কোনো ক্রক্ষেপ করে না। আবাবল, বৃদ্ধ, ছেলে-মেয়ে, ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রায় সকলেই মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে মিউজিকমিশ্রিত ইসলামী সংগীত, বক্তব্যসহ আরো অনেক কিছু শুনে থাকেন এবং সংগীত পরিবেশকরা মিউজিকমিশ্রিত সংগীত পরিবেশন করে থাকেন যা সম্পূর্ণ হারাম এবং রাসূল সঃ-এর ভবিষ্যতবাণীর প্রতিকলিত রূপ। আবু মালেক আল-আশআরী রাঃ বলেন, তিনি রাসূল সঃ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, ‘অবশ্যই (কিয়ামতের পূর্বে) আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে যারা যেনা-ব্যাভিচার, রেশমি কাপড় পরিধান, মদ্যপান ও বাদ্যযন্ত্র হালাল মনে করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯১)। ছাহাবায়ে কেলাম বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে কত সতর্ক ছিলেন তা নিচের হাদীছ থেকে অনুমান করা যায়। ইবনু উমারের গোলাম নাফে’ বলেন, ইবনু উমার বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেয়ে তার আঙুল কানে প্রবেশ করালেন এবং যে রাস্তায় বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ হচ্ছিল সে রাস্তা থেকে দূরে চলে গেলেন এবং আমাকে বললেন, হে নাফে’ তুমি কি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, না, আওয়াজ শুনা যায় না। তখন তিনি কান থেকে আঙুল বের করে বললেন, আমি নবী করীম সঃ-এর সাথে ছিলাম। তিনি এরকম আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন এবং আমার মতো করেছিলেন (আবু দাউদ, হা/৪৯২৪)।

প্রশ্ন (৪৬) : এস পি সি (SPC)-এর উপার্জন কি বৈধ? (এস পি সি (SPC)-হলো, প্রথমে ১০,০০০/=টাকা দিয়ে ১৩টি পণ্যের আইডি খোলা হয়। প্রত্যেক আইডিতে প্রতিদিন ৫টি করে পণ্যের ছবি সাবমিট করলে প্রতি আইডিতে ১০/=টাকা করে জমা হয়)। এতে লস বা ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই।

—রিয়াজউদ্দীন, মোমেনশাহী

ও সাদিকুল ইসলাম, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : এস পি সি (SPC World Express Ltd.) মূলত নতুন মোড়কে পূর্বের ডেসটিনি-২০০০ লিমিটেডের অনলাইন রূপ। বিভিন্ন

কারণে এসব কোম্পানির কার্যক্রম জায়েয নয়। যেমন- ১. এতে এমন সব লোকেরা বিজ্ঞাপনগুলো দেখে থাকেন, যাদের উক্ত পণ্যটি কেনার কোনো ইচ্ছে নেই। বরং ক্রেতার কাছে উক্ত পণ্যটির চাহিদা দেখানোর জন্য ভিউ বেশি বুঝাতে ক্লিক করে ভিউ বাড়ানো হয়ে থাকে, যা মূলত ক্রেতার সাথে এক প্রকার প্রতারণা; যা জায়েয নয়। ২. এসব বিজ্ঞাপনে নারীদের ছবি প্রদর্শন হয়ে থাকে, যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কারণে চোখের যেনা হয়ে থাকে। ৩. এতে এমএলএম এর মতো নাজায়েয বিষয় शामिल আছে, যা অনেকগুলো কারণে নাজায়েয। যেমন- (ক) এতে কেউ কর্ম ছাড়াই পারিশ্রমিক পায়। (খ) কেউ কর্ম করেও পারিশ্রমিক পায় না। (গ) ধোঁকা ও প্রতারণার সুযোগ আছে। (ঘ) এক চুক্তিতে একাধিক চুক্তি शामिल। মূল কথা এমন ব্যবসায় বিভিন্ন স্তরে প্রতারণা রয়েছে। আর রাসূল ﷺ বলেন, (সব ধরনের) প্রতারণা নিষিদ্ধ (মুসনাদে আহমাদ, হ/৭৪০৫)।

অপরাধ-দণ্ডবিধি

প্রশ্ন (৪৭) : চারজন সাক্ষী আছে। কিন্তু যেনাকারীরা তাদের অপকর্মের কথা অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় কি তাদের শাস্তি দেওয়া যাবে?

-রহমতুল্লাহ

মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : যেনার শাস্তির জন্য প্রথমত প্রয়োজন হলো প্রমাণ। আর প্রমাণ কয়েকভাবে হতে পারে। কখনো সাক্ষ্যর মাধ্যমে আবার কখনো স্বীকারজির মাধ্যমে এবং কখনো গর্ভ প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমে। যখন চারজন সাক্ষী এ বলে সাক্ষ্য দিবে যে তারা স্বয়ং নিজ চোখে তাকে যেনা করা অবস্থায় দেখেছে তখন অপরাধীর অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না বরং তাদের উপর শাস্তি ক্বায়েম করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে অশ্লীলতার (যেনার বিষয়) নিয়ে আসবে। তারা যেন তোমাদের মধ্য হতে তাদের ব্যাপারে চারজন সাক্ষী রাখে' (আন-নিসা, ৪/১৫)। আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, সা'দ ইবনু উবাদা رضي الله عنه বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি আমি আমার স্ত্রীকে কোনো লোকের সাথে পায়, এক্ষেত্রে কি আমি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য অপেক্ষা করব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ' (ছহীহ মুসলিম, হ/১৪৯৮; আবু দাউদ, হ/৪৫৩৩)। তবে বিচারক বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন। যদি এমনটি হয় যে, তারা তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে সে ক্ষেত্রে তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা সতী-সাক্ষী নারীর ব্যাপারে অপবাদ দেয় এরপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাহলে তোমরা তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করো' (আন-নূর, ৪)।

পবিত্রতা → শুষ্ক-গোসল

প্রশ্ন (৪৮) : মিলনের সময় বীর্য নির্গত না হলেও কি গোসল ফরয হবে?

-আকাশ

লালপুর, নাটোর।

উত্তর : হ্যাঁ, মিলনে সময় বীর্যপাত না হলেও গোসল করা ফরয হবে। আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন, 'পুরুষের খতনার জায়গা মহিলার খতনার জায়গা অতিক্রম করলেই গোসল করা ফরয হয়ে যাবে। তিনি [আয়েশা رضي الله عنها] বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছি, তারপর দু'জনেই গোসল করেছি (তিরমিযী, হ/১০৮; ইবনু মাজাহ, হ/৬০৮; মিশকাত, হ/৪৪২)। আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সঙ্গত হলে, তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হ/২৯১)। অতএব মিলনের সময় বীর্যপাত হোক বা না হোক গোসল ফরয হয়ে যাবে।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯) : নারীদের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজ মহল্লায়, অন্যের বাড়িতে, কিংবা গ্রামে গ্রামে যেয়ে দাওয়াতী কাজ করা ও তা'লীম দেওয়া কি ফরয?

-মাহির ফয়সাল

পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : তা'লীমী বৈঠক বা দাওয়াতী কাজ মূলত পুরুষদের উপর ফরয; মহিলাদের উপরে নয়। বরং তারা পর্দার বিধান অনুসরণ করে একজন শরীআত অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। যেমন রাসূল ﷺ মহিলাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হ/১০১, ৭৩১০)। ঈদের দিনে তিনি তাদের কাছে গিয়ে নছীহত করতেন (ছহীহ বুখারী, হ/৩০৪; ছহীহ মুসলিম, হ/৭৯)। উক্ত হাদীছসমূহ প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ দাওয়াত দেওয়ার জন্য নিজে মহিলাদের কাছে গিয়েছিলেন। তার কোনো স্ত্রীকে পাঠাননি। এমনকি জুমআ বা ঈদের খুৎবাও মহিলারা দিতে পারে না এবং জুমআ ও ঈদের ছালাতে তাদের ইমামতিও জায়েয নয়। তবে ঘরোয়া পরিবেশে নিজ বাড়িতে দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো মহিলা মহিলাদের মাঝে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারে। এমনকি প্রশ্ন করেও শরীআত সম্পর্কে জেনে নিতে পারে যেমনটা আয়েশা رضي الله عنها -এর নিকট থেকে বিভিন্ন মহিলা দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করতেন (ছহীহ মুসলিম, হ/৭৪৬)। কিন্তু এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গিয়ে দাওয়াতী কাজ করা, তা'লীমী বৈঠক করা বা জালসা করে বেড়ানো শরীআতসম্মত নয়, যা বর্তমানে চলছে।

প্রশ্ন (৫০) : পৃথিবীর মানুষের জ্ঞান যদি এক পান্ডায় রাখা হয়, আর উমার رضي الله عنه -এর জ্ঞান যদি অন্য পান্ডায় রাখা হয়, তাহলে ওমরের জ্ঞানের পান্ডা ভারী হবে'-এ কথটির কোনো ভিত্তি আছে কি?

-সিরাজুল হক

শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ, উমার رضي الله عنه -এর ইলমের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه -এর একটি মন্তব্য পাওয়া যায়। এমর্মে তিনি বলেছেন, 'যদি উমার رضي الله عنه -এর ইলমকে এক পান্ডায় ও পৃথিবীবাসীর ইলমকে অপর পান্ডায় রাখা হয়, তাহলে ওমর رضي الله عنه -এর ইলম তাদের উপরে অর্থাধিকার লাভ করবে (মিনহাজুস সুমাহ আন-নাবাবিয়াহ, ৬/৩১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ তাহকীক্বূত, ৮/৩৭১)।

বর্ষসূচি-৫ম

(৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর' ২০২০ ইং হতে ৫ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, অক্টোবর' ২০২১ ইং পর্যন্ত)

সম্পাদকীয়

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ধর্ষণ প্রতিরোধে ইসলামের বিধি-নিষেধ বাস্তবায়ন করুন	নভেম্বর'২০	৭	মে দিবসের ডাক ও ইসলামে শ্রমিকের অধিকার	মে'২১
২	শীত মুমিনের বসন্ত	ডিসেম্বর'২০	৮	ধ্বংসের পথে বাংলাদেশের নদ-নদী	জুন'২১
৩	ভাস্কর্য স্থাপন বন্ধ করুন	জানুয়ারি'২১	৯	জিহাদ ও উগ্রবাদ এক নয়	জুলাই'২১
৪	মুসলিম নির্যাতনের আরেক হাতিয়ার 'লাভ জিহাদ' আইন	ফেব্রুয়ারি'২১	১০	নব্য খারেজী থেকে সাবধান!	আগস্ট'২১
৫	মসজিদভিত্তিক ধীন শিক্ষা চালু করুন	মার্চ'২১	১১	তালেবানের উত্থান : বিশ্ব রাজনীতির পট পরিবর্তন	সেপ্টেম্বর'২১
৬	মাহে রামায়ান : একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার আস্থান	এপ্রিল'২১	১২	এ আলো যেন আর না নিভে	অক্টোবর'২১

দারসে হাদীছ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	একটি শিশুর সূচু বিকাশ : পিতা-মাতার করণীয়	মুহাম্মদ মুত্তফা কামাল	মার্চ'২১
২	বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাদি একজন মুমিনকে কোন পথে পরিচালিত করে?	মুহাম্মদ মুত্তফা কামাল	এপ্রিল'২১
৩	একজন মুমিনের জীবনে কী প্রয়োজন?	মুহাম্মদ মুত্তফা কামাল	মে'২১
৪	হালাল হারামের ক্ষেত্রে একজন মুমিনের করণীয়	মুহাম্মদ মুত্তফা কামাল	জুন'২১
৫	শরীআতের বিষয়ে প্রশ্ন করার আদব	মুহাম্মদ মুত্তফা কামাল	জুলাই'২১
৬	কল্যাণকামিতাই ধীন	মুহাম্মদ মুত্তফা কামাল	আগস্ট'২১
৭	দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিই একজন মুমিনের সাফল্যের সোপান!	মুহাম্মদ মুত্তফা কামাল	সেপ্টেম্বর'২১
৮	পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক!	মুহাম্মদ মুত্তফা কামাল	অক্টোবর'২১

প্রবন্ধ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	হজ্জ ও উমরা	আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ	নভেম্বর'২০-মার্চ'২১ ও মে'২১-অক্টোবর'২১ (৪-১৪ পর্ব) [চলবে...]
২	ইমাম আবু হানীফা <small>رحمته</small> -এর আকীদা বনাম হানাফীদের আকীদা	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	নভেম্বর'২০, জানুয়ারি'২১ ও জুন'২১-সেপ্টেম্বর'২১ (১৭-২২ পর্ব)
৩	ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণ	ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	নভেম্বর'২০-জানুয়ারি'২১ (২-৪ পর্ব)
৪	আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব	অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান	নভেম্বর'২০-জানুয়ারি'২১, মার্চ'২১-এপ্রিল'২১, জুন'২১, আগস্ট'২১ ও অক্টোবর'২১ (১-৮ পর্ব) [চলবে...]
৫	আয়িম্মায়ে কেরামের দৃষ্টিতে রাফউল ইয়াদায়েন	আহমাদুল্লাহ	নভেম্বর'২০
৬	পার্শ্ব আযাবের কারণ ও তা থেকে বাঁচার উপায়	মো. দেলোয়ার হোসেন	নভেম্বর'২০
৭	বন্ধু আমার! কেন ছালাত পড়ে না?	জাবির হোসেন	নভেম্বর'২০
৮	মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর	ড. আব্দুল্লাহিল কাফী	নভেম্বর'২০ (শেষ পর্ব)

৯	মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আদম আল-ইথিওপী (মনীষীদের জীবনী)	আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান	নভেম্বর'২০
১০	পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা ও সংশয় নিরসনে সালাফীদের ভূমিকা	ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ	ডিসেম্বর'২০
১১	ড্রামা এন্ড মুভি : আমার অনুভূতি	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	ডিসেম্বর'২০
১২	ধর্ষণ প্রতিরোধে ইসলামী সমাধান	সাদ্দুদুর রহমান	ডিসেম্বর'২০
১৩	ফেতনা : একটি পর্যালোচনা	সাজ্জাদ সালাদীন	ডিসেম্বর'২০
১৪	নফসের জিহাদ	কাযী ফেরদৌস করীম (মুন্নি)	ডিসেম্বর'২০
১৫	সালাফী জামাআত বনাম আন্ত দলসমূহ	মাহবুবুর রহমান মাদানী	জানুয়ারি'২১
১৬	'মূর্তি বিড়ম্বনার ইসলামি আঙ্গিক' শীর্ষক প্রবন্ধের পর্যালোচনা	আহমাদুল্লাহ	জানুয়ারি'২১ ও ফেব্রুয়ারি'২১ (১-২ পর্ব)
১৭	পোশাক ও বর্তমান পরিস্থিতি : একটি পর্যালোচনা	সাজ্জাদ সালাদীন	জানুয়ারি'২১ ও ফেব্রুয়ারি'২১ (১-২ পর্ব)
১৮	ওয়ূর গুরুত্ব ও ফযীলত	মো. দেলোয়ার হোসেন	জানুয়ারি'২১
১৯	ধূমপান কি হারাম?	জাবির হোসেন	জানুয়ারি'২১ ও ফেব্রুয়ারি'২১ (১-২ পর্ব)
২০	আক্বীদার ক্ষেত্রে উপমহাদেশীয় আহলেহাদীছ আলেমগণের খিদমত	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায়যাক	ফেব্রুয়ারি'২১
২১	ইয়াজুজ-মাজুজ ও নাস্তিকদের মাঝে মিল	সাদ্দুদুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২১
২২	শিল্পের মানবিকতা	আতিকুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২১
২৩	ভ্যালেন্টাইনস ডে : বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নাকি বিশ্ব বেহায়া দিবস	মাক্ছুদুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২১
২৪	বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অতীত ও বর্তমান	ড. মো. কামরুজ্জামান	মার্চ'২১
২৬	আসলেই কি সাত যমীনে সাত জন নবী?	আহমাদুল্লাহ	মার্চ'২১
২৭	শবে মিরাজ পালন করা স্পষ্ট বিদআত	ওবায়দুল বারী	মার্চ'২১
২৮	কুরআন মাজীদে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ প্রাণী পরিচিতি	এস. এম. আব্দুর রউফ	মার্চ'২১
২৯	যবান হেফায়তের গুরুত্ব ও ফযীলত	উসমান বিন আব্দুল আলিম	মার্চ'২১
৩০	মনীষীদের অন্তরে মূছাভয়	আব্দুল বাছীর বিন আলম	মার্চ'২১
৩১	আমাদের রোল মডেল কে?	জাবির হোসেন	মার্চ'২১
৩২	কা'বার ইতিহাস	মাহবুবুর রহমান মাদানী	এপ্রিল'২১
৩৩	তারাবীহর রাকআত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	আহমাদুল্লাহ	এপ্রিল'২১ ও মে'২১ (১-২ পর্ব)
৩৪	তরুদীর নিয়ে কিছু কথা	সাদ্দুদুর রহমান	এপ্রিল'২১ ও মে'২১ (১-২ পর্ব)
৩৫	রামাযান মাসে কতিপয় বিদআত ও সুন্নাহ বিরোধী কার্যক্রম : একটি পর্যালোচনা	সাজ্জাদ সালাদীন	এপ্রিল'২১
৩৬	আপনার সমীপে আপনার আমানত!	মীযান মুহাম্মদ হাসান	এপ্রিল'২১
৩৭	নফল ছালাত	মো. দেলোয়ার হোসেন	এপ্রিল'২১
৩৮	রামাযান মাস, বন্দী শয়তান— তবুও, আমরা খারাপ কাজ করি কেন?	জাবির হোসেন	এপ্রিল'২১
৩৯	ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা	আনুবাদ : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী	মে'২১ ও জুন'২১ (১-২ পর্ব)
৪০	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রামাযান ও ঈদ	ওবায়দুল বারী	মে'২১
৪১	রুদরের রাত কোনটি?	মাক্ছুদুর রহমান	মে'২১
৪২	ছাদাকাতুল ফিত্বর : একটি পর্যালোচনা	সাজ্জাদ সালাদীন	মে'২১
৪৩	ঈদের মাসায়েল	আল-ইতিছাম ডেক	মে'২১

৪৪	আল্লাহর ভালোবাসা	আবু রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম	মে'২১
৪৫	সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া	হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী	জুন'২১-জুলাই'২১ ও সেপ্টেম্বর'২১ (১-৩ পর্ব) [চলবে...]
৪৬	একটি লিফলেটের ইলমী জবাব	আহামাদুল্লাহ	জুন'২১-জুলাই'২১ ও সেপ্টেম্বর'২১ (১-৩ পর্ব) [চলবে...]
৪৭	রামাযান পরবর্তী আমলসমূহ	ইবনু আকবার	জুন'২১
৪৮	বিদায় রমাযান! অতঃপর...	জাবির হোসেন	জুন'২১
৪৯	নারীমুক্তির অগ্রদূত : বিশ্বনবী ﷺ	মুহাম্মাদ দিদার বিন আজাহার	জুন'২১
৫০	লোক দেখানো আমলের পরিণতি	ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	জুলাই'২১-আগস্ট'২১ ও অক্টোবর'২১ (১-৩ পর্ব) [চলবে...]
৫১	আরাফার ছিয়াম কবে রাখবেন : একটি দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা	আব্দুল বারী বিন সোলায়মান	জুলাই'২১
৫২	হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে গরু ও প্রাণীর মাংস খাওয়ার বিধান	ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন)	জুলাই'২১-সেপ্টেম্বর'২১ (১-৩ পর্ব) [চলবে...]
৫৩	আরাফার দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	জুলাই'২১
৫৪	ঈদুল আযহা : শিক্ষা ও করণীয়	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	জুলাই'২১
৫৫	কুরআনে বর্ণিত মৌমাছির জীবনচক্রের সাথে মুমিন বান্দাদের মিল	মুমতাহহিনা খাতুন	জুলাই'২১
৫৬	রক্তাক্ত ফিলিস্তীনের অতীত ও বর্তমান	ড. মো. কামরুজ্জামান	আগস্ট'২১
৫৭	বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি	সাইদুর রহমান	আগস্ট'২১
৫৮	আশুরার ছিয়াম	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	আগস্ট'২১
৫৯	শারঈ বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সালাফে ছালেহীন যেমন ছিলেন	তাওহীদুর রহমান ইবনু মঈনুল হক	আগস্ট'২১ ও সেপ্টেম্বর'২১ (১-২ পর্ব)
৬০	ছালাত : ঝামেলা নয়; আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা	জাবির হোসেন	আগস্ট'২১
৬১	করোনায গরীবের ঈদ	ড. মো. কামরুজ্জামান	সেপ্টেম্বর'২১
৬২	ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ﷺ	অনুবাদ ও পরিমার্জন : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী	সেপ্টেম্বর'২১ ও অক্টোবর'২১ (১-২ পর্ব)
৬৩	সফল এবং বিফল ব্যক্তির মাঝে ১০টি পার্থক্য	অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন	সেপ্টেম্বর'২১
৬৪	সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমাদের যা জানা উচিত মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা তিনটি মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন	অনুবাদ ও পরিমার্জন : মুহাম্মাদ সাজিদ করিম	সেপ্টেম্বর'২১
৬৫	অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমরা কতটা সঠিক!	শামসুদ্দীন চৌধুরী	সেপ্টেম্বর'২১ ও অক্টোবর'২১ (১-২ পর্ব)
৬৬	আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত যে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা ওয়াজিব	আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী	অক্টোবর'২১
৬৭	বিশ্বময় মহামারি : পাপাচার ও অত্যাচার থেকে ফিরে আসার বার্তা	ড. মো. কামরুজ্জামান	অক্টোবর'২১
৬৮	স্বপ্ন নিয়ে কিছু কথা	সাইদুর রহমান	অক্টোবর'২১
৬৯	ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন বিদআত	অধ্যাপক ওবায়দুল বারী	অক্টোবর'২১
৭০	আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলসমূহ	মো. দেলোয়ার হোসেন	অক্টোবর'২১

হারামাইনের মিস্বার থেকে

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	মহান রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা রক্ষা	অনুবাদ : আব্দুল গনি মাদানী	ডিসেম্বর'২০
২	পাপ ও তওবার মাঝে বান্দার অবস্থান কেমন হওয়া উচিত	অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান	জানুয়ারি'২১
৩	অপরকে কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহতা	অনুবাদ : মুরসালিন বিন আব্দুর রউফ	ফেব্রুয়ারি'২১

৪	প্রকৃত জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য	অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন	মার্চ'২১
৫	'আমি আগামীকাল তা করব' বলার শিষ্টাচার	অনুবাদ : আব্দুল বারী বিন সোলায়মান	এপ্রিল'২১
৬	শাফাআতের প্রকারভেদ, কারা শাফাআত করবেন এবং তা লাভের মাধ্যমগুলো কী?	অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান	মে'২১
৭	ঈমান বৃদ্ধির উপায়	অনুবাদ : মুরসালীন বিন আব্দুর রউফ	জুন'২১
৮	ঈদুল ফিতরের খুৎবা : আঞ্জাহর ক্ষমা ও সম্ভৃষ্টি অর্জনে কিছু উপদেশ	অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন	জুলাই'২১
৯	সময় ও ঋতু পরিবর্তনের মূল রহস্য	অনুবাদ : মুরসালীন বিন আব্দুর রউফ	আগস্ট'২১
১০	আরাফার খুৎবা	অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান	সেপ্টেম্বর'২১
১১	অধিকহারে আঞ্জাহর যিকির কেন করবেন	অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন	অক্টোবর'২১

সাময়িক প্রসঙ্গ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	রিফাত হত্যা মামলা : আদালতের নথীরবিহীন রায় ও জনমনে সংশয়	জুয়েল রানা	নভেম্বর'২০
২	ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতার বাস্তব চিত্র ও আমাদের করণীয়	জুয়েল রানা	ডিসেম্বর'২০
৩	মূর্তি বনাম ভাস্কর্য ইস্যু : উত্তেজনা, বিতর্ক ও আন্দোলন	জুয়েল রানা	জানুয়ারি'২১
৪	কমান্ডো সিনেমায় ইসলামকে চরম অবমাননা	জুয়েল রানা	ফেব্রুয়ারি'২১
৫	জেলখানায় অপরাধ প্রকৃতা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাবনা	জুয়েল রানা	মার্চ'২১
৬	একের পর এক আলোমের উপর হামলা: কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি?	জুয়েল রানা	এপ্রিল'২১
৭	করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে?	জুয়েল রানা	জুন'২১
৮	ইসরাঈল-ফিলিস্তীন যুদ্ধ যে কারণে শুরু হলো ও থামল!	জুয়েল রানা	জুলাই'২১
৯	আফগানিস্তান, তালেবান ও খোরাসান : বর্তমান প্রেক্ষাপট	আবু মুহাম্মাদ	আগস্ট'২১
১০	ইসরাঈলী পেগাসাস : ফোনে আড়ি পাতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে হইচই	জুয়েল রানা	সেপ্টেম্বর'২১

শিক্ষার্থীদের পাতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	রাবী পরিচিতি-৪ : লূত ইবনে ইয়াহইয়া	আল-ইতিছাম ডেক	নভেম্বর'২০
২	গ্রন্থ পরিচিতি-৮ : আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী	আল-ইতিছাম ডেক	ডিসেম্বর'২০
৩	গ্রন্থ পরিচিতি-৯ : ছহীহুল বুখারী	আল-ইতিছাম ডেক	ফেব্রুয়ারি'২১
৪	রাবী পরিচিতি-৫ : আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক আল-ওয়াসিত্বী আল-কুফী	আল-ইতিছাম ডেক	মার্চ'২১
৫	গ্রন্থ পরিচিতি-১০ : ছহীহ মুসলিম	আল-ইতিছাম ডেক	মে'২১
৬	গ্রন্থ পরিচিতি-১১ : সুনানু আবী দাউদ	আল-ইতিছাম ডেক	জুন'২১
৭	রাবী পরিচিতি-৬ : আবু বকর ইবনু আবী মারইয়াম	আল-ইতিছাম ডেক	আগস্ট'২১
৮	গ্রন্থ পরিচিতি-১২ : সুনানে তিরমিযী	আল-ইতিছাম ডেক	অক্টোবর'২১

জামি'আহ পাতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ব্যভিচার : সম্মতি - অসম্মতি : ধর্মণ	মাহমুদুর রহমান	নভেম্বর'২০
২	হাউষে কাউছার ও শাফাআত	শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ	ডিসেম্বর'২০
৩	ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য	শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ	জানুয়ারি'২১
৪	আল-কুরআনে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও পাখি	আব্দুর রায়যাক	ফেব্রুয়ারি'২১
৫	আসমান-যমীন কতদিনে সৃষ্টি এবং কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে?	আব্দুর রায়যাক বিন মাসির	মার্চ'২১

হাদীছের গল্প

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	রাসূল ﷺ-এর 'ঈলা'র ঘটনা	হাফীযা খাতুন	ডিসেম্বর'২০

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	হিজাবের অসীলায় বাঁচল প্রাণ	মুহাম্মদ সাজিদ করিম	জানুয়ারি'২১
২	আজব দেশের আজব রাজা	নাহরিন বানু এশা	মার্চ'২১
৩	দুনিয়াবী জীবন	সোলায়মান সরকার	এপ্রিল'২১
৪	একজন উইঘুর শিশুর কান্না	আহমাদুল্লাহ	সেপ্টেম্বর'২১

কবিতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	অপেক্ষা!	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	নভেম্বর'২০	২২	নয়া যামানার জিহাদ	মুহাম্মাদ দিদার বিন আজাহার	মে'২১
২	জীবন প্রদীপ	মো. আব্দুল গনী শিকরী	নভেম্বর'২০	২৩	করোনা নয়; করুণা চাই	মো. আব্দুল হামীদ	মে'২১
৩	জামি'আহ সালাফিয়াহ	আহসান হাবীব (রনি)	নভেম্বর'২০	২৪	ভাবনা জাগে মনে	মো. জোবাইদুল ইসলাম	জুন'২১
৪	ভালোবাসি	মুহাম্মাদ ইমাম হোসেন	ডিসেম্বর'২০	২৫	চিরসত্য	মো. ফরহাদ খান	জুন'২১
৫	নিঃস্ব নই	তারিকুল ইসলাম	ডিসেম্বর'২০	২৬	দাড়ি!	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	জুন'২১
৬	সত্যের পরাজয়!	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	ডিসেম্বর'২০	২৭	কালো পাথর	মুহাম্মাদ ইমাম হোসেন	জুলাই'২১
৭	লড়াই!	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	জানুয়ারি'২১	২৮	জান্নাতী স্বপ্ন	ফারজানা ইয়াসমিন	জুলাই'২১
৮	একটি সূরা লেখো!	জহুরুল ইসলাম	জানুয়ারি'২১	২৯	ফ্রি ফায়ার	মো. জহুরুল	জুলাই'২১
৯	আমার দেশ	শাকিব হুসাইন	জানুয়ারি'২১	৩০	ঈদর খুশি	আশরাফুল হক	জুলাই'২১
১০	পরিবেশটা খুব ঘোলাটে	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	জানুয়ারি'২১	৩১	মুনাজাত	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	আগস্ট'২১
১১	অপসংস্কৃতি (চতুর্দশপদী কবিতা)	মো. শফিকুল ইসলাম সূজন	ফেব্রুয়ারি'২১	৩২	পাহাড়ের বুকে	মো. জহুরুল	আগস্ট'২১
১২	বেহুঁশ	রায়হানুল ইসলাম	ফেব্রুয়ারি'২১	৩৩	ঈমানের স্বাদ!	মো. মেহেদী হাসান	আগস্ট'২১

১৩	বিদায়!	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	ফেব্রুয়ারি'২১	৩৪	কল্যাণের দু'আ	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	আগস্ট'২১
১৪	মৃত্যুর ডাক	ফরহাদ বিন আব্দুল আলীম	ফেব্রুয়ারি'২১	৩৫	আযানের সুর	শাকিব হুসাইন	আগস্ট'২১
১৫	পরশ পাথর	মো. আবুল কালাম আজাদ	মার্চ'২১	৩৬	প্রভু হে মহান	মো. আবুল কালাম আজাদ	সেপ্টেম্বর'২১
১৬	মৃত্যু	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	মার্চ'২১	৩৭	আমানত	মাহাতাব হাসান এমরে	সেপ্টেম্বর'২১
১৭	নভেল করোনা	মো. মোবায়েছ	মার্চ'২১	৩৮	কুরআন-হাদীছ	মো. শাহাজাহান হোসেন	সেপ্টেম্বর'২১
১৮	ধর্মিতা	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	এপ্রিল'২১	৩৯	ধর্মগুরু	শেখ নয়ন আহমাদ	অক্টোবর'২১
১৯	সত্যের পথ	ওমর ফারুক বিন মুসলিমুদ্দীন	এপ্রিল'২১	৪০	আহ্বান	আশরাফুল হক	অক্টোবর'২১
২০	জাগো জাগো হে মুসলিম	মো. নূরুজ্জামান সবুজ	এপ্রিল'২১	৪১	মাগো তুমি	শাকিব হুসাইন	অক্টোবর'২১
২১	অগ্রকর খোঁজে	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রায়যাক	মে'২১	৪২	আমার দেশ	মিজানুর রহমান	অক্টোবর'২১

বি. দ্র. মাসিক আল-ইতিহাম 'সওয়াল-জওয়াব' বিভাগে প্রতি মাসে ৫০টি করে ১২ মাসে মোট ৬০০টি প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ। 'সওয়াল-জওয়াব'-এর পুরো লিস্টটি একসাথে দেখতে www.al-itisam.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।

‘শিক্ষার্থীদের পাতা’-এর বাকী অংশ

ছাত্রগণ : আবু বকর আস-সামারকান্দী, আবু হামেদ মারওয়ানী, হায়ছাম ইবনু কুলাইব প্রমুখ (প্রাণ্ড)।

প্রশংসাবানী : ইমামগণ ইমাম তিরমিযীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হাফেয মিয়যী তাকে হাদীছের হাফেয ও ইমামদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন (তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৪৪৩১)। ইমাম ইজলীও তাকে হাদীছের হাফেয বলেছেন (আল-ইকমাল, ৪/৩৯৬)। ইবনু নুকতা তাকে ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন (আত-তাকদীদ, রাবী নং ১০৪)। ইমাম যাহাবী তাকে হাফেয, বিশিষ্ট ইলমী ব্যক্তিত্ব, ইমাম, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করেছেন (সিয়রু আলামিন নুবাল, রাবী নং ১৩২)। ইবনু হাজার তাকে অন্যতম ইমাম বলেছেন (তাহযীবুত তাহযীব রাবী নং ৬৩৮)। এছাড়াও আরও অনেক প্রশংসাবানী ইমামদের থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, যা আসমাউর রিজালের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান।

মৃত্যু : তিনি তিরমিয শহরে সোমবার রাতে রজব মাসের ১০ তারিখে ২৭৯ হিজরীতে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে জগতবাসীকে চিরতরে বিদায় জানান। আল্লাহ তার কবরকে আলোকিত করুন। তাকে জান্নাতবাসী করুন। তার ইলম দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো, ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ রচিত এ হাদীছের মূল্যবান গ্রন্থটি শুধু আলেমদের জন্যই উপকারী তা নয়। বরং ছাত্রদের জন্যও এটি অত্যধিক উপকারী। গ্রন্থটির তুলনা গ্রন্থটি নিজেই। এটির একাধিক অনুবাদ একাধিক ভাষায় হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও এর একাধিক অনুবাদ রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সকল হাদীছের গ্রন্থ সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করে তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ
(রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund
Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Account No: 20501130204367417



৫ হাজার ছত্রে ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একাডেমিক ভবন



ক্রমাধীন ৬০০ শতক জমি

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No: 20501130204367316



বায়তুল হামদ জামে মসজিদ

দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিহাম, আল-ইতিহাম টিভি, আল-ইতিহাম গবেষণাগার, আল-ইতিহাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund
Account No: 20501130204367802



আল-ইতিহাম গবেষণাগার



আল-ইতিহাম প্রিন্টিং প্রেস

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতাত্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund
Account No: 20501130204367903

দুগ্ধ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুগ্ধ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund
Account No: 20501130204367600

বিকাশ এজেন্ট : ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০

বিকাশ পার্সোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

০১৭১৭-০৮৮৯৬৭; ০১৮৩৫-৯৮৮৬৮৮

বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

রকেট পার্সোনাল : ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫

০১৮৩৫-৯৮৮৬৮৮-৭



নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

www.al-itisam.com

Monthly Al-Itisam 5th Year, 12th Part, October 2021, Price : 25.00



দ্রাব্যী কনফারেন্স

সভাপতি

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী।

৫ম বার্ষিক ২০২১

২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১
বৃহস্পতিবার, বাদ আছর হতে শুরু

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৬ষ্ঠ বার্ষিক ২০২২

১৩ ও ১৪ জানুয়ারি, ২০২২
বৃহস্পতিবার, বাদ আছর হতে শুরু

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাবো, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

আয়োজনে : আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ

শীঘ্রই বের হচ্ছে

শিশু-কিশোরদের মেধা ও মনন বিকাশে
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এক অনন্য পত্রিকা

ত্রৈমাসিক
কিশলয়

নিয়মিত যা থাকছে : আসমানী বার্তা, মুহাম্মাদী পয়গাম, প্রবন্ধ, ছড়া ও কবিতা,
জীবনবৃত্তান্ত, সিরিজ গল্প, সফরনামা, গল্পের ঝাপি, বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, স্বাস্থ্যকথা,
জানা-অজানা, মুসলিম জাহান, ধাঁধাসহ আরও অনেক কিছু।

পৃষ্ঠা : ৮০ (সম্পূর্ণ কালার পেজ)

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

মূল্য :
৫০ টাকা
মাত্র

০১৪০৭-০২১৮৪১

kishalay2021@gmail.com

অথবা

নিচের লিঙ্কে প্রবেশ করে ফরম পূরণ করুন।

https://tinyurl.com/nbv59x87